পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 15 Sunday, 15 December, 2024 ✱ ৩০ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা ✱ ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, রবিবার, ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়কে ন্যাকের স্বীকৃতি, উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্রীয় স্বীকৃতি। ন্যাকের বিচারে সেরার তকমা পেল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জুরিডিকাল সায়েন্স। এই শিরোপায় গর্বিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাম্য ও সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলুক শিক্ষা। ফলস্বরূপ রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার মুকুটে এমনই পালক জুড়তে থাকুক। এটাই আশা মুখ্যমন্ত্রীর। এক্স হ্যান্ডেলে মমতা জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার পোষিত ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জুরিডিকাল সায়েন্স ন্যাকের বিচারে ক স্বীকৃতি পেয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি এখানে ফরেনসিক সায়েন্স পড়ানো হচ্ছে। এই লন্ডনের কিংস কলেজ এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে বিশ্ববিদ্যালয়। এদিন সেই প্রচেষ্টাও স্বীকৃতি পেল। তাঁর আরও সংযোজন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা পড়ুয়াদের মধ্যে আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা ৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রীদের টিউশন ফি মকুব করা হয়। সেই খরচ বহন করে রাজ্য সরকার। দেশের মধ্যে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জুরিডিকাল সায়েন্স একমাত্র আইন বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা পড়ুয়াদের টিউশন ফি মকুব করে। এরপরই রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ডাক দেন মুখ্যমন্ত্রী।

‘এটা সংবিধান, সংঘের বিধান নয়’, সংসদে মোদিকে তোপ প্রিয়াঙ্কার

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর ঃ সংসদে প্রথম ভাষণে সকলকে মুগ্ধ করেছেন ওয়ানাড়ের সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। শাসক-বিরোধী দুপক্ষকেই শুক্রবার দেখা গিয়েছে চুপ করে বসে মন দিয়ে তাঁর কথা শুনতে। প্রিয়াঙ্কার দৃপ্ত ভাষণের নানা প্রসঙ্গই উঠে আসছে আলোচনায়। সবচেয়ে বেশি যে উক্তিটি নিয়ে আলোচনা চলছে, তা হল এটা সংবিধান, সংঘের বিধান নয়। প্রিয়াঙ্কার দাবি, ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে আসন হারিয়ে বিজেপি বুঝতে পেরেছে সংবিধান বদলানো যায় না। ভারতীয় সংবিধান সংসদে গৃহীত হওয়ার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে এদিন লোকসভায় বিশেষ অধিবেশন ছিল। সেখানেই সাংসদ হিসাবে প্রথমবার বক্তব্য রাখেন প্রিয়াঙ্কা। গৌতম আদানি, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অতিসক্রিয়তা থেকে শুরু করে নির্বাচনী প্রচারে সংবিধান বদলের ‘ ইস্যুতেই মোদি সরকারকে তুলোধনা করেছেন তিনি। সাংসদ হিসাবে লোকসভায় প্রথম ভাষণ দিতে গিয়ে ২০১৭ সালের উন্নাও ধর্ষণ এবং ২০২০ সালের হাথরসের গণধর্ষণের কথাও বলেন তিনি। বিজেপিকে তোপ দেগে কংগ্রেস সাংসদ বলেন, গত ১০ বছরে সংবিধানের রক্ষাকবচ দুর্বল হয়েছে। যদি এবারের নির্বাচনে এনডিএ আরও বেশি আসন পেত তাহলে নিশ্চই বদলে দিত ভারতের সংবিধান। আর সেই সঙ্গেই তাঁকে বলতে শোনা যায়, আমাদের সংবিধান আমাদের জন্য একতার বর্মবিশেষ। প্রধানমন্ত্রী সংবিধান মাথায় ঠেকান। কিন্তু মণিপুর বা সম্ভল থেকে ন্যায়ের ডাক এলে তাঁর কপালে ভাঁজটুকুও পড়ে না। তিনি হয়তো কোনওদিনই বুঝতে পারবে না যে ভারতের সংবিধান সংঘের বিধান (আরএসএসের বিধান) নয়। ভারতের সংবিধান আমাদের একতা ও ভ্রাতৃত্বের বোধ দিয়েছে। দৃপ্ত কণ্ঠে প্রিয়াঙ্কার ভাষণে এদিন মুগ্ধ শাসক-বিরোধী দুপক্ষই। ভাষণ চলাকালীন একাধিকবার প্রিয়াঙ্কার মন্তব্যের বিরোধিতা করে সুর চড়ান এনডিএ সাংসদরা। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই চুপ করে বসে মন দিয়ে তাঁরা প্রিয়াঙ্কার কথা শোনেন। রাজ্যসভার সাংসদ হলেও এদিন মেয়ের ভাষণ শুনতে লোকসভার গ্যালারিতে হাজির ছিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী সোনিয়া। কেরলের ওয়ানাড়ে ভূমিধস-বিপর্যস্ত মানুষজনের জন্য আর্থিক সহায়তার দাবিতে শনিবার সংসদের মকর দ্বারে প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখালেন কংগ্রেস সাংসদরা। ওয়ানাড়ের সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা এবং কে সি বেণুগোপাল-সহ অন্যান্য নেতারা আর্থিক সহায়তার দাবি জানান। কেরল ও ওয়ানাড়ের সঙ্গে বৈষম্য করা হচ্ছে বলে তাঁদের অভিযোগ। প্রিয়াঙ্কা এদিন অভিযোগ করেছেন, ওয়ানাড়কে বিশেষ প্যাকেজ দিতে অস্বীকার করছে ভারত সরকার। তাঁর কথায়, সরকার ওয়ানাড়কে বিশেষ প্যাকেজ দিতে অস্বীকার করছে। আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছি, প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি। হিমাচল প্রদেশও একই রকম বড় ধরনের ধ্বংসলীলা দেখেছে এবং সেখানে কংগ্রেস সরকার আছে। তাঁরা কেন্দ্রের সাহায্য চাইছে। এখনও উভয় ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকার রাজনীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের তাঁদের প্রাপ্য দিতে অস্বীকার করছে। তাঁরা ভারতের নাগরিক। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কোনও বৈষম্য করা উচিত নয়।

সংসদে তোপ মোদির

৫৫ বছরই এক পরিবারের রাজত্ব, কংগ্রেসের পাপ মোছা যাবে না’

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর ঃ ইন্দিরার জরুরি অবস্থা থেকে রাজীবের শাহ বানো মামলা। নেহেরুর ৩৭০ ধারা থেকে সোনিয়ার ন্যশনাল অ্যাডভাইজরি কমিটি। সংসদে সংবিধান দিবসের জবাবি ভাষণে প্রজন্ম ধরে ধরে গান্ধী পরিবারকে বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী বললেন, সংবিধান সংসদে গৃহীত হওয়ার পর ৭৫ বছরে ৫৫ বছরই রাজত্ব করেছে একটা পরিবার। কংগ্রেসের সেই পরিবার সংবিধানকে আঘাত করার কোনও সুযোগ ছাড়েনি। নেহেরু থেকে শুরু করে সোনিয়া, কংগ্রেসের প্রধান পরিবারের সব প্রজন্মকে এদিন নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী। মোদি বললেন, ৭৫ বছরে অন্তত ৭৫ বার সংবিধানকে রক্তাক্ত করেছে কংগ্রেস। সেই কু-বিচার, কু-নীতির প্রভাব আজও রয়েছে। দেশকে আজও ভুগতে হচ্ছে। এই পাপ কোনওদিন মোছা যাবে না। এর পরই সরসরি প্রধানমন্ত্রী চলে আসেন নেহরু জমানায়। মোদির বক্তব্য, সংবিধান বাধা হলেই বদলে দিতেন নেহেরু। সংবিধান বদলের এই রীতি শুরু হয়েছিল নেহেরু জমানাতেই। মোদির দাবি, আজ কাশ্মীরের যে অবস্থা সেটা এড়ানো যেত, যদি না সংবিধানে ৩৭০ ধারা যোগ করা হত। প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, সেসময় দেশের অধিকাংশ জনপ্রতিনিধি অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে ছিলেন। কিন্তু সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি নেহেরু। এমনকী সংরক্ষণেরও বিরোধিতা করেন তিনি। এর পর প্রধানমন্ত্রী আসেন ইন্দিরা জমানায়। মোদির অভিযোগ, একটি পরিবারকে ক্ষমতায় রাখতে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। গোটা দেশ জেলখানায় পরিণত হয়েছিল। সেই দাগ কোনওদিন ধুয়ে দিতে পারবে না কংগ্রেস। রাজীব জমানা প্রসঙ্গে মোদির বক্তব্য, শাহ বানো মামলায় সংবিধানের আত্মায় আঘাত করেন রাজীব। মনোমোহন জমানাকে অবশ্য তিনি বকলমে সোনিয়া গান্ধীর শাসন হিসাবেই তুলে ধরেছেন। প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, মনমোহন সিং গান্ধী পরিবারকেই ‘পাওয়ার সেন্টার’ হিসাবে মেনে চলতেন। সোনিয়া যে ন্যাশনাল অ্যাডভাইজারি কমিটি গড়েছিলেন, সেটাও আসলে সংবিধানে আঘাত। প্রধানমন্ত্রীর সাফ কথা, এক পরিবারের কু-নীতি কু-বিচারের প্রভাব চিরস্থায়ী। সেটার জন্য আজও ভুগতে হচ্ছে দেশকে।

দেশে এই মুহূর্তে মতাদর্শের লড়াই চলছে, প্রতিক্রিয়া রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর ঃ ভারতে এই মুহূর্তে মতাদর্শের লড়াই চলছে, শনিবার লোকসভায় এই মন্তব্য করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তিনি বলেছেন, আমি নিজের প্রথম বক্তৃতায় বর্ণনা করেছি, আমি মহাভারতের বর্ণনা দিয়েছিলাম, কুরুক্ষেত্রের বর্ণনা দিয়েছিলাম। ভারতে এখন একটি সংগ্রাম চলছে। এই দিকে বিরোধী পক্ষ সংবিধানের এই ধারণার রক্ষক। রাহুল বলেছেন, প্রতিটি রাজ্য থেকে আমাদের কাছে একজন আছেন, আপনারা যদি আমাদের তামিলনাড়ু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন - আমরা আপনাদের পেরিয়ার বলব, আপনি যদি আমাদের কর্ণাটক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন - আমরা বলব বাসাভাণ, যদি আপনি আমাদের মহারাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করেন - আমরা বলব ফুলেজি, আম্বেদকর জি, আপনি যদি আমাদের জিজ্ঞাসা করেন গুজরাট- আমরা বলব মহাত্মা গান্ধী। আপনি দ্বিধাহীনভাবে এনাদের প্রশংসা করেন, কারণ আপনাকে করতেই হবে। আসলে সত্যিটা হল আপনিও চান যে ভারতকে আগে যেভাবে চালানো হত, সেভাবে চালানো হোক। রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, আমি আপনাদের (শাসক পক্ষ) জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনারা কি নিজেদের নেতার কথায় অটল? আপনারা কি নিজেদের নেতার কথা সমর্থন করেন? কারণ আপনি যখন সংসদে সংবিধান রক্ষার কথা বলেন, আপনি সাভারকারকে উপহাস করছেন, আপনারা সাভারকারকে অপমান করছেন। ভারতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা আর নেই। একপ্রকার দাবি করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। শনিবার লোকসভায় রাহুল গান্ধী বলেছেন, ইন্ডি জোটের আদর্শ দেশের সংবিধান নিয়ে এসেছিল, আমরা একসঙ্গে সংবিধানকে রক্ষা করি। আম্বেদকর জি বলেছিলেন, রাজনৈতিক সাম্য থাকলেও, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা না থাকলে রাজনৈতিক সাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। এখন তা সবার সামনে। রাজনৈতিক সমতা শেষ হয়েছে। ভারতের সব প্রতিষ্ঠান দখল করা হয়েছে। সামাজিক সমতা আর নেই। অর্থনৈতিক সমতা আর নেই। সেজন্য, আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে জাতিগত জনগণনা। রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, আমরা দেশকে দেখাতে চাই, আপনি কার বুড়ো আঙুল কেটেছেন। আমরা দলিত, আদিবাসী, পিছিয়ে পড়া, কৃষক, শ্রমিকদের দেখাতে চাই, যাদের বুড়ো আঙুল কাটা হয়েছে। সুতরাং, আমাদের একটি জাতিগত জনগণনা হবে এবং ভারতে একটি নতুন ধরনের উন্নয়ন হবে। রাহুল আরও বলেছেন, আমরা ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের প্রাচীর ভাঙব এবং আমাদের জাতিগত জনগণনা করব। আপনারা যা খুশি বলতে পারেন। কেরলের ওয়ানাড়ে ভূমিধস-বিপর্যস্ত মানুষজনের জন্য আর্থিক সহায়তার দাবিতে শনিবার সংসদের মকর দ্বারে প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখালেন কংগ্রেস সাংসদরা।

মোদিই আজকের সাভারকর’, আক্রমণ সৌগত রায়ের

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর ঃ সংসদে দাঁড়িয়ে চড়া সুরে প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করলেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। তিনি সাফ বলে দিলেন, ‘মোদীর আমলে ঘটে যাওয়া গুজরাট দাঙ্গা সংবিধানের লজ্জা।’ ভারতীয় সংবিধান সংসদে গৃহীত হওয়ার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সংসদে বিশেষ আলোচনা চলছে। সেই আলোচনায় সৌগত বললেন, বাবরি যেদিন ধ্বংস হল সেদিনই বিফলে গিয়েছে সংবিধান। মোদির আমলে ঘটে যাওয়া গুজরাট দাঙ্গা সংবিধানের লজ্জা। এরপরই হিন্দুত্ববাদী আইকন সাভারকরের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর তুলনা করে সৌগতর বক্তব্য, মোদিই আজকের দিনের সাভারকর। বিজেপি সমর্থক তথা হিন্দুত্ববাদীদের একাংশ সাভারকরকে আদর্শ বলে মনে করলেও বহু মানুষের কাছে তিনি ‘ বিরোধীদের একটা ব। অংশ তাঁকে ইংরেজদের ‘ বলেও মনে করেন। কারণ, ব্রিটিশ সরকারকে লেখা তাঁর মুচলেকা। এ হেন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সরাসরি মোদির তুলনা টানা একপ্রকার বেনজির। সংবিধান আলোচনায় তৃণমূলের পক্ষ রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, একাধিক ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীকে তোপ দাগলেন সৌগত। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলার সরকারকে প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করছে। ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনার মতো কেন্দ্রীয় প্রকল্প তো বটেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকারের প্রাপ্য মেটাচ্ছেন না প্রধানমন্ত্রী। এমনকী বন্যা দুর্গতদের ত্রাণের টাকাটাও দেওয়া হয়নি। এখানেই শেষ নয়। সৌগতর বক্তব্য, এই সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকেও পদে পদে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাচ্ছে। বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ ঘুরিয়ে অভিযোগ করছেন, কেন্দ্র সরকার অধিকাংশ সিদ্ধান্তই নিচ্ছে একপেশেভাবে। রাজ্যের সঙ্গে কোনওরকম পরামর্শই করছে না।

দিল্লির আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে অমিত শাহকে চিঠি কেজরির

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর ঃ দিল্লির আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখলেন আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য সময়ও চেয়েছেন কেজরিওয়াল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে শনিবারই চিঠি লিখেছেন কেজরিওয়াল। দিল্লির আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি। কেজরিওয়াল চিঠিতে লিখেছেন, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দিল্লির আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দেখা আপনার দায়িত্ব। দিল্লিতে সাম্প্রতিক সময়ে বেড়ে চলা অপরাধের বিষয়ও চিঠিতে তুলে ধরেছেন কেজরিওয়াল।

আর জি কর-কাণ্ডে দু’জনের জামিন, কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিলে অশান্তি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিসক ধর্ষণ-খুনের তদন্তে ব্যর্থ সিবিআই। এই অভিযোগে শনিবার কংগ্রেসের নিজাম প্যালেস ঘেরাও অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার। পুলিশ এবং কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। প্রতিবাদে নিজাম প্যালেসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসে কংগ্রেস সমর্থকরা। নিজাম প্যালেস ঘেরাও অভিযান করে। পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করেন বিক্ষোভকারীরা। তাতে বাধা দেয় পুলিশ। তা নিয়ে প্রথমে দুপক্ষের বচসা হয়। পরে ধস্তাধস্তিও শুরু হয়। এরপরই নিজাম প্যালেসের সামনে বসে পড়েন কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা। নিজাম প্যালেস সামনের রাস্তা অবরোধও করেন তাঁরা।

মহিলা সাংবাদিকের শ্লীলতাহানি কাণ্ডে, তন্ময়ের সাসপেনশন উঠল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ তন্ময় ভট্টাচার্যের সাসপেনশন প্রত্যাহার করল সিপিএম। মহিলা সাংবাদিকের শ্লীলতাহানির অভিযোগের দলীয় তদন্ত শেষে আলিমুদ্দিনের তরফে ক্লিনচিট পেলেন তিনি। শনিবার উত্তর ২৪ পরগনার জেলা গ্রুপে এই বার্তা দিয়েছেন সিপিএম জেলা সম্পাদক মৃণাল চক্রবর্তী। জেলা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে মৃণালবাবু লিখেছেন, ‘ রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম আমাদের জানিয়েছেন, আমাদের জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য কমরেড তন্ময় ভট্টাচার্যকে তদন্ত সাপেক্ষে যে সাসপেন্ড করা হয়েছিল তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। অর্থা এখন থেকে তন্ময় ভট্টাচার্য পার্টির স্বাভাবিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।’ দলের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে তন্ময় বলেন, আমি আগেই বলেছিলাম, এটা পরিকল্পিত কুসা। তবে এটা আমার আক্ষেপ যে ঘটনাটা এমন সময় ঘটল যখন আমার পার্টির একাধিক সম্মেলন চলছে। এমনকী, আমার দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকার সম্মেলনও যোগ দিতে পারিনি।

আর জি কর হাসপাতাল কাণ্ড

অভিজিৎ-সন্দীপের জামিনের প্রতিবাদে আবার রাতদখলের ডাক রিমঝিমের?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ ‘রিক্লেম দ্য নাইট’। আর জি করের

তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ-খুনে অভিনব প্রতিবাদ দেখেছিল বাংলা। তিলোত্তমার সুবিচারের দাবি রাত জেগেছিল মহানগরী। তারপর দিনের পর দিন কেটে গিয়েছে। শুনানির পর শুনানি হয়ে গিয়েছে। সুবিচার পায়নি নির্যাতিতার পরিবার। তদন্তে ব্যর্থ সিবিআই। ৯০ দিনেও সন্দীপ ঘোষ, অভিজিৎ মণ্ডলদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিতে পারেনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাতেই বিরক্ত রাতদখলের মূল উদ্যোক্তা রিমঝিম। সুবিচার পেতে চাইলে, রাস্তায় থাকতেই হবে বলেই দাবি তাঁর। শনিবার রিমঝিম বলেন, রাস্তায় আমাদের থাকতেই হবে। ৪ মাস পরেও মানুষ কনভেনশন, মিছিল, পথসভার ডাক দিচ্ছেন। দেখে মনে হতে পারে ১৪ আগস্টের রাতদখলের মতো আমরা এত হল্লা করছি না হয়তো। মনে হতে পারে আমরা চুপ আছি। কিন্তু মনে মনে আমরা কেউ শান্ত নই। নিরাপত্তা না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের কারও শান্ত হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হবে না। জনগণের যে আন্দোলন তার আসলে কোনও পার্টিকে চ্যাম্পিয়ন করানোর থাকে না, সে সব কিছুর ঊর্ধ্বে থাকে। আমরা চেয়েছিলাম আমাদের নিরাপত্তা যাতে নিশ্চিত হয়। এটা একদিন বা চার মাসে হয়ে যাবে না, তা জানতাম। তাহলে কি সুবিচারের দাবিতে ফের রাতদখলের ডাক দেবেন রিমঝিমরা, উঠছে প্রশ্ন। সিবিআইয়ের ভূমিকায় রিমঝিমের মতোই প্রশ্ন তুলেছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর্স ফোরামের আন্দোলনকারীরা। পথে নেমে ফের আন্দোলনে শামিল তাঁরা। তবে এই প্রতিবাদকে ‘নাটক’ বলে খোঁচা দিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন কুণাল ঘোষ। অভয়ার নামে তোলা টাকা-সহ নানা প্রশ্ন তোলেন তিনি। আবার অনেকেই খোদ রিমঝিমের পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। তাঁদের বক্তব্য, একসময় ‘রিক্লেম দ্য নাইটে’র কথা উল্লেখ করে রিমঝিম প্রচার পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। সেই রিমঝিমেরই ফের আন্দোলনের পক্ষে সওয়ালকে মোটেও ভালো চোখে দেখছেন না কেউ কেউ।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গ আমরা সরে যাব’, বললেন ইউনুসের উপদেষ্টা!

ঢাকা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ ইউনুস সরকারের উপদেষ্টার মুখে পদ ছাড়ার কথা বলে সকলকেই চমকে দিলেন। শুনে অবাক লাগলেও এটাই খাঁটি সত্যি। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের ইউনুস সরকারের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন শোনালেন নির্বাচনের কথা। জানালেন, নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে রাজনীতিবিদদের হাতে ক্ষমতা সঁপে দিয়ে তাঁরা সরে যাবেন। আর তাঁর এহেন মন্তব্য নিয়ে ইতিমধ্যে সমালোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। শনিবার দুপুরে নরসিংদীতে বেলাব উপজেলার সরকারি দপ্তরের প্রধান, মুক্তিযোদ্ধা, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সভায় তৌহিদ হোসেন বলছেন, নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনীতিবিদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে আমরা সরে যাব। সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে, চূড়ান্তভাবে একটি নিরপেক্ষ এবং সঠিক নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর। এটা নিয়ে সন্দেহের কোনও সুযোগ নেই। আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে, দেশে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক হিংসা পরিস্থিতি, হিন্দু নির্যাতন নিয়ে ঘরে-বাইরে চাপ, ভারতের সঙ্গে বিদেশসচিব পর্যায়ের বৈঠক পরবর্তী আবহ - সব কিছু নিয়েই এদিন খোলাখুলি নিজের বক্তব্য রেখেছেন বিদেশ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা। সোমবার ঢাকায় ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিসরির সঙ্গে একান্তভাবে কথাও বলেছিলেন তৌহিদ হোসেন। তা নিয়ে বিশেষ কোনও মন্তব্য করতে না চাইলেও শনিবার আলোচনা সভায় তিনি বলেন, আমরা সব দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক চাই সম্মানের ভিত্তিতে, সমতার ভিত্তিতে। সেই লক্ষ্যেই এই সরকার কাজ করে যাচ্ছে। ভারতকে আমরা স্পষ্ট বার্তা দিয়েছি, আমরা ভালো সম্পর্ক চাই, তবে সেটা দুপক্ষেরই স্বার্থের ভিত্তিতে। এই পরিস্থিতিতে তাঁর মুখে নির্বাচন, ক্ষমতা হস্তান্তর, সরে যাওয়ার মতো শব্দ আলোচনার রসদ দিল অভিজ্ঞ মহলকে। ঠিক কীসের বার্তা, প্রশ্ন তাদের।

গল্ফগ্রিনে কাটা মুন্ডুর পর রিজেন্ট পার্কে উদ্ধার মহিলার বাকি দেহাংশ, দ্রুত কিনারার পথে পুলিশ!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ গল্ফগ্রিনে কাটা মুন্ডু উদ্ধারের দেড়দিনের মধ্যেই মৃতার বাকি দেহাংশের হদিশ মিলল। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, শনিবার বিকেল নাগাদ গলফগ্রিনের অদূরে রিজেন্ট পার্ক এলাকা থেকে শরীরের বাকি দুটি অংশ উদ্ধার করা হয়েছে। সিট সদস্যদের দাবি, ধৃত আতিকুর লস্করকে গ্রেপ্তারের পর জেরার মুখে সে ভেঙে পড়ে। তারপরই স্বীকার করে যে দেহ লোপাটের জন্য তিন টুকরো করা হয়। মুন্ডুটি গল্ফগ্রিনের আস্তাকুঁড়েতে ফেলা হয়েছিল। বাকি দুটি অংশ রিজেন্ট পার্কে নিয়ে গিয়ে ফেলা হয়েছে। এরপরই তল্লাশি চালিয়ে রিজেন্ট কলোনি এলাকা থেকে উদ্ধার হয় মৃত খাদিজা বিবির বাকি দেহাংশ। শুক্রবার সাতসকালে গল্ফগ্রিনের আবর্জনা স্তূপ থেকে মহিলার কাটা মুন্ডু উদ্ধারের ঘটনায় দিনভর চাপা উত্তেজনা ছিল এলাকায়। তদন্তে গতি আনতে তিন থানা- গল্ফগ্রিন, রিজেন্ট পার্ক ও নেতাজি নগরের পুলিশ বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করে শুক্রবার রাতেই। আর সঙ্গে সঙ্গে কাজে নেমে দ্রুত ঘটনার কিনারার

দিকে এগিয়ে যান তদন্তকারীরা। প্রথমে একটি মিসিং ডায়েরির সূত্র ধরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে আতিকুর লস্করকে আটক করা হয়। পরে জানা যায়, সে-ই মৃত খাদিজা বিবির প্রেমিক। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে গ্রেপ্তার করেন সিট সদস্যরা। শনিবার ঘটনাস্থলে গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করেন ডিসি (এসএসডি) বিদিশা কলিতা ও লালবাজারের হোমিসাইড টিম। পাশাপাশি আতিকুরকে জেরা করা হয়। পুলিশের দাবি, জেরায় সব স্বীকার করে সে। তার বয়ানের ভিত্তিতে তল্লাশি চালিয়ে রিজেন্ট কলোনি থেকে উদ্ধার হয় মহিলার দুটি পা। পুলিশের দাবি, আরও কিছু অংশ উদ্ধার হওয়া বাকি রয়েছে। এদিন সন্ধ্যায় ডিসি (এসএসডি) বিদিশা কলিতা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেও এনিয়ে বিশেষ কিছু বলতে চাননি। তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে, তারপর এনিয়ে কিছু বলা সম্ভব। সবমিলিয়ে, এই ঘটনায় তদন্তকারী দল দ্রুত কিনারার দিকে এগোচ্ছে বলেই আশাবাদী সিট।

কিছু উন্মত্ত মানুষ বাংলাদেশকে ধ্বংস করতে চাইছে ঃ দিলীপ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নিপী।ন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। শনিবার সকালে শিলিগু।তিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, কিছু উন্মত্ত মানুষ বাংলাদেশকে ধ্বংস করতে চাইছে। দিলীপ ঘোষ এদিন বলেছেন, কিছু উন্মত্ত মানুষ বিদেশী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেদের দেশকে (বাংলাদেশ) ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। যেখানে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও প্রধানমন্ত্রী দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন, যেখানে সংসদ ভবন ও প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি লুট হয়েছে। বাংলাদেশের ভবিষ্যত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।'এক দেশ, এক নির্বাচন' প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, নরেন্দ্র মোদী যা বলবেন তারই বিরোধিতা করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর রাজনীতি সীমাবদ্ধ। দুর্ভাগ্যবশত, বাংলার জনসাধারণ তাঁকে সঠিক মনে করেন।

এল কে আডবাণী অসুস্থ, ভর্তি হলেন দিল্লির অ্যাপোলো হাসপাতালে

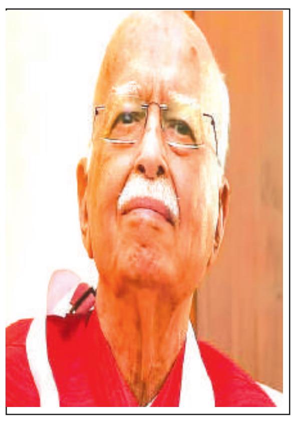

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর ঃ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা তথা ভারতের প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আডবাণী। আচমকা শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় নতুন দিল্লির অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে আডবাণীকে। চলতি বছরেও একাধিক বার তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। গত জুলাই মাসেই বয়সজনিত সমস্যার কারণে তাঁকে দিল্লির এক হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়। সে বার কিছু দিন পর্যবেক্ষণে থাকার পর ছাড়া পান প্রবীণ নেতা। আডবাণীর শারীরিক অবস্থা কেমন রয়েছে, কী ধরনের অসুস্থতা, তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

প্রবীণ নেতা ই ভি কে এস ইলানগোভান প্রয়াত, শোকের আবহ কংগ্রেস শিবিরে

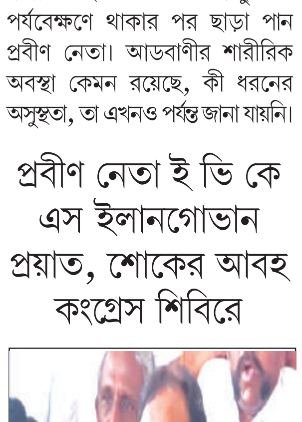

চেন্নাই, ১৪ ডিসেম্বরঃ প্রবীণ কংগ্রেস নেতা, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বর্তমান বিধায়ক ই ভি কে এস ইলানগোভান প্রয়াত হয়েছেন। শনিবার চেন্নাই-এ ৭৫ বছর বয়সী এই প্রবীণ নেতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইরোড পূর্ব আসন থেকে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। বেশ কিছু দিন ধরেই নানা ধরনের বয়সজনিত রোগে ভুগছিলেন তিনি। ২০০৪-এ সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর ২০০৯ পর্যন্ত তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী। পরে দু-বার বিধায়কও নির্বাচিত হন তিনি। তামিলনা।ু কংগ্রেস জানিয়েছে, ফুসফুস সংক্রান্ত সমস্যার কারণে এলানগোভান হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন এবং দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চিকিৎসাধীন ছিলেন। শনিবার চেন্নাইয়ের হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি।

ভারতীয় সংবিধান বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরঃ কিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর ঃ সংবিধান শুধু বিশ্বের বৃহত্তম সংবিধানই নয়, বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর সংবিধানও বটে। জোর দিয়ে বললেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু শনিবার লোকসভায় বলেছেন, আমি এমন একটি অঞ্চল থেকে এসেছি যেখানে আমি প্রথমে বিমান এবং পরে গাড়ি দেখেছি। কারণ আমি সাংসদ হওয়ার পরেই গাড়ির জন্য রাস্তা তৈরি হয়েছিল। বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর যেখানে বসেছিলেন সেখানে প্রধানমন্ত্রী যখন আমাকে বসার সুযোগ দিয়েছিলেন। আমি যখন দেশের আইনমন্ত্রী হলাম। আইনমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করার আগে, আমি প্রথমে বোঝার চেষ্টা করেছি বাবা সাহেব আম্বেদকর কী

চেয়েছিলেন, তাঁর মনের মধ্যে কী সব জিনিস এবং চিন্তা ছিল যা তিনি করতে পারেননি।কিরেন রিজিজু আরও বলেছেন, আমার মাথায় প্রথম যে কথাটি এসেছিল, তা হল বাবা সাহেব আম্বেদকর এই দেশের প্রথম আইনমন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু কেন তিনি পদত্যাগ করলেন, তা প্রায়শই মানুষের সামনে আলোচনা করা হয় না। বাবা সাহেব আম্বেদকর পন্ডিত নেহেরুজিকে যে চিঠি লিখেছিলেন আমি তাও পড়েছি, যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। আমাদের সংবিধান শুধুমাত্র বিশ্বের বৃহত্তম সংবিধানই নয়, বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর সংবিধানও। ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হওয়ার ৭৫-তম বার্ষিকীতে আলোচনা চলাকালীন লোকসভায় বক্তৃতার সময় কিরেন রিজিজু বলেছেন, আমি গর্বিত বোধ করি, যখন প্রধানমন্ত্রী মোদীর মেয়াদ শুরু হয়েছিল, সংবিধান অনুসরণ করে, একই চেতনা, তিনি তাঁর সরকারের মন্ত্রটি এই দেশের সামনে রেখেছিলেন এবং সেই মন্ত্রটি হল সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস এবং সবকা প্রয়াস।

পাশ্চাত্য কীভাবে মানবাধিকারকে একটি মতাদর্শিক অস্ত্র ও প্রচারণার কালো হাতিয়ারে পরিণত করেছে?

ইরান,১৪ ডিসেম্বরঃ ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাকায়ি বলেছেন, রাজনৈতিক অভিলাস চরিতার্থ করার কাজে মানবাধিকারের ব্যবহার এই অধিকার রক্ষা করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ব। চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে।পার্সটুডের রিপোর্ট অনুযায়ী, তিনি বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে নিজের অফিসিয়াল এক্স পেজে দেয়া এক পোস্টে এ মন্তব্য করেন। পোস্টে তিনি বলেনঃ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস হিসেবে বছরের একটি দিন ঘোষণা করার যে পদক্ষেপ নিয়েছিল তা নিয়ে মানব সভ্যতা গর্ব করতেই পারে। কিন্তু রাজনৈতিক অভিলাস চরিতার্থ করার কাজে মানবাধিকারকে ব্যবহার এবং এই অধিকার রক্ষা করার ক্ষেত্রে দ্বৈত নীতি মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে, মানবাধিকার নামক পরিভাষার গ্রহণযোগ্যতাই এখন প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে।১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ মানবাধিকার বিষয়ক সর্বজনীন ঘোষণা অনুমোদন করে। এই ঘোষণায় ৩০টি ধারা রয়েছে যা মানবাধিকার সম্পর্কে জাতিসংঘের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করে। এই ঘোষণার ধারাগুলি মানুষের মৌলিক নাগরিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অধিকারগুলি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যা প্রতিটি দেশের সমস্ত মানুষকে উপভোগ করতে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। যদিও মানবাধিকারের ধারণাটি বৈশ্বিক পর্যায়ে এবং আন্তর্জাতিক সমাজে স্বীকৃত, কিন্তু আমেরিকার নেতৃত্বাধীন পশ্চিমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, অবস্থান ও কর্মের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, মানবাধিকারের বিষয়ে পশ্চিমাদের নিজস্ব নির্দিষ্ট ও সীমিত সংজ্ঞা রয়েছে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী তারা যে দেশগুলি পাশ্চাত্যের আধিপত্যের বিরোধিতা করে সেসব দেশের কথিত মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে তদন্ত শুরু করে এবং এ কাজে তারা তাদের নিজস্ব একদেশদর্শী মানদণ্ড কাজে লাগায়।অথচ, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন দেশে এবং বৈশ্বিক পরিমণ্ডলেও মানবাধিকার ইস্যুটির ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা রয়েছে কাজেই পাশ্চাত্যের পক্ষ থেকে মানবাধিকারের নিজস্ব সংজ্ঞার ভিত্তিতে অন্যান্য দেশকে বিচার করা সম্পূর্ণ অন্যায়। মানবাধিকারের ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের দ্বৈত মানদণ্ডের বিষয়টি বহুবার ইরানের মতো পশ্চিমা আধিপত্যের বিরুদ্ধাচরণকারী দেশগুলোর পাশাপাশি পাশ্চাত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ চীন ও রাশিয়ার পক্ষ থেকে উত্থাপন করা হয়েছে।বহু বছর যাবত, পশ্চিমা আধিপত্যের বিরোধী দেশগুলোর বিরুদ্ধে প্রচারণাগত হামলা ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ শুরু করার হাতিয়ার হিসেবে মানবাধিকারকে ব্যবহার করে আসছে পাশ্চাত্য। উদাহরণ হিসেবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ করার অভিযোগের কথা উল্লেখ করা যায়। বিষয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত বা আইসিসি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে যে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে তাকে আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলো স্বাগত জানিয়েছে। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে, ওই একই আদালত যখন গাজায় যুদ্ধাপরাধ করার দায়ে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও তার সাবেক যুদ্ধমন্ত্রী ইয়োভ গ্যালাংটের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে তখন পশ্চিমা দেশগুলো বিশেষ করে আমেরিকা তার তীব্র বিরোধিতা করেছে। বেশিরভাগ ইউরোপীয় দেশ আইসিসির সদস্য হওয়ার কারণে এসব দেশ ওই আদালতের যেকোনো রায় মেনে চলতে বাধ্য কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ নানা অজুহাত তুলে ধরে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে জারি করা গ্রেফতারি পরোয়ানা মেনে চলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। মার্কিন সরকার আদালতের রায় মানা দূরে থাক, উল্টো আন্তর্জাতিক ফৌজদারি

ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি),১৪ডিসেম্বরঃ যেসব যুবক-যুবতী বন্ধুরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই একটি স্মরণীয় দিন, কিন্তু পাশাপাশি দেশের জন্যও এ এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থা ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজাদি কা অমৃত মহোৎসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দুর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দুর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ঋণ দেওয়ার কাজ

দিল্লির আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে অমিত শাহকে চিঠি কেজরির, চাইলেন দেখা করার সময়

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর ঃ দিল্লির আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখলেন আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য সময়ও চেয়েছেন কেজরিওয়াল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে শনিবারই চিঠি লিখেছেন কেজরিওয়াল।দিল্লির আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি। কেজরিওয়াল চিঠিতে লিখেছেন, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দিল্লির আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দেখা আপনার দায়িত্ব। দিল্লিতে সাম্প্রতিক সময়ে বেড়ে চলা অপরাধের বিষয়ও চিঠিতে তুলে ধরেছেন কেজরিওয়াল।

যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়া থেকে দেশে ফিরলেন ৪ ভারতীয়, দূতাবাসের প্রতি কৃতজ্ঞ

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর ঃ যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়া থেকে মাতৃভূমিতে ফিরলেন ৪ ভারতীয় নাগরিক। দেশে ফিরেই ভারতীয় দূতাবাসের প্রচেষ্টার জন্য কৃতজ্ঞতা জানালেন তাঁরা। শনিবার সকালেই দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে এসে পৌঁছন ৪ ভারতীয় নাগরিক। যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ায় আটকে পড়েছিলেন তাঁরা।দেশে ফিরে আসার পর এক ভারতীয় নাগরিক বলেছেন, আমি ১৫-২০ দিন আগে সেখানে গিয়েছিলাম। ভারতীয় দূতাবাস আমাদের উদ্ধার করেছে। প্রথমে আমরা লেবানন এবং তারপর গোয়া গিয়েছিলাম এবং আজ আমরা দিল্লিতে পৌঁছেছি। আমরা খুশি যে আমরা আমাদের দেশে পৌঁছেছি। ভারতীয় দূতাবাস আমাদের অনেক সাহায্য করেছে।

ফের মা হলেন কোয়েল মল্লিক, জন্ম দিলেন কন্যা সন্তানের

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ ফের মা হলেন অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই সুখবর অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন তিনি। কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন কোয়েল। মা ও সন্তান দু'জনেই সুস্থ রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। পুত্র সন্তানের পর এবার কন্যা এল ঘরে। খুশি নিসপাল রানে পরিবার।পুত্রসন্তান ছিলই। এ বার মেয়ের মা হলেন কোয়েল মল্লিক। শনিবার সকালে সমাজমাধ্যমে সকলের সঙ্গে এই খবর ভাগ করে নেন নায়িকা এবং তাঁর প্রযোজক স্বামী নিসপাল সিং রানে। স্বাভাবিক ভাবেই খুশির জোয়ার মল্লিক ও রানে পরিবারে।

জেলে রাত কাটিয়ে বাড়ি ফিরলেন আল্লু চাইলেন ক্ষমা, সাহায্যেরও আশ্বাস

হায়দরাবাদ, ১৪ ডিসেম্বর ঃজেলেই রাত কাটল তেলুগু সুপারস্টার আল্লু অর্জুনের। শুক্রবার তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল তেলেঙ্গানার নিম্ন আদালত। পরে হাইকোর্ট ৫০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে তাঁর অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করে। কিন্তু আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় রাতে জেল থেকে ছাড়া হয়নি অভিনেতাকে। তাঁকে রাখা হয়েছিল হায়দরাবাদের চঞ্চলগুড়া জেলে। শনিবার সকালে সেখান থেকে বেরিয়ে বাড়ি গিয়েছেন আল্লু। জেল থেকে বেরিয়ে সোজা হায়দরাবাদের জুবলি হিলসের বা।িতে পৌঁছে যান আল্লু।অভিনেতা আল্লু অর্জুন বলেছেন, এটি একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ছিল, আমি পরিবারের জন্য তাঁদের সম্ভাব্য সব উপায়ে সমর্থন করব। আল্লু আরও বলেছেন, আমি এত ভালবাসা ও সমর্থনের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আমি আমার সমস্ত অনুরাগীদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। চিন্তার কিছু নেই। আমি ভালো আছি। আমি একজন আইন মান্যকারী নাগরিক এবং সহযোগিতা করব। আমি আবারও আমার সমবেদনা জানাতে চাই। এটি একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ছিল, যা ঘটেছে তার জন্য আমরা দু ঃখিত।শনিবার সকালে চঞ্চলগুড়া জেলের পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় আল্লুকে। তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যেতে এসেছিলেন তাঁর বাবা আল্লু অরবিঃদ এবং শ্বশুর কাঞ্চর্লা চঃদ্রশেখর রেড্ডি। তাঁদের সঙ্গে জুবিলি হিল্সের বাড়িতে ফিরে গিয়েছেন অভিনেতা। উল্লেখ্য, গত ৫ ডিসেম্বর আল্লু অভিনীত ' ২ দ্য রুল' ছবি মুক্তি পেয়েছে। তার আগে ৪ ডিসেম্বর রাতে হায়দরাবাদে ওই ছবির প্রিমিয়ারে দুর্ঘটনা ঘটে। সন্ধ্যা থিয়েটারে প্রিমিয়ার উপলক্ষে গিয়েছিলেন আল্লু স্বয়ং। তাঁকে দেখতে প্রচুর মানুষ সেখানে ভিড় করেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খায় পুলিশ। ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হয়ে এক মহিলার মৃত্যু হয়। সেই ঘটনায় আল্লুর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছিল হায়দরাবাদ পুলিশ। শুক্রবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

শীতের দাপট কিছুটা কমল দিল্লিতে, দূষণ এখনও পুরোপুরি কাটল না

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর ঃ শীতের দাপট কিছুটা কমল রাজধানী দিল্লিতে। শনিবার সকালে দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা আগের দিনের তুলনায় একটু বেশি। ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসও এমনটাই ছিল। তবে, তাপমাত্রা সামান্য বাড়লেও, এদিন সকালেও কনকনে ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে রাজধানী দিল্লিতে। সঙ্গে ছিল কুয়াশার দাপট।শীতের মধ্যেও দূষণ এখনও পুরোপুরি কাটল না রাজধানীতে। শনিবার সকালে দিল্লির বাতাসের গুণগতমান ছিল মঃদ। দিল্লির আলিপুর, আনঃদ বিহার, বাওয়ানা ও চাঁদনি চকে বাতাসের গুণগতমান ছিল যথাক্রমে ২০৫, ২৪৯, ২৭৮ ও ১৬৮। এছারাও দিল্লির দ্বারকা, ইন্ডিয়া গেট, অক্ষরধাম প্রভৃতি এলাকায় হালকা ধোঁয়াশা ছিল।

ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রবিবার এক জোড়া ব্যান্ডেল-কাটোয়া লোকাল বাতিল

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ ব্যান্ডেল - কাটোয়া - আজিমগঞ্জ সেকশনে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজের কারণে, হাওড়া বিভাগে ৩৭৭৪৯৩৭৭৪৮ ব্যান্ডেল -কাটোয়া - ব্যান্ডেল ইমু লোকাল রবিবার বাতিল থাকবে। তাছাড়া ০৩০৩৫ কাটোয়া-আজিমগঞ্জ এক্সপ্রেস স্পেশাল কাটোয়া ১২টার বদলে ছাড়বে ১২ঃ৩০ টায়। পূর্ব রেলের এক প্রেস বিবৃতিতে এ খবর জানানো হয়েছে।

আধার কার্ড গ্রাহকদের বিনামূল্যে অনলাইনে নথি জমা দেওয়ার সময়সীমা ফের বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর ঃ আধার কার্ড গ্রাহকদের বিনামূল্যে অনলাইনে নথি জমা দেওয়ার সময়সীমা ফের বৃদ্ধি করল কেন্দ্র। শনিবার সামাজিক মাধ্যমে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে আধার নিয়ন্ত্রক সংস্থা 'ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া' বা ইউআইডিএআই। নির্দেশিকা অনুযায়ী, আগামী বছরের (২০২৫) ১৪ জুন পর্যন্ত এই সুবিধা মিলবে। বলা বাহুল্য এই সিদ্ধান্তের জেরে আর্থিক সাশ্রয় হবে কয়েক লক্ষ আধার গ্রাহকের।চলতি বছরের ১৪ জুন নিখরচায় আধার কার্ডের অনলাইন নথি জমার শেষ তারিখ ধার্য করেছিল ইউআইডিএআই। পরে দু'দফায় তা বৃদ্ধি করে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সংস্থা। প্রথমবার ১৪ সেপ্টেম্বর এবং পরের বার ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করেন তাঁরা। এ বার তৃতীয় বারের জন্য বিনামূল্যে আধার কার্ডের নথি জমার শেষ তারিখ সম্প্রসারিত করল ইউআইডিএআই।

শীতে কাঁবু কাশ্মীর, ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত শুস্ক থাকবে আবহাওয়া

শ্রীনগর, ১৪ ডিসেম্বর ঃ কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে কাশ্মীর উপত্যকা। শৈত্যপ্রবাহে জবুথবু অবস্থা শ্রীনগর, গুলমার্গ ও সোনমার্গ-সহ কাশ্মীরের নানা প্রান্তে। সর্বত্রই হিমাঙ্কের নীচে তাপমাত্রা। জোজিলা পাসেও ব্যাপক ঠান্ডা। আপাতত শীত থেকেই রেহাই পাবে না ভূস্বর্গ, উল্টে শীত আরও বাড়তে পারে।জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মূলত শুস্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। উপত্যকায় আগামী কিছু দিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আরও কমতে পারে। কোথাও কোথাও শৈত্যপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

২৯ অগ্রহায়ন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ইংরেজীঃ ১২ ডিসেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ ২৮ অগ্রহায়ন, চান্দ্রঃ ১১ নারায়ন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ২৭ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২০ অগ্রহায়ন ১৯৪৬, মৈতৈঃ১১ পোইনু, আসামঃ ২৫ অঘোন, মুসলিমঃ ৯-জমাদিউস-সানি-১৪৪৬ হিজরী।শ্রীমোক্ষদা একাদশী, শ্রীশ্রীগীতা জয়ন্তীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ০৯ঃ০৬ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৫০ঃ১৮।চন্দ্র উদয়ঃদুপুর ০১২৬ঃ০১(১১) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০২ঃ৩৭ঃ১২(১১)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ একাদশী (নন্দা) রাত্রিঃ১০ঃ৪৭ঃ০৩ দং ৪১৩৪৪০ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী কাল ঘ ০৮ঃ২৫ঃ৫৬ দং ৫৪০২০ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃবণিজ সকাল ঘ ১১ঃ৫৮ঃ২০ দং ১৪৩২৫২.৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টি রাত্রিঃ১০ঃ৪৭ঃ০৩ দং ৪১৩৪৪০ পর্যন্ত পরে ববযোগঃ বরীয়ান রাত্রিঃ০৫ঃ৫১ঃ৫১ দং ২৯১৬৪০ পর্যন্ত পরে পরিঘঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ০৯ঃ১১ থেকে - ০৬ঃ৫১ঃ৫৬ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৩৪ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ১৭ঃ২৬ পর্যন্ত, তারপর ১০ঃ২৫ঃ৪০ থেকে - ১২ঃ৩৩ঃ৫৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৪৩ঃ৩৯ থেকে - ০৬ঃ৩৬ঃ৫৪ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ২৩ঃ২৪ থেকে - ০৩ঃ২৯ঃ২৬ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃ দিন ০৬ঃ৫১ঃ৫৬ থেকে - ০৭ঃ৩৪ঃ৪১ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১ঃ১৬ঃ৩৯ থেকে - ০৩ঃ২৪ঃ৫৪ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ১১ঃ০৮ঃ২৫ থেকে - ১১ঃ৫১ঃ১০ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ১০ঃ০৯ঃ৫৫ থেকে - ১১ঃ০৩ঃ১০ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ১১ঃ২৯ঃ৪৭ থেকে - ১২ঃ৪৯ঃ৫৬ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০৮ঃ৪৯ঃ২৯ থেকে - ১০ঃ০৯ঃ৩৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০২ঃ৪৯ঃ২৯ থেকে - ০৪ঃ২৯ঃ২০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ ৭২৫৪৯৩৩ (১৮) ৩ পদচন্দ্রঃ ০১১৬৩৭ (১) ৪ পদমঙ্গলঃ৩১০৪৮৪২ (৮) ৩ পদবুধঃ৭১০২১১৬ (১৭) ৩ পদ বৃহস্পতিঃ১২২৩৩২৮ (৪) ৪ পদশুক্রঃ৯১০৩০৪ (২২) ১ পদশনিঃ১০১৫৫৬১৪ (২৪) ৩ পদরাহুঃ১১১০৩৮৩৫ (২৬) ৩ পদকেতুঃ৫১০৩৮৩৫ (১৩) ১ পদমঙ্গল বক্রি হবে সকাল ঘ ০৪ঃ৪৭ঃ৫৮ দং ৫৬৩৬৫৭.৫বুধ বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃবৃশ্চিক রাশি সকাল ০৬ঃ৩১ঃ৩০ পর্যন্ত। ধনু রাশি সকাল ০৮ঃ৩৬ঃ৪৭ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ১০ঃ২৩ঃ৪০ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ১১ঃ৫৭ঃ০৪ পর্যন্ত। মীন রাশি দুপুর ০১ঃ২৮ঃ০৮ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০৩ঃ০৮ঃ৪২ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৫ঃ০৭ঃ০৫ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৭ঃ২০ঃ২৪ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্র ০৯ঃ৩৬ঃ০৮ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ১১ঃ৪৭ঃ২৮ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ৫৭ঃ৩৯ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ১১ঃ৫০ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

অবশেষে জাঁকিয়ে শীতের আশা কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গেই। উত্তুরে হাওয়ার সৌজন্যে তাপমাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বৃহস্পতিবার ফের কলকাতায় নামল তাপমাত্রা। কিছুটা কমে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নামল ১৩.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এই পারদ-পতনের পর বৃহস্পতিবারই এই মরসুমের শীতলতম দিন।শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ঘন কুয়াশার সতর্কতাও জারি করেছে আবহাওয়া দফত।।জোয়ার-সকাল ৯ টা ৫১ মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫১ মিনিট। ভাটা-সকাল ৯ টা ৫১মনিট এবং রাত ২ টা ৫১মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০৬মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫১মিনিট

এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় কর্মরত তরুণীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ হাওড়ার বোটানিক্যাল গার্ডেনের কাছে পদ্মপুকুর স্টেশনে শালিমার সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসের ধাক্কায় মৃত্যু হলো এক তরুণীর। জানা গেছে, শনিবার সকালে রেললাইন পারাপারের সময় ওই দুর্ঘটনাটি ঘটে। অভিযোগ, কানে হেডফোন ছিল তাঁর। এর পাশাপাশি সে সময় কুয়াশা ছিল। যে কারণে এই দুর্ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে। জিআরপি দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। জানা গেছে, সকালে ট্রেনটি শালিমার স্টেশন থেকে রওনা হয়েছিল। পদ্মপুকুর স্টেশনে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। জিআরপি সূত্রের খবর, মৃত তরুণীর নাম অঙ্কিতা পাত্র (২৭)। মৃতার বাড়ি বি গার্ডেন থানা এলাকায়। তিনি সল্টলেকের একটি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। সকালে অফিস যাওয়ার সময় ওই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বাইকের দুরন্ত গতি কেড়ে নিল প্রাণ, বাইক দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, লিলুয়া, ১৪ ডিসেম্বর ঃ লিলুয়ায় বাইক দুর্ঘটনায় এক যুবকের মৃত্যু হলো। শনিবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ সোয়াইকা স্কুলের সামনে পোকুড়ি মোড়ে ওই দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ওই বাইক আরোহী যুবক প্রচন্ড স্পিডে গাড়ি নিয়ে আসছিলেন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিনি একটি কালভার্টে ও ইলেকট্রিক পোস্টে ধাক্কা মারেন। রাস্তায় ছিটকে পড়েন তিনি। এরপর তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রেলের একটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত যুবকের নাম বিবেক প্রসাদ (২০)। লিলুয়ার সোয়াইকা স্কুল সংলগ্ন পোকুড়ি মোড়ের কাছে এদিন সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। বাইকটি দুরন্ত গতিতে ছুটে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের একটি ইলেকট্রিক পোস্টে সজোরে ধাক্কা মারে। কালভার্টে লেগে ওই যুবক রাস্তায় ছিটকে পড়েন। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে রেলওয়ের হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানেই পরে তাঁর মৃত্যু হয়। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে শুরু হলো একাধিক অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া,১৪ ডিসেম্বরঃ প্রয়াত প্রাক্তন সাংসদ সুলতান আহমেদের স্মরনে শনিবার উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের হাটগাছা ২নং অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে শুরু হলো একাধিক অনুষ্ঠান। একাধিক অনুষ্ঠানের মধ্যে রক্তদান শিবির,দুস্থ ব্যাক্তিদের শীতবস্ত্র বিতরণ, দুদিন ব্যাপী নৈশকালীন পাওয়ার বল প্রতিযোগিতা। শুক্রবার জাতীয় পতাকা উত্তোলনের ও প্রয়াত প্রাক্তন সাংসদ সুলতান আহমেদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, নীরবতা পালনের মাধ্যমে একাধিক অনুষ্ঠানের সুচনা করলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, আরো উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অজয় মন্ডল, উলুবেড়িয়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামাণিক,সহ সভাপতি সাহানা মল্লিক, কর্মাধ্যক্ষ সেখ আজিজুল, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা জেলা পরিষদের সদস্য দুলাল চন্দ্র কর, জেলা পরিষদের সদস্য সেখ নুর সালাম,হাটগাছা ২নং পঞ্চায়েত প্রধান প্রদীপ পাল, উপপ্রধান সেখ আশরাফুল,সহ একাধিক পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সদস্যরাও দলীয় সংগঠনের নেতাকর্মীরা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় ছিলেন হাটগাছা ২নং অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ফারুক মল্লিক।

স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ শুধুমাত্র পুথিগত বিদ্যা শিক্ষা নয়। পড়াশোনার গন্ডি পেরিয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে ছেলে মেয়ে সহ মহিলাদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে উদ্যোগী সোদপুর সাজিরহাট আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজের ওমেনস সেল। অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা ৯-১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাতদিনের কর্মশালা আয়োজন করে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র মহাবিদ্যালয়র ওমেনস সেল। নবনির্মিত চার তলার ঘরে। বিষয় ছিল মাশরুম চাষ ও তার ব্যবহার পদ্ধতি ব্যবসা, পুষ্টিকর সুস্বাদু রন্ধনশালা রান্না করা খাবার তৈরি, একসাথে বেঁধে ডিজাইন টাই এন্ড ডাই, ফ্যাব্রিক পেন্টিং, জুয়েলারি গহনা তৈরি প্রমুখ। কলেজের ওমেনস সেলের দায়িত্ব প্রাপ্ত কনভেনার অধ্যাপিকা ড. কনা বিশ্বাস জানান স্নাতক পর্যায়ে শুধুমাত্র শিক্ষা নয়। গন্ডি পেরিয়ে জীবিকার অঙ্গ হিসেবে ছেলেমেয়েদের মহিলাদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই সাত দিনের ওয়ার্কশপ। স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে পারলে ভবিষ্যতে নিজেরা স্বনির্ভরতার মাধ্যমে কিছু রোজগার করে স্বাবলম্বী হতে পারবে। কর্মশালা শেষে হবে প্রদর্শনী কাম সেল।

সন্দীপ-অভিজিতের জামিনের বিরোধিতায় পথে বাম-এসইউসিআই

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ আর জি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দিতে পারেনি সিবিআই। ফলে জামিন পেয়ে গিয়েছেন আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ আর টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল।

প্রতিবাদ জানাতে সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান করে এসইউসিআই।

তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডলের জামিন পেয়ে গেলেন কী করে, সেই প্রশ্ন তুলে প্রতিবাদে সামিল হয় বাম ও এসইউসি সমর্থকরা। বিক্ষোভ দেখাতে থাকে তারা। স্লোগান একটাই, তিলোত্তমা ভেবো না, সেটিং হতে দেব না। বারবার ওই স্লোগান ওঠে। কলেজ স্ট্রিটে বিক্ষোভ হয় বাম ছাত্রসংগঠন এসএফআই-এর।

এসইউসিআইও সিজিও কমপ্লেক্সে বিক্ষোভ দেখায়। প্রসঙ্গত, চিকিৎসককে খুন এবং ধর্ষণের মামলায় প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ ছিল ধৃত ওই দুজনের বিরুদ্ধে। নিজাম প্যালেসে বিক্ষোভ কর্মসূচি চলে কংগ্রেসেরও। প্রতিবাদে পথে নামে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টর্সও। রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে জমায়েতের ডাক দেয় অভয়া মঞ্চের সদস্যরা।

বাংলাদেশের ঔদ্ধত্য নিয়েই মুখ খুললেন ফুরফুরা শরিফের আরও দুই পীরজাদা

বনস্পতি দে, হুগলি,১৪ ডিসেম্বরঃ বাংলাদেশের ঔদ্ধত্য নিয়েই মুখ খুললেন ফুরফুরা শরিফের আরও দুই পীরজাদা। তাঁরা বলছেন, বিশ্বের মানুষের কাছে হাসির খোরাকে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ভারতের উপর কুনজর দিলে হাত, পা, কোমর ভেঙে দেব বলে বাংলাদেশকে হুঁশিয়ারি দিলেন পীরজাদা নাজমুস সায়াদত সিদ্দিকি। পীরজাদা সাফেরি সিদ্দিকি বলেন, ‘‘ভারতীয়দের লাথি মেরে বের করলে, আমার আঙুল চুষব না। আপনারা আমাদের দেশে আক্রমণ করতে এলে বর্ডারে গিয়ে ঢাল হয়ে দাঁড়াব। ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা নাজমুস সায়াদত সিদ্দিকির দাবি বাংলাদেশে যা হচ্ছে, তাতে ইসলাম ধর্মের মানুষের মাথা নীচু হয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ‘‘বাংলাদেশের কিছু মানুষ যে ভাষা ব্যবহার করছে, হিন্দু ভাই বোনদের উপর যেভাবে অত্যাচার চালাচ্ছে, তাতে ইসলাম ধর্মের মানুষের মাথা নীচু হয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রকৃত মুসলমানদের বলব নিজের রক্ত দিয়ে মন্দির রক্ষা করুন। হিন্দু ভাই বোনদের রক্ষা করুন। সম্প্রীতির নজির তৈরি করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। সম্প্রতি বাংলাদেশে যে অশান্তি তৈরি হয়েছে, তারপর থেকেই ভারতকে আক্রমণ করার কথা

শোনা যাচ্ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন মহলে। পীরজাদার কথায়, ‘‘বাংলাদেশ একটা ডোবা মাত্র। ভারতের একটা রাজ্য হুঙ্কার দিলে বাংলাদেশকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বাংলাদেশ হচ্ছে ফাটা কলসী, ওরা শুধু আওয়াজ দিতেই জানে। বাংলাদেশে জোর করে ধর্ম পরিবর্তন করার যে অভিযোগ উঠছে, সেই প্রসঙ্গে পীরজাদা বলেন, ইসলাম কখনই এটা সমর্থন করে না। এটা ভুল। একই সঙ্গে তিনি মনে করেন, ভারতের চিকিৎসকদের নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই বাংলাদেশের। অন্যদিকে ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা সাফেরি সিদ্দিকি বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনকে কুর্নিশ জানিয়েছেন, কিন্তু রাজনৈতিক নেতারা যেভাবে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে, তা মেনে নিতে পারছেন না তিনি।

বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের কাছে তিনি অনুরোধ জানান, দুই দেশের ভ্রাতৃত্ব যাতে নষ্ট না হয়। তাঁর দাবি, দুই দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

কেষ্টপুর রবীন্দ্র পল্লীতে বধূ খুনে চাঞ্চল্য

মহিলার খুনে ধৃত অভিযুক্ত ফেসবুক-বন্ধু

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ এক মহিলার খুনের কিনারা মাত্র ৪ ঘণ্টায় করে ফেলল পুলিশ! শুক্রবার রাতে মৃতদেহ উদ্ধার হয় বিউটি পার্লারে কর্মরতা ওই মহিলার। আর শনিবার সকালেই ধরা পড়ে গেল তাঁর ফেসবুক-বন্ধু ! শুক্রবার রাতে বাগুইআটির রবীন্দ্রপল্লিতে একটি ঘরের ভেতরে খাটের ওপর গলায় ওড়নার ফাঁস লাগানো অবস্থায় এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করা করে পুলিশ। তাঁর নাম অভিষিক্তা দে সাহা। দেহ যে অবস্থায় পাওয়া যায় বা গলার ফাঁস দেখেই পুলিশের সন্দেহ হয়, এটি খুন। তারপরই পুলিশ বিভিন্ন সূত্র ধরে ঘটনার কিনারা করা চেষ্টা করে। কেষ্টপুরের রবীন্দ্র পল্লিতে স্বামী ও ৩ বছরের ছেলেকে নিয়ে থাকতেন বছর সাতাশের ওই মহিলা। কাজ করতেন বিউটি পার্লারে। পুলিশ সূত্রে খবর, মাসকয়েক আগে তাঁর কৌশিক সাহা নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে ফেসবুকে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। সম্প্রতি বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয়। অভিযোগ, তার জেরেই গতকাল মহিলাকে বাড়িতে একা পেয়ে গলায় ওড়নার

ফাঁস দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করে প্রেমিক। মহিলার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ও মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন ধরেই এগোয় তদন্ত। তারপর এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে বাগুইআটি থানার পুলিশ।জানা যায়, মহিলার স্বামী একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করতেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। জানা যায়নি ওই দম্পতির পারিবারিক কোনও অশান্তি ছিল কি না। তদন্ত চলছে।

বকেয়া বেতনের দাবিতে আন্দোলন হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, চুঁচুড়া হুগলি, ১৪ ডিসেম্বরঃ আন্দোলনের ১৩ দিনের মাথায় শুক্রবার পুরসভার গেট থেকে ঘড়ি মোড় পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করেন কর্মীরা। লাগাতার ন্দোলনের জেরে চুঁচুড়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ সদর শহরে জমেছে আর্বজনার স্তূপ। বকেয়া বেতনের দাবিতে পানীয় জল ও আলোর মতো জরুরি পরিষেবা বন্ধ রেখে আন্দোলন করছেন হুগলিচুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা। তবে অস্থায়ী কর্মীদের টানা আন্দোলন ও পুরসভার ভূমিকা নিয়ে শাসক দলকে খোঁচা দিতে ছাড়েনি বিজেপি। ফেসবুকে কর্মীদের আন্দোলন এবং রাস্তাঘাটে জমে থাকা ময়লা নিয়ে তৃণমূলকে বিঁধেছেন বিজেপি নেতৃত্ব। শহর জুড়ে নোংরা জমে থাকায় নাভিশ্বাস উঠেছে সাধারণ মানুষের। আন্দোলনকারী অস্থায়ী শ্রমিকদের একাংশের অভিযোগ, কয়েকজন কাউন্সিলার প্রভাব খাটিয়ে আন্দোলনকে ভেস্তে দিতে চাইছেন। তারই প্রতিবাদে এ দিনের মিছিল। ফেসবুকে বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি সুবীর নাগ পুরপ্রধানকে খোলা চিঠি পোস্ট করে লেখেন, ‘ক’দিন যাবত মাইনে দিতে না পারার জন্য পুর পরিষেবা বন্ধ রয়েছে, রাস্তায় আবর্জনার স্তূপ। ওয়ার্ড কাউন্সিলার, মাননীয় বিধায়ক সব দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু কেউ সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট নন। কারণ দলীয় কোন্দল, কে কাকে পাল্টাবে আর ছোট করবে?’ তাঁর অভিযোগ, পুরসভার ভাঁড়ার শূন্য, রোজগার নেই। পুর প্রতিনিধিরা ভুতুড়ে লোক ঢুকিয়েছেন তাই এখন বেতন দিতে পারার দায় পুর পরিচালন সমিতির সকলের। তাঁর বক্তব্য, ‘চন্দননগর পুরনিগম যদি ৬০০ লোকে চলতে পারে, তা হলে হুগলিচুঁচুড়া পুরসভায় ২৮০০ অস্থায়ী কর্মচরী কেন নিয়োগ করা হলো?’ অস্থায়ী কর্মীদের লাগাতার আন্দোলন নিয়ে পুরপ্রধান অমিত রায় বলেন, ‘আমরা কর্মীদের সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করছি। ডিসেম্বর মাসে আমরা চেষ্টা করছি বকেয়া বেতনের কিছুটা মেটানোর। সকলকে অনুরোধ করব, কাজ চালু রেখে আন্দোলন করুন।’

হুগলির পার ডানকুনি চৌমাথায় এলাকায় অল্প সময়ে বড়লোক হওয়ার লোভে এক ব্যক্তি আটক

দুরন্ত বার্তা, কোন্নগর হুগলি, ১৪ ডিসেম্বরঃ ৬ টাকার টিকিটের বিনিময় বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখেন অনেকেই। হুগলির পার ডানকুনি চৌমাথায় এলাকায় অল্প সময়ে বড়লোক হওয়ার লোভে এক ব্যক্তি এমন কাণ্ড ঘটিয়ে বসলেন যে কারণে তাকে যেতে হল শ্রীঘরে। ঘটনাটি হুগলি পার ডানকুনি এলাকার। স্থানীয় সূত্রে খবর, এক ডিয়ার লটারি টিকিট বিক্রেতা প্রতিদিনের মতো শনিবার সকালেও টিকিট বিক্রি করতে বসেছিলেন। সকাল দশটা নাগাদ এক ক্রেতা শুক্রবারের একটি টিকিট ভাঙানোর জন্য আসেন ডানকুনির টিকিট বিক্রেতার কাছে। সেখানে প্রায় ১১ হাজার টাকার বিনিময় সেই টিকিটটি ভাঙাতে চান ওই ক্রেতা। কিন্তু তাদের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে ওঠে টিকিটের নম্বর দেখে।যেই টিকিট ওই ক্রেতা নিয়ে এসেছেন সেই টিকিটেই ইতিমধ্যে টাকা পেয়ে গেছেন অন্য এক ক্রেতা। লটারি টিকিট বিক্রেতারা নির্দিষ্ট এজেন্সিকে জানান সেই খবর। এবং তারপরেই ওই ব্যক্তিকে ধরে কানাইপুর ফাঁড়িতে নিয়ে এসে পুলিশের হাতে তুলে দেন ওই ব্যক্তিকে। পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এ বিষয়ে লটারির টিকিট বিক্রেতা তারক দে তিনি বলেন, সকাল বেলা দোকান খোলার সঙ্গেই একটি লটারি টিকিট নিয়ে আসে এক ব্যক্তি। সে একটি টিকিট ভাঙিয়ে পুরস্কারের টাকা দিয়ে ২৫ সেমের আরও তিন হাজার টাকার টিকিট কিনতে চায়। প্রথমদিকে টিকিট বিক্রেতারা বুঝতে পারেননি তার কাছে যে টিকিট রয়েছে সেটি জাল। তবে টিকিটের কাগজ হাতে ধরতেই বোঝা যায় যে জাল টিকিট ছাপিয়ে নিয়ে এসে লটারি টিকিট বিক্রিতাদের সঙ্গে জালিয়াতি করছেন ওই ব্যক্তি। অবশেষে ওই ব্যক্তিকে ধরে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে।

প্রসঙ্গত দিন কয়েক আগে, ৪৫ হাজার টাকার একটি লটারির বিজয় টিকেট নিয়ে এসে টিকিট বানিয়ে যান এক প্রতারক।

পরে জানা যায় সেই টিকিটটা জাল ছিল। যেভাবে জাল টিকিটের কারবারি ও প্রতারকরা ছড়িয়ে পড়ছে তাতে লটারি টিকিট বিক্রি এখন দুষ্কর হয়ে উঠেছে টিকিট বিক্রেতাদের কাছে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত এলাকায় ধৃত গুয়াহাটিতে দলবদ্ধ ধর্ষণকাণ্ডের শেষ অভিযুক্ত

গুয়াহাটি, ১৪ ডিসেম্বর ঃ পুলিশি অভিযানে আটক করা হয়েছে গুয়াহাটির দলবদ্ধ ধর্ষণের সঙ্গে জড়িত নবম তথা শেষ অভিযুক্ত কৃষ্ণ বর্মণ (২২)-কে। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আজ শনিবার ভোররাতে ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত গোলকগঞ্জ থানাধীন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত বিষখোয়ার সোনাহাট কলোনিতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ প্রয়াত শঙ্কু বর্মণের ছেলে কৃষ্ণকে পাকড়াও করেছে। ইতিমধ্যে ধৃত কৃষ্ণকে গোলকগঞ্জ থেকে গুয়াহাটি নিয়ে আসা হয়েছে বলে জানা গেছে। গতকাল শুক্রবার গুয়াহাটি পুলিশ ধর্ষণকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত রবীন দাস (২৩)-কে আটক করেছিল। এর আগে একই দিনে সাত

গোলকগঞ্জ

অভিযুক্তকে বিভিন্ন স্থান থেকে আটকর পর গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত সবাই ১৮ থেকে ২৩ বছর বয়সি। গতকাল পর্যন্ত যে আট অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে তারা গুয়াহাটি মহানগরের গরচুক থানাধীন বরাগাঁওয়ের রবীন দাস (২৩), একই এলাকার কুলদীপ নাথ (২৩), বরাগাঁও শিবনগরপথের বিজয় রাভা (২২), বরাগাঁও নিজরাপাড়ার পিঙ্কু দাস (১৮), বরাগাঁও নিজরাপাড়ার গগণ দাস (২১), বরাগাঁও বকুল নগরের সৌরভ বড়ো (২০), বরাগাঁও নিজরাপাড়ার মৃণাল রাভা (১৯) এবং জালুকবাড়ির তেতেলিয়া পদুমবাড়ির দীপঙ্কর মুখিয়া (২১)। আজ ভোরে সর্বশেষ অভিযুক্ত কৃষ্ণ বর্মণকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনা গত ১৭ নভেম্বরের। কিন্তু তা প্রকাশ্যে আসে শুক্রবার ভোররাত প্রায় ২:৩০টা নাগাদ। ঘটনা সম্পর্কিত লোমহর্ষক এক ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে দেখেন গুয়াহাটি-ভিত্তিক জনৈক সাংবাদিক ধর্মেন্দ্র কলিতা। সঙ্গে সঙ্গে গরচুক থানায় বিষয়টি তিনি অবগত করেন। ধর্মেন্দ্রের কাছে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ওই রাতেই গরচুক থানার ওসি ইনস্পেক্টর ময়ূরজিৎ গগৈ এবং সাব-ইনস্পেক্টর কাজল দত্ত পুলিশের দল নিয়ে অভিযান চালিয়ে প্রথমে সাত অভিযুক্তকে আটক করেন। গরচুক থানার ওসি ইনস্পেক্টর ময়ূরজিৎ গগৈ জানান, ১৭ নভেম্বর, গোটা রাজ্য রাস-উৎসবে মাতাল। ওইদিন রাতে বরাগাঁওয়ের নিজরাপাড়ায় অবস্থিত দুর্গামন্দির চত্বরে সংগঠিত হয়েছিল পৈশাচিক ঘটনাটি। তিনি জানান, রবীন দাস নামের (গতকাল গ্রেফতারকৃত মূল অভিযুক্ত) যুবকটি জালুকবাড়ি এলাকা থেকে জনৈক মহিলাকে তুলে নিয়ে আসে দুর্গামন্দির চত্বরে। এখানে নির্জন স্থানে তার আট সাঁকরেদ মদ ও মাদক সেবনের আয়োজন করেছিল। নির্জন স্থানে মহিলাকে এরা সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে দলবদ্ধভাবে পৈশাচিক ধর্ষণ করে।

স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে মিউজিকাল কনসার্ট, আগরতলা শহরজুড়ে কঠোর নিরাপত্তা

আগরতলা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ শনিবার পর্যটন দপ্তরের টুরিজম প্রমোফেস্টের সমাপ্তি অনুষ্ঠান তথা মিউজিকাল কনসার্ট। এই মিউজিকাল কনসার্টে উপস্থিত থাকবেন দেশের বরেণ্য কন্ঠ শিল্পী শ্রেয়া ঘোষাল। এছাড়াও থাকবেন ইন্ডিয়ান আইডল খ্যাত রাজ্যের সংগীত শিল্পী সুরভী দেববর্মা। এই মিউজিকাল কনসার্টকে কেন্দ্র করে রাজ্য জুড়েই জনমনে প্রচুর উৎসাহ উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। এই মিউজিকাল কনসার্টকে কেন্দ্র করে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আরক্ষা প্রশাসন। শনিবার দুপুর থেকেই স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে নিয়েছে ত্রিপুরা পুলিশ। নিরাপত্তার লক্ষ্যে মাঠে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার ডঃ কিরণ কুমার কে খতিয়ে দেখেন নিরাপত্তা ব্যবস্থা। পুলিশ সুপার জানান, শ্রেয়া ঘোষালের মিউজিকাল কনসার্টকে কেন্দ্র করে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকছেন প্রায় ৭০০ জন টিএসআর জওয়ান। ৫০ জন সিআরপিএফ এবং প্রচুর সংখ্যায় ত্রিপুরা পুলিশ।

তিনি আরো জানান। এরপরও নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে ড্রোন ব্যবহার করা হবে। স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানমুখী সমস্ত সড়কে ব্যাপক নজরদারি রাখা হবে। পার্কিং এর বিষয়টি নিয়ে এস পি ট্রাফিক নিজে দেখভাল

করছেন বলে জানান তিনি। পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার আরো জানান, এম্বুলেন্স এবং ইমার্জেন্সি যাতায়াতের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি আরো জানান, রাত দশটা পর্যন্ত চলবে সংগীতানুষ্ঠান। উল্লেখ্য কনসার্টকে কেন্দ্র করে তিন ধরনের পাসের ব্যবস্থা করেছে পর্যটন দপ্তর। গেরুয়া পাস নিয়ে পরিবহণ দপ্তরের অফিসের বিপরীত দিকের গেইট দিয়ে মাঠে প্রবেশ করবেন ভিআইপি দর্শকরা। ভিয়াইপি রোড সংলগ্ন প্রবেশ পথ দিয়ে সবুজ রংয়ের পাস নিয়ে মাঠে উপস্থিত হতে পারবেন দর্শকরা। এছাড়া স্বামী বিবেকানন্দের স্ট্যাচু সংলগ্ন ফটক এবং আকাশবাণী আগরতলার বিপরীতমুখী ফটক দিয়ে গোলাপি রংয়ের কার্ড নিয়ে মাঠে প্রবেশ করতে পারবেন সংশ্লিষ্ট দর্শকরা। জানা গেছে বিকেল সাড়ে পাঁচটার সাথে সাথে শুরু হয়ে যাবে কনসার্ট। প্রথমে হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা, পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সহ অন্যান্য অতিথিরা। প্রায় এক ঘণ্টার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর শুরু হবে মিউজিকাল কনসার্ট।

স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে ধাওয়া করে লুট গয়না ও নগদ টাকা, জগাছায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, জগাছা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে ধাওয়া করে লুট গয়না ও নগদ টাকা, জগাছায় চাঞ্চল্য। শুক্রবার রাতে জগাছা থানা এলাকার মৌড়ী পাকুড়তলায় ওই ঘটনা ঘটে। স্বর্ণ ব্যবসায়িকে ধাওয়া করে ছিনতাই করা হয় কয়েক লক্ষ টাকার সোনার গহনা ও বেশ কিছু টাকা। শুক্রবার রাতে দোকান থেকে বাড়ি ফেরার পথে ওই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। প্রশান্ত মল্লিক নামের ওই স্বর্ণ ব্যবসায়ী রাতে বাড়ি ফেরার সময় দুষ্কৃতীদের কবলে পড়েন। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দুষ্কৃতিদের সনাক্তকারণ করছে পুলিশ। ওই স্বর্ণ ব্যবসায়ী বলেন, প্রতিদিনের মতো শুক্রবার রাতেও দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলাম। তখন গলির মুখে দুটো ছেলে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। পেছনে আরও ২ জন ছেলে বাইকের উপর ছিল। এদের মধ্যে ১ জন আমার ব্যাগ ধরে টানে আর একজন বাইক থেকে চাবি ফেলে দেয়। আমি পড়ে যাই। এই অবস্থায় দুষ্কৃতিরা আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আমার চিৎকারে একজন বেরিয়ে এসে দেখতে যায়। তখন ওই দুষ্কৃতিরা সেই ব্যাগ নিয়ে বাইকে করে চম্পট দেয়। ব্যাগে কিছু অর্ডারি সোনার গহনা ছিল। ব্যাগে প্রায় ১০০ গ্রামের মতো গহনা ছিল। এছাড়া প্রায় ২৭ গ্রামের মতো গলানো সোনা ছিল। এর আগে এমন ঘটনা ঘটেনি। ঘটনাটি ঘটে রাত প্রায় সাড়ে ৯টা নাগাদ। এই ঘটনা ঘটার পর থানায় লিখিত অভিযোগ জানাই। আমি চাই আমার সোনা যাতে ফেরত পাই এবং দুষ্কৃতিরা যাতে ধরা পড়ে।

জয়নগরের ধোষার হোবকা খালের সুইচগেটের কাজ ধীরগতিতে হওয়ায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় মানুষজন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১৪ ডিসেম্বরঃ জয়নগর থানার ধোষা গ্রামের হোবকা খালের উপর সুইচগেটের সংস্কারের কাজ চলছে ধীর গতিতে, ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষজন। দঃ ২৪ পরগনার জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের ধোষা গ্রামের হোবকা খালের উপর রয়েছে ৫ টি সুইচ গেট যা এবার বেড়ে হতে চলেছে আটটি সুইচগেট। সেচ দফতরের অধীনে থাকা এই হোবকা খালের ওপর তৈরি ধোষা সুইচগেটটি পথ চলতি মানুষের সুবিধার্থে ও চাষের জমির কাজের জন্য করা হয়ে ছিল তৎকালীন বাম সরকারের আমলে। সুইচগেট গুলি দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ভগ্নদশা অবস্থায় পড়েছিল।ভগ্নদশার এই সুইচগেটের

উপর দিয়ে প্রয়োজনের তাগিদে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষজন যাতায়াত করছেন। ওই সুইচগেটের উপর দিয়ে যাতায়াত করেন জয়নগর থানার অন্তর্গত ধোষা বাজার, চন্দনেশ্বর, তিলপি,. চালতাবেড়িয়া, গোচারণ, জয়নগর, মগরাহাট, দক্ষিণ বারাসাত ও বারুইপুর থানার উত্তরভাগ, বৃন্দাখালি, ১৪ ফকর সহ একাধিক এলাকার মানুষ জনেরা। দীর্ঘ কয়েক বছর সুইচ গেটটি সংস্কার না হওয়ায় ভগ্নদশা অবস্থায় ছিলো।

জয়নগর থানার অন্তর্গত ধোষা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধোষা এবং বারুইপুর থানার অন্তর্গত বৃন্দাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪ ফকর গ্রামের ধোষার হোবকা খালে উপর তৈরি করা হয়েছিল এই সুইচ গেটটি।দীর্ঘ দিন সংস্কার না হওয়ায় বিপদজনক হয়ে গেছিল এই সুইচগেটটি। আর এই বিষয়ে স্থানীয় মানুষজন একাধিক বার প্রশাসনকে জানানোর পরে কয়েকমাস আগে সেচ দপ্তরের উদ্যোগে ও বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিভাস সরদারের তত্বাবধানে সুইচগেটের সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। এর জন্য বরাদ্দ অর্থ ৫, ৩৮, ৪২,০৯১,০০ টাকা।আর এ ব্যাপারে স্থানীয় বাসিন্দা হাইসুর রহমান মোল্লা ও হাবিবুর রহমান শেখ বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়েছিল সুইচগেটটি। তাঁর জন্য সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল আমাদের। তবে কাজটি প্রথম দিকে খুব দ্রুত হতে হতে আচমকা খুব স্লো হয়ে গেছে। আমরা চাই দ্রুত কাজটি শেষ করা হোক। এই সুইচগেটটির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে উপকৃত হবেন কয়েক হাজার মানুষ। কাজ ধীরগতিতে কেন হচ্ছে সে বিষয়ে খোঁজ খবর নেবেন বলে জানালেন বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক বিভাস সরদার।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১৫ সংখ্যা, রবিবার, ২৯ অগ্রহায়ণ , ১৪৩১

ইউক্রেন কি দুই ভাগ হচ্ছে?

ইউক্রেনকে দুটো ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে বলে যুদ্ধ পর্যবেক্ষকেরা মনে করতে শুরু করেছেন। তারা বলছেন একটি ভাগ আমেরিকার পক্ষে থাকবে। আর একটি ভাগ রাশিয়ার দিকে থাকবে। একেবারে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে যেভাবে জার্মানকে ভাগ করে নিয়েছিল বিশ্ব শক্তিরা। রাশিয়ার স্ট্যালিন জার্মান দেশটাকে পুরো গ্রাস করতে উদ্যেগী হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা করতে পারেননি একমাত্র আমেরিকা এবং ব্রিটেনের জন্য। নাহলে পুরো জার্মানটাই রাশিয়ার দখলে চলে যেত। জাপানকে গ্রাস করতে চেষ্টা করেছিল রাশিয়ার স্ট্যালিন। কিন্তু তা করতে পারেনি একমাত্র ব্রিটেনের জন্য। আমেরিকার সেনারা জাপানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। তার ফলে জাপান তখন পুরোপুরি আমেরিকার দখলে চলে গিয়েছিল। এদিকে ব্রিটেন নৌ সেনারা ভারত মহাসাগর পাহারা দিতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়া তখন নৌ বাহিনীতে শক্তিশালী ছিল না। তারা স্থলবাহিনীতে শক্তিশালী থাকলে নৌ সেনা বলতে তখন রাশিয়ার কোনও কিছুই ছিল না। আমেরিকা এবং ব্রিটেনের সঙ্গে নৌ সেনাতে পাল্লা দিতে গিয়ে রাশিয়া নৌ সেনা বৃদ্ধি করতে শুরু করে। জার্মানকে পুরো গ্রাস করে নেওয়ার পরিকল্পনাকে বাধা দিতে শুরু করে দিয়েছিল ব্রিটেন এবং আমেরিকা শক্তি। রাশিয়া যাতে পুরো জার্মান দখল না করতে পারে তার জন্য বিশাল সেনা বাহিনী পাঠাতে শুরু করে দিয়েছিল বার্লিনে আমেরিকা এবং ব্রিটেন। তার ফলে একটি স্থানে রুশ সেনাদের

সম্পাদকীয়

থমকে যেতে হয়েছিল। এবারে সেটাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ইউক্রেনকে দুটো ভাগ করে নেওয়ার বিশ্ব রাজনীতি শুরু হয়ে গিয়েছে। কিভকে আমেরিকা এবং ব্রিটনের তাদের কব্জায় রাখতে চায়। আর এদিকে মারিয়ুপোলকে দখলে রাখতে চায় রাশিয়া। কিভ সফর করতে যাচ্ছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋশি সুনক। তার আগে ব্রিটেরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন দুইবার কিভতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। আবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ব্রিটেন সফর করেছেন। তিনি হাউস অব কমন্সে বক্তব্য রেখেছেন। আবার তিনি আমেরিকা সফর করেছেন। সেনেটে গিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। ফলে আজকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে জার্মান দেশের মতো ইউক্রেনকে ভাগ করে নিতে চলেছ বিশ্বের মহা শক্তিধর রাষ্ট্র আমেরিকা এবং রাশিয়া। এদিকে চিন আবার ইউক্রেন সমস্যার সমাধান করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবারে ইউক্রেন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। চিনের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধ দ্রুত থামানোর প্রয়োজন। কিন্তু রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট একেবারে বিশ্বকে অবাক করে দিয়ে ক্রাইমিয়া সফরে গিয়েছিলেন। গোটা সফরটা গোপন রাখা হয়েছিল। নিজের গাড়ি চালিয়ে ক্রাইমিয়া সফর করেছেন। রাস্তায় রাস্তায় থেকে সেখানকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন পুতিন। ইউক্রেনের উপদ্বীপটি রাশিয়ার অধীনে নয় বছর ধরে রয়েছে। এবং রাশিয়া সঙ্গে সংযুক্তকরণ করে দিয়েছে। সেখানে বাচ্চাদের জন্য তৈরি একটি স্কুল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন পুতিন। তারপরে পুতিন মারিয়ুপোলে গিয়ে উপস্থিত হন। দীর্ঘ লড়াই করার পর রাশিয়া অবশেষে এই শহরটিকে দখল করে নিয়েছে। রাশিয়ার তরফ থেকে বলা হয়েছে যে ডনবাসকে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

পুতিনকে ধ্বংস করাই হচ্ছে এখন মূল লক্ষ্য

যতদিন পুতিন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পদে থাকবেন ততদিন কিন্তু গোটা ইউরোপ জুড়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা থাকবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে। রাশিয়াকে এখনই সহজে নিস্কৃতি দিতে চায় না ইউরোপের জনগণ। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের স্ত্রী ওলেনা জেলেনস্তির সঙ্গে দেখা করেন। মাতৃ দিবস উপলক্ষ্যে তারা দেখা করে কথা বলেছেন। যুদ্ধে নারী এবং শিশুদের রক্ষা করার বিষয়ে আলোচনা করা হয় বলে জানতে পারা গিয়েছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাইডেন স্ত্রী কিভ শহরে আসায় সেখানকার বাসিন্দারা তাঁকে স্বাগত জানায়। সেখানে বহু নারী এবং শিশুরা উপস্থিত ছিল। রাশিয়ার তরফ থেকে প্রচার করা হয়েছিল ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এবং তাঁর স্ত্রী ওলেনা জেলেনস্কি কিভ ত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে চলে গিয়েছেন। এই ভুল প্রচারের উত্তর দেওয়া হল বলে সংবাদ মাধ্যম মারফত সারা বিশ্বকে জানিয়ে দেওয়া হল। এদিকে জেলেনস্কি বলেছেন, রাশিয়ার নাৎসি নেতা পুতিনের পতনের আগে পর্যন্ত তিনি লড়াই অব্যাহত রাখবেন। যুদ্ধ চলবে।

সম্পাদকীয়

ইউক্রন যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। রাশিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তারা ভারি ভারি অস্ত্র ক্ষেপনাস্ত্র বোমা ববহার করে ইউক্রেন সভ্যতাকে একেবারে মাটির তলায় মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ররছে। কিন্তু পুতিনের ইচ্ছা সফল হবে না। পুতিনকে তার আগেই বিদায় গ্রহণ করতে হবে। রুশ সেনারা সেই বিদ্রোহ করবে। তার অপেক্ষায় রয়েছেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। রাশিয়াকে আর্থিক দিক দিয়ে অবরোধ করা হয়েছে যাতে পুতিন নাৎসি নামক নেতা বেশি দূর পর্যন্ত এগোতে না পারে। পুতিনকে ধ্বংস করাই হচ্ছে এখন মূল লক্ষ্য। বিশ্বের জয় করতে পারেননি আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন, হিটলার। বিশ্ব জয় করার স্বপ্ন যারাই দেখেছেন তাঁরাই কিন্তু পরে পতনের রাস্তা ধরে নিয়েছে। রুশ সভ্যতা ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকবেন পুতিন। এটা ইতিহাস বলছে। ইতিহাস পুতিনের বিচার করবে। অস্ত্র গিয়ে বিশ্ব জয় করা যায় না। কব্জা করা যায় না। বিশ্বকে জয় করতে গেলে শান্তি এবং মৈত্রী দিয়ে জয় করতে হয়। সেটা কিন্তু পুতিন ভুলে গেছে। তিনি এখন অস্ত্র দিয়ে ইউক্রেন জয় করতে চাইছেন।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

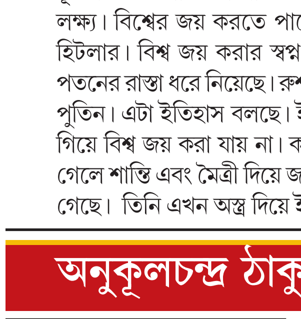

অমৃতময় জল কপটের নিকট তিক্ত লবনময়, তীরে যাইয়াও তার তৃষ্ণা নিবারিত হয় না তুমি লাখ গল্প কর, কিন্তু প্রকৃত উন্নতি না হলে তুমি প্রকৃত আনন্দ কখনই লাভ করতে পারবে না। কপটশয়ে মুখের কথার সঙ্গে অন্তরের ভাব বিকশিত হয় না, তাই আনন্দের কথাতেও মুখে নীরসতার চিহ্ন দৃষ্ট হয় কারন, মুখ খুললে কী হয়, হৃদয়ে ভাবের স্ফুর্তি হয় না কপট ব্যাক্তি অন্যের নিকট সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে, অল্প বিশ্বাসের দরুন অন্যের প্রকৃত দান হতেও প্রবঞ্চিত হয় পরনিন্দা করাই পরের দোষ কুড়িয়ে নিয়ে নিজে কলঙ্কিত হওয়া আর, পরের সুখ্যাতি করা অভ্যাসে নিজের স্বভাব অজ্ঞাতসারে ভালো হয়ে পড়ে। তাই বলে কোনো স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে অন্যের সুখ্যাতি করতে নেই। সে তো তোষামোদ। সেক্ষেত্রে মন ও মুখ প্রায়ই এক থাকে না। সেটা কিন্তু বড়ই খারাপ, আর তাতে নিজের স্বাধীন মত প্রকাশের শক্তি হারিয়ে যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বললেন,কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না। সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। যিনি তা হতে পারবেন তিনি নিষ্ঠাবান শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন। মনের শক্তি দিয়ে লাভ করতে হবে। সামাজিক শক্তিকে সবল করতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। মা ভবতারিণী পরম সত্যের উপাসক। মায়ের ভক্ত হলে তবেই শক্তি অর্জন করা সম্ভব। তিনি আরও বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। মা ভবতারিণী তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। মায়ের শক্তির অন্যতম অংশ হল তাঁর সন্তান। মাতা তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন।

‘শোন একটি মুজিবুর থেকে লক্ষ মুজিবুরের’ যে গানটি যে দেশে কোনও দিন আর শুনতে পাওয়া যাবে না

রবীন্দ্রকুমার শীল

‘শোন একটি মুজিবুরের থেকে লক্ষ মুজিবুরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রণি। বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ বাংলাদেশ’- এই গানটি রচনা করেছিলেন জন্মশতবর্ষ অতিক্রান্ত গৌরপ্রসন্ন মজুমদার। সুরকার ছিলেন অংশুমান রায়। কণ্ঠশিল্পী ছিলেন দীনেন্দ্র চৌধুরী। রেডিও সংবাদপাঠাক দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই গানটি শুনে পুলকিত হয়ে ছিলেন। উপেন তরফদার স্পুল রেকর্ডার ব্যবহার করে গানটি রেকর্ড করেন। গানটি রেকর্ড করার দিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যে কলকাতার আকাশবাণীর ‘সংবাদ বিচিত্রা’য় এই গানটি প্রচার করা হবে। ১০ এপ্রিল ১৯৭১ সালে কলকাতা আকাশবাণী থেকে প্রচার করা হয়েছিল। তখন বাংলাদেশে মুক্তি যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। মুজিবুর রহমান তখন পাকিস্তানে জেলে। হিন্দুস্তান রেকর্ড থেকে গানটি রেকর্ড করা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে এখন বিদায় গ্রহণ করেছে জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর নাম আজকে আর শোনা যাবে না। বাংলাদেশে আবার ‘জয় বাংলা’ শব্দটি এবারে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। ‘জয় বাংলা’ বলা আর চলবে না। বাংলাদেশের ‘জাতীয় স্লোগান’ হিসাবে স্বাধীনতা পাওয়ার সময় থেকে এতকাল ধরে এটা স্বীকৃতি লাভ করেছিল। ২০১৭ সালে ‘জয় বাংলা’কে জাতীয় স্লোগানের মর্যাদা দিতে সে দেশের আর্জি জানিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী। ২০২০ সালের ১০ মার্চ বাংলাদেশের হাইকোর্ট ‘জয় বাংলা’কে জাতীয় স্লোগানের মর্যাদা দিয়েছিল। আর আজকে বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল জানালেন যে ‘বাংলাদেশে আর জয় বাংলা’ জাতীয় স্লোগান থাকছে না। বাংলাদেশের জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান যে রকম হারিয়ে গিয়েছে ঠিক সেই রকম একন বাংলাদেশ থেকে জয় বাংলা স্লোগান হারিয়ে গিয়েছে। কী অদ্ভুত পরিবেশ তৈরি হয়ে গিয়েছে বাংলাদেশে। এক সময়ে দুই বাংলার মানুষ কাঁদে কাঁধ মিলিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। বাংলা ভাষাকে রক্ষা করার জন্য একটি নতুন দেশের জন্ম হয়েছিল। সেই ভাষাটির নাম হচ্ছে বাংলা। লেখক সৈয়দ মুজতবা আলি একথা স্বীকার করে গেছেন। সেই বাংলা ভাষা আজকে বিপন্ন।

বাংলা ভাষাকে রক্ষা করতে পূর্ব বাংলার বাঙালিরা ১৯৫০ সাল থেকে সংগ্রাম করে আসছে। শিলচরে একই রকম বাংলা ভাষাকে রক্ষা করতে সংগ্রাম করেছিল। আর আজকে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করার কোনও প্রহরী পাওয়া যাচ্ছে না। বাংলা ঘরে ঘরে এখন শুনতে পাওয়া যায় ‘টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার’ কিংবা ‘বা বা ব্লাকশিপ হ্যাভ ইউ এনি উল’। ‘কুমোর পাড়ার গোরুর গাড়ি বোঝাই কড়া কলসি হাঁড়ি’ কে বা কারা পড়ে? এখন আর এই কবিতা ক্লাস ওয়ানের ছাত্ররা পড়ে না। কিন্তু বাংলার প্রাথমিক স্কুলগুলিতে এই ‘কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি’ ছড়াটি মুখস্ত করেই প্রাথমিক শিক্ষার সোপান তৈরি হতো। রবীন্দ্রনাথে ‘সহজ পাঠে’ বিশ্বম্ভরবাবু চলেছেন পালকি চড়ে। সঙ্গে রয়েছে শম্ভু। বিশ্বম্ভর বাবু এবং শম্ভুর গল্প পড়তে গায়ে রোমঞ্চ জাগতো। কতবার যে এই গল্পটি পড়েছি তার আর ইয়াত্তা নেই। যতবারই পড়ি ততবারই নতুন লাগে। সেই বাংলা ভাষা আজকে বিপন্ন হতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলা ভাষাকে রক্ষা করার যে জাগরণ বাঙালিদের মধ্যে জাগরিত ছিল তা কি কালের গতিতে হারিয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। এই কথার উত্তর পাওয়া যাবে ভবিষ্যতে। তখন বাংলা ভাষার অস্তিত্ব আর স্কুল কলেজে এমনকী বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবে না। ভারতের এর একটি ভাষা প্রায় লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে। সেই পণ্ডিতি ভাষা সংস্কৃত ভাষা। তাকে কবর দিতে সবাই প্রস্তুত। অথচ এই সংস্কৃত ভাষা হচ্ছে সবার ভাষার মাতৃক্রোড়। সংস্কৃত ভাষা হচ্ছে জননী। সেই জননীকে আমরা ত্যাগ করেছি। তার ফলে ভারতে ভাষা আজকে জননী শূন্য। তার ফলে ভারতের অধিকাংশ ভাষাই এখন বলতে গেলে জন্মদাত্রী ছিন্ন। মায়ের কাছ থেকে যদি সন্তান সরে যায় তাহলে সন্তানকে বেশি দিন বাঁচতে পারে। পারে না। সেটাই এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সংস্কৃত ভাষা মানেই জননীকে হত্যা করা হয়েছে। যে সংস্কৃত ভাষা ভারতে প্রায় প্রতিটি কোনে কোনে টোল তৈরি হয়ে চর্চা হতো তা এখন আর হয় না। ইতিমধ্যে কোনও কোনও ছাত্র বলে তাকে সংস্কৃত ভাষা বলে কোনও ভাষা ছিল। পালি, প্রাকৃত ভাষা বলে বাংলায় এক সময়ে ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল তা বলতে গেলে অধিকাংশ তরুণ সমাজের কাছে অজানা। বাংলা ভাষার বর্তমান অবস্থা এখন বলতে গেলে কাহিল। স্বাধীন বাংলাদেশ গঠিত হওয়ার পর থেকে বাংলা ভাষার প্রচার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দ্রুত সম্প্রসারিত হতে থাকে। রাষ্ট্রপুঞ্জে বাংলাভাষায় বক্তব্য রাখতেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পশ্চিমবাংলায় বাংলা ভাষা চর্চা ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। একন ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার ফলে কলকাতায় বাংলার মাধ্যম স্কুলগুলি ধুঁকতে শুরু করে দিয়েছে। কলকাতার অধিকাংশ লোকেদের ছেলেমেয়েরা এখন ইংরেজি মাধ্যম

স্কুলে ছাত্র। তারা আর বাংলা মাধ্যম স্কুলে ভর্তি হচ্ছে না। ফলে বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলো শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় আট হাজারের বেশি বাংলা মাধ্যম স্কুল ওঠে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে। বহু স্কুল তুলে দিয়ে সেখানকার ছাত্রদের নিয়ে একটি স্কুল তৈরি করা হচ্ছে। তাহলে বাংলার মাধ্যমের প্রাথমিক স্কুলগুলি অবস্থা কোনখানে তা নিশ্চয় বাঙালিরা উপলব্ধি করছে। উপলব্ধি করতে পারলে কি হবে তার সমাধান করতে কেউই এগিয়ে আসছে না। সবাই চোখ খোলা রেখে বন্ধ করে বসে রয়েছে। যার ফলে বাংলাদেশের মতো বাঙালি সংস্কৃতি ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকবে। উগ্র জাতীয়তাবাদ এসে গ্রাস করবে বাংলাকে। দুই বাংলা কি তাহলে সেই দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে? কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ামে ভারতীয় সেনাদের বিজয় উৎসব নিশ্চয় পালিত হবে ১৬ ডিসেম্বর। সেই বিজয় উৎসবে বাংলাদেশের তরফ থেকে কোনও প্রতিনিধি যোগ দেবে কিনা তা এখনই বলা সম্ভব হচ্ছে না। তবে বর্তমান বাংলাদেশের যা অবস্থা তারা এখন নতুন করে ইতিহাস তৈরি করতে শুরু করেছে। জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান বলে কেউ ছিলেন না। বাংলাদেশ স্বাধীনলা লাভ করেছে নিজস্ব শক্তির জোরে। সেখানে ভারতীয় সেনাদের কোনও ভূমিকা ছিল না এটা অধিকাংশ ভারত বিরোধী জনগণ বলতে শুরু করেছে। ভারতকে তারা অবহেলা করতে শুরু করেছে। শেখ মুজিবুর রহমান ভারতীয় এজেন্ট ছিলেন। তিনি ভারতের সহযোগিতা নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশকে পরিচালিত করতেন এই রকম কথাও এখন শুনতে পাওয়া যায়। শেখ মুজিবুর রহমান মিউজিয়াম এর অস্তিত্ব থাকবে কিনা তা বোঝা খুবই মুশকিল। জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের নাম একন আর কেউ স্মরণ করছে না। সবাই তাঁকে ভুলে যেতে বসেছে। শেখ মুজিবুর রহমান নামে কোনও বাংলাদেশের কোনও ব্যক্তি ছিলেন তা আগামি দিনে হয়তো দেখতে পাওয়া যাবে না আর শোনা যাবে না। অথচ এই মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছিল। মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাসকে একেবারে পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। ভারতের সহযোগিতা নিয়ে যেস্বাধীন বাংলাদেশ তৈরি হয়েছিল তার অংশটাকে পাঠ্য পুস্তক থেকে বাদ করে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাঙালির সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এই রকম কোনও ব্যক্তির নাম বাংলাদেশে আর উচ্চারিত করা যাবে না। বাঙালি বর্জিত ব্যক্তিদের বাংলাদেশের রাজনীতির পাদ প্রদীপে নিয়ে আসার আয়োজন শুরু হয়েছে। আওয়ামি লিগ এর একনায়কতন্ত্র শাসন থেকে বাংলাদেশ কী করে গণ অভ্যুত্থান ঘটিয়ে নতুন বাংলাদেশ তৈরি করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছে তারই ইতিহাস পাঠ্য সূচীতে প্রবেশ করার প্রচেষ্টা চলছে। শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মত্যাগের কথাকে বর্তমান বাংলার অধিকাংশ নাগরিকেরা বুঝতে অস্বীকার করছে। তারা আর মুজিবুর রহমানের আদর্শে কান দিতে আগ্রহী নয়।

কলকাতার বেকার ছাত্রাবাসে তৈরি হয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমান মিউজিয়াম। এই বেকার হোস্টেল থেকেও মুজিবুর কলকাতায় পড়াশুনা করতেন। তিনি তখন কলকাতার মৌলানা া আজাদ কলেজের ছাত্র ছিলেন। মৌলানা আজাদ কলেজেও তাঁর একটি মর্মমূর্তি রয়েছে। আবার বাংলাদেশ হাই কমিশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কলকাতা পুরসভার উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল বেকার হোস্টেলে মুজিবুর রহমান মিউজিয়াম। সেই মিউজিয়ামের অবস্থা এখন কী রকম থাকবে তার আর কেউ বলতে পারছে না। তবে সবাই আশা প্রকাশ করছে যে বাংলাদেশ হাইকমিশন যদি এগিয়ে নাও আসে তাহলে মুজিবুর রহমানের জন্মদিন পালন করা হবে এবং সেদিন বাংলাদেশের জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হবে। তবে ভারতীয় সেনাদের বিজয় উৎসবে বাংলাদেশ হাইকমিশন থেকে কোনও আধিকারিকেরা আসেন কিনা তা দেখার অপেক্ষায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকেরা। বাংলাদেশের বর্তমান তদারকি সরকারের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ ইউনূসের হাতে কোনও ক্ষমতা নেই। তিনি এখন বলতে গেলে কাঠের পুতুল। বাংলাদেশের মৌলবাদী সংগঠনগুলির নেতারাই বাংলাদেশের প্রশাসনকে পরিচালিত করছে। তারা যা বলছে তাই মহম্মদ ইউনূস শুনছেন। ফলে জাতির জনক শেষ মুজিবুর রহমানকে জাতীয় জনক আর বলা হবে কিনা সেটাও এখন ভাবনার তালিকায় রয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান শাসন ব্যবস্থা যে দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে তাতে ধর্মনিরপেক্ষতা থাকবে কিনা তা বলাও সঠিক হবে না। কোন পথ ধরে বাংলাদেশ এগিয়ে চলবে তা এখনই কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারছে না। আওয়ামি লিগের কোনও রাজনৈতিক প্রভাব নেই। কেবল মাত্র তাদের অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষেরা আওয়ামি লিগকে পচ্ছন্দ করছে না। তার একটি মাত্র কারণ আওয়ামি লিগ বড্ড বেশি ধর্মনিরপেক্ষতার ওপরে জোর দিয়েছিল এবং বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে তৎপর হয়েছিল। ভারতের সঙ্গে মাখামাখি চলবে না। বাংলাদেশ এখন ভারত ব্যতিত অন্যান্য দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আবার ভারত ছাড়া বাংলাদেশ বাঁচতে পারবে না এবং তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে সেটা জানা সত্ত্বেও ভারত বিরোধিতা করেই চলেছে। বাংলাদেশ ভারতের বিদ্যুতের ওপরে নির্ভরশীল। ভারতের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ওপরে নির্ভরশীল সেই দেশ। ভারতের সঙ্গে যে সব চুক্তি হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের সেই সব চুক্তিকে সুরক্ষিত করতে বাংলাদেশের তদারকি সরকার ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের সচিবকে জ্ঞাত করেছে। বাংলাদেশের ভারত বিরোধিতা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে বর্তমান তদারকি সরকার। কিন্তু ভারত সব দিক দিয়ে তীক্ষ্ন নজর রাখতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের যে ছাত্র আন্দোলন হল তার পিছনে মৌলবাদী শক্তি রয়েছে সেটা পরিস্কার। এই মৌলবাদী শক্তিই বাংলাদেশ থেকে বাংলা ভাষা, বাংলা সংস্কৃতি এবং ভারত প্রীতি দূর করতে তৎপর। তারা ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ত্যাগ করে মৌলবাদী দেশ এবং সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছে। ধর্মনিরপেক্ষতাকে দূর করার চেষ্টা করছে। সংখ্যালঘুদের সেই দেশ থেকে এরেবারে বিতারিত করতে চেষ্টা করছে। বাংলাদেশে মুজিবুর রহমানের দর্শনকে একেবারে মুছে ফেলা হয়েছে। মুজিবুর রহমান বলে কোনও নেতা ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন আমলে তা এখন বলতে গেলে কারোর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় না। মুজিবুরের সব চিহ্ন বাংলাদেশ থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। বাংলাদেশের টাকার ওপরে যে মুজিবুরের ছবি রয়েছে তাও একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

সমাজ সংস্কার করতে গেলে বিজ্ঞান প্রয়োজন রাজনীতিতে সাহিত্য সংস্কৃতিতে বিজ্ঞান দরকার

রাজনীতিতে বিজ্ঞান দরকার। সাহিত্য সংস্কৃতিতে বিজ্ঞান দরকার। সমাজ সংস্কার করতে গেলে বিজ্ঞান প্রয়োজন। ধর্মকে আন্তরকিভাবে গ্রহণ করতে গেলে বিজ্ঞানের প্রয়োজন হতে পারে। মানব জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রয়োজন রয়েছে বিজ্ঞানের। সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়। তাঁরা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন বটে। কিন্তু সব সময়ে তাঁরা বিজ্ঞানকে সঙ্গে রেখে সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্তি হন। ভাবতে অবাক লাগে যে তাঁরা কোনও সময় বিজ্ঞান ছাড়া সাহিত্য রচনা করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। যখন বাংলায় চলছে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা। তবে এর বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল বিরুদ্ধ আন্দোলন। যুক্তি বিজ্ঞানের মাপকাঠির ওপরে বিচার করে সব কিছুকে মাপার চেষ্টা চলছিল। যুক্তি বিজ্ঞান দিয়ে সত্যকে খুঁজে বের করার উদ্যোগ গ্রহণ করে গিয়েছে। প্রার্থনার উপযোগী কতটা তা নিয়ে প্রশ্ন করেছিল হিন্দু হোস্টেলের ছাত্ররা অক্ষয় কুমার দত্তকে। অক্ষয় দত্ত তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কৃষক পরিশ্রম করে কি পায়? তারা এক বাক্যে বলেছিল-শস্য। এবার তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পরিশ্রমের সঙ্গে তারা যদি প্রার্থনা করে তাহলে কি পাবে? তারা সমস্বরে বলেছিল-শস্য। তখন তিনি বললেন, প্রার্থনা করার ফলে তারা বাড়তি কিছু পেল কি? ছাত্ররা বলে- না। তখন অক্ষয় দত্ত বলেন, তাহলে প্রার্থনার মূল্য শূন্য। এই দ্বার্থ্যহীন সিদ্ধান্ত শুনে ছাত্ররা একেবারে নিরব হয়ে গেল। তখন অক্ষয় কুমার বীজগণিতের সমীকরণ প্রণালী দিয়ে প্রার্থনা শক্তি যে কিছু নয় তা তিনি পরিস্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ছাত্রদের। আসলে ঈশ্বরে যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করতেন অক্ষয় কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর। ঈশ্বর বলে কোনও শক্তি রয়েছে তা ইনারা একপ্রকার অস্বীকার করতেন। ইঁনারা বলতেন মানুষের প্রবল ইচ্ছাই হচ্ছে ঈশ্বর। তার বাইরে আর কোনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। অক্ষয় কুমার দত্ত-এর জীবনীকার মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন-‘ এই ঘটনার দুই দিবস-পরে মেডিকেল কলেজের ডিমনস্ট্রেটর, বাবু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের সহিত অক্ষয়বাবুর সাক্ষাৎ হইলে, তিনি হাসিতে হাসিতে ইঁহাকে বলিলেন-,‘ আপনি ভালো এক সমীকরণ দিয়ে শহরটা তোলপাড় করে দিয়েছেন।’ অক্ষয়বাবু উত্তর করিলেন,‘বিশুদ্ধবুদ্ধি বিজ্ঞানবিৎ লোকের পক্ষে যাহা অতি বোধসুলভ, তাহা এদেশীয় লোকেদের নতুন বোধ হইল এটি বড়ো দুঃখের বিষয়।’ অক্ষয় কুমার দত্ত মেডিকেল কলজের ছাত্র ছিলেন। সেখানে তিনি অ্যানাটমি, জীববিজ্ঞান চর্চা করতে গিয়েছিলেন। ডাক্তার হওয়ার নেশা তাঁর ছিল না। ছিল মানব শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা খতিয়ে দেখা। মানব দেশের শরীর সম্পর্কে খুটিনাটি জানার আগ্রহতে তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। আসতে তাঁর প্রচণ্ড জানার নেশা তাকে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে নিয়ে গেছে। তিনি কোনও একটি বিষয়ে ওপরে নির্ভর করে কোনও সময়ে থাকতে পারেননি। সব বিষয়ে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে

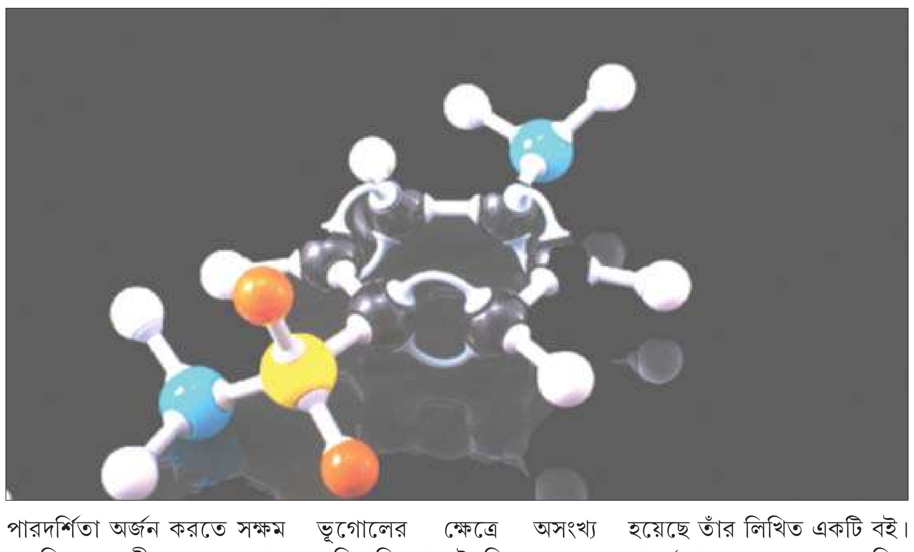

পারদর্শিতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গভীর রাতের বেলায় বাড়ির ছাদে বসে একটি খোগল যন্ত্র নিয়ে আকাশের গ্রহণ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। জ্যোর্তিবিজ্ঞান তাঁর প্রাণের বিষয়। সারা রাত জুড়ে মহাজাগতিক বিস্ময়ের যেসব ঘটনা ঘটে চলেছে সেব সবের সাক্ষী থাকলে গেলে রাত ছাড়া উপায় নেই। খগোল হল দূরবীন। পারিবারিক ভাষা হল দূরবীক্ষণ। তিনি শুধু ক্ষান্ত থাকেননি জ্যোর্তিবিজ্ঞান চর্চায়। তিনি সব বিজ্ঞানের সবক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করেছেন। সব বিজ্ঞানের দ্বারে দ্বারে ঘুরে আসল বিজ্ঞানের সন্ধান করে বেড়িয়েছেন। খুঁজতে চেষ্টা করেছেন বিজ্ঞানের আসল সত্যটা কোথার রয়েছে। আসল সত্যের সন্ধানে তিনি বিজ্ঞানের প্রতি কক্ষে সফর করেছেন। গভীর ভাবে পড়াশুনা করা থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোলের ক্ষেত্রে অসংখ্য পরিভাষিক শব্দ তৈরি করেছেন। যেমন- অনুবীক্ষণ, চুম্বক, জ্যোর্তিবিজ্ঞান, দাহ্য পদার্থ, জড়, তড়িৎ, পরিমিত, ধ্রুবতারা, অঙ্গার, বাষ্প, বজ্র, জোয়ার, রামধনু, সৌরজগৎ, মাধ্যাকর্ষন, গ্রহণ, সুমেরু, কুমেরু, মানমন্দির, জ্বালামুখী, আগ্নেয়গিরি। এগুলি নমুনা মাত্র। তালিকাটি আরও দীর্ঘ। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চাকে পথ দেখিয়েছিল এই সব পরিভাষা। এই পরিভাষা প্রকাশিত হতেই বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। অক্ষয় কুমার দত্ত বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা করার পথটা সুগম করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এই সব বিজ্ঞান পরিভাষা প্রস্তুত করে।

অক্ষয় কুমার দত্তের একটি বই এর জন্য স্কুলে আগুন ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল কিছু লোক। ঘটনাটি ঢাকার বিক্রমপুরের। ১৮৫১ সাল। সদ্য প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লিখিত একটি বই। নাম-‘বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার।’ বিক্রমপুরের কালীপাড়ার একদল ছাত্র বইটা পড়ে মুগ্ধ। প্রায় দেড়শো বছর আগে এই বইয়ে অক্ষয় কুমার লিখেছেন,-‘বিবাহের আগে হবু দম্পতি পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করে নেবে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের পার্থক্য যেন বেশি না থাকে। সংসারে নারী ও পুরুষের কর্তব্য ও দায়িত্ব সমান। যদি স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে এবং সমাধানের কোনও পথ খুঁজে না পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদ কাম্য।’ তোলপাড় হয়ে গেল সর্বত্র। কালীপাড়া স্কুলের কিছু ছাত্র সভা করে প্রতিজ্ঞা করে বসল। তারা একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করে লিখলেন-‘ আমরা এই পুস্তকে লিখিত বিবাহাদির নিয়মসকল অবলম্বন করিব।’ ধর্মান্ধ রক্ষণশীল মহলে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিল। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, স্কুল বাড়ীটি পুড়িয়ে দেবেন। তবে এই হুমকিতে ছাত্রদের প্রতিহত করা যায়নি। অনেকেই গৃহত্যাগী হয়েছিলেন সেদিন। অক্ষয় জীবনীকার মহেন্দ্রনাথ রায় লিখছেন তখন-‘উপস্থিত বৃত্তান্তটি সঞ্জীবনী-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হাওয়া যায়। তিনি ঐ সময়ে ঐ স্কুলে ছাত্র ছিলেন।’ দ্বারকানাথের উপরেও এর প্রভাব পড়েছিল। তাঁরা কুলীন ছিলেন, পরিবারের প্রায় সবাই বংশানুক্রমে চল্লিশ-পঞ্চাশটি করে বিবাহ করতেন। দ্বারকানাথ পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে জানিয়েছিলেন-‘আমি এক বই দুই বিবাহ করিব না।’ এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল গোটা কুলিন ব্রাহ্মণ সমাজ। তারা তাদের অধিকারকে বজায় রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ সমাজ রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থাকে পরিহার করে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা স্থাপন করতে আগ্রহী ছিল। তারা ঈশ্বর বেশি বিশ্বাস করতো না। রক্ষণশীল সমাজের ভাষায় তারা একেবারে নাস্তিক ছিল। যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করতে চাইতো।

ভিন রাজ্যের দিনমজুরি ছেড়ে শুটকি মাছ চাষ করে নতুন আয়ের পথ দেখাচ্ছে গ্রামের কয়েকটি পরিবার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ ভিন রাজ্যের দিনমজুরি ছেড়ে শুটকি মাছ চাষ করে গ্রামের অন্যান্য শ্রমিকদের নতুন আয়ের পথ দেখাচ্ছে পুরাতন মালদার যাত্রাডাঙ্গা গ্রামের কয়েকটি পরিবার। ইতিমধ্যে এই শুটকি মাছ প্রক্রিয়াকরণের পর শিলিগুড়ি, আসাম, সিকিমে রপ্তানি করার কাজও শুরু করেছেন সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবীরা। মাত্র ছয় মাস শুটকি চাষ করে সারা বছরের উপার্জন সেরে ফেলছেন চাষিরা বলেও দাবি করেছেন। ফলে বছরের বাকি ছয় মাস অন্য কাজ করে আরও বেশি রোজগার করার পথ বেছে নিয়েছে যাত্রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামের দিলীপ চৌধুরীর মতোন বেশ কয়েকটি মৎস্যজীবীর পরিবার। উল্লেখ্য , পুরাতন মালদা ব্লকের যাত্রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের বলদাহুরা গ্রামে কয়েকটি পরিবার শুটকি মাছ চাষ করে রীতিমতো সাবলম্বী হয়েছেন। গত এক দশক আগে ওই গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দা, দিলীপ চৌধুরীর হাত ধরেই শুরু হয়েছিল শুটকি মাছের চাষ। ধীরে ধীরে এই শুটকি উৎপাদনে আগ্রহ দেখিয়েছে বেশ কয়েকটি পরিবার। ফলে শুটকি চাষ করে মাসে মোটা টাকা উপার্জন করছেন বলদাহুরা গ্রামের প্রায় তিন চারটি পরিবার। শুটকি মাছ উৎপাদনকারী মৎস্যজীবী দিলীপ চৌধুরী বলেন, কালীপুজোর মরশুমের পর থেকেই শুরু হয় শুটকি চাষ। মূলত পুঁটি, চিংড়ি, চেলা, বেলে, রাইখোর নদীয়ালী ছোট মাছগুলিকে কাটাই বাছাই করার পরে রোদের তাপে তিন দিন শুকানো হয়। এরপর সেই মাছগুলিতে পরিমাণ মতো হলুদ, লবণ মাখিয়ে অতিরিক্ত আরো একদিন চাটাইয়ে বিছিয়ে রোদের তাপে শুকানো হয়। এরপর পাইকারেরা বস্তায় মজুত করে সেই শুটকিগুলি ভিন রাজ্যে নিয়ে যান। তিনি আরো জানান, এক কুইন্ট্যাল শুটকি মাছ দশ থেকে বারো হাজার টাকা দরে পাইকারদের কাছে বিক্রি হয়। প্রতি সপ্তাহে অন্তত কয়েক কুইন্ট্যাল শুটকি মাছ আমরা পাইকারদেরকে রপ্তানি করে থাকি, তবে বাজারে শুটকি মাছের বেশি আমদানি হয়ে গেলে অনেক সময় আমাদের লোকসান হয়। আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত এই শুটকি মাছের উৎপাদনের কাজ চলবে। আমরা যদি সরকারিভাবে কোনো আর্থিক সহযোগিতা পাই তবে ব্যবসা বাড়াবো এর ফলে ব্যবসায় লাভের অংকটাও বাড়বে।

প্রথম ট্রায়াল রান নোয়াপাড়া- জয়হিন্দ (বিমানবন্দর) ইয়েলো লাইন স্ট্রেচে

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ ইয়েলো লাইনের নোয়াপাড়া- জয়হিন্দ প্রসারিত প্রথম ট্রায়াল রান আজ অর্থাৎ ১৪.১২.২৪ তারিখে

সফলভাবে পরিচালিত হয়েছে। এই ট্রায়াল রানটি নোয়াপাড়া থেকে ১৬.২০ টায় রেক নং এমআর ৪০৭ দিয়ে শুরু হয়েছিল। শ্রী দেবীদর কুমার, প্রধান প্রকৌশলী নির্মাণ, মেট্রো রেল, মেট্রো রেলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং কর্মচারীরা এই ট্রায়াল রানে উপস্থিত ছিলেন। দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে রেক পৌঁছালে শ্রী কুমার পুজো দেন। এই ট্রায়াল রানের লক্ষ্য ছিল এই ৬.২৫-কিমি প্রসারিত সমস্ত প্যারামিটার প্রস্তুত এবং মেট্রো রেক নিরাপদে চলতে পারে কিনা তা পরীক্ষা করা। এই স্ট্রেচটি একবার চালু হলে কলকাতা এবং শহরতলির মানুষকে বিমানবন্দরে পৌঁছানোর জন্য একটি আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ হবে। এই প্রসারিত নোয়াপাড়া মেট্রো স্টেশনটি ব্লু লাইন এবং ইয়েলো লাইনের মধ্যে যাত্রী বিনিময় পয়েন্ট হবে।

জমিয়ে ব্যাটিং শুরু করল বাঙালি ঐতিহ্যের অন্যতম ব্যাটসম্যান জয়নগরের ঐতিহ্যপূর্ণ মোয়া

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৪ ডিসেম্বর ঃ রসিক বাঙালির শীতের আমেজের সাথে জড়িয়ে জয়নগরের মোয়ার আবেগ। বিভিন্ন সব্জির পাশাপাশি বাঙালির শীতের খাদ্যতালিকায় রয়েছে পিঠে, পুলি, পাটিসাপটা, নলেন গুড়ের রসগোল্লা, সন্দেশের মতো নানারকম মিষ্টি। তবে এসব মিষ্টির সঙ্গেই বাঙালির পাতে বড়ো জায়গা করে নিয়েছে, এই জয়নগরের মোয়া। তবে এই মোয়ার জন্মস্থান নিয়ে বহুকাল ধরেই রয়েছে নানা বিতর্ক। মোয়া বলতেই বাঙালি বোঝে জয়নগর। কিন্তু সত্যিই কি তার উৎপত্তিস্থল সেখানে? এর উত্তর পাওয়ার জন্য, জেনে নেওয়া প্রয়োজন জয়নগরের মোয়ার ইতিহাস! মোয়ার নামের আগে জয়নগরের নাম জড়িয়ে থাকলেও, এর আসল জন্মভূমি বহড়ু নামক গ্রাম। অর্থাৎ বলা যেতে পারে বহড়ু হলো, জয়নগরের মোয়ার আঁতুড়ঘর। 'রায়মঙ্গল' কাব্যে যে 'বহড়ু' নামের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়, তারই আজও বর্তমান নাম বহড়ু। এই গ্রামেই শৈশব কেটেছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের। গ্রামের জনৈক যামিনীবুড়ো এই মোয়ার জন্মদাতা হিসাবে পরিচিত। শোনা যায়, তিনি নিজের জমিতে কনকচূড় ধান ফলান। পরে সেই ধানের খই ও নলেন গুড় দিয়ে মোয়া তৈরি করে কোনও এক অনুষ্ঠানে তা পরিবেশন করেন। সেই অনুষ্ঠানেই খোদ হাজির ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি মোয়ার খুব সুখ্যাতি করেন। এরপরই লোকমুখে জনপ্রিয়তা লাভ করে বহড়ু থুড়ি জয়নগরের মোয়া। সুখ্যাতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই মোয়ার চাহিদা বাড়তে থাকে। ফলে মোয়া প্রস্তুতকারকদের ব্যবসায়িক উন্নতি ঘটতে থাকে। যামিনীবাবুর মোয়ায় খই ও নলেন গুড় ব্যতিত আর বিশেষ কিছু ছিলো না। এই মোয়াকেই পরবর্তীকালে নতুন রূপে ও স্বাদে প্রস্তুত করেন জনৈক পূর্ণচন্দ্র ঘোষ (বুঁচকি বাবু) ও নিত্যগোপাল সরকার। ১৯২৯ সালে তাঁরা বহড়ুতে একটি মোয়া তৈরির দোকান স্থাপন করেন। এইভাবেই যাত্রা শুরু হয় বীণাপাণি মিষ্টান্ন ভান্ডার ও শ্যামসুন্দর মিষ্টান্ন ভান্ডারের অধিকর্তা গণেশ দাস ও বাবলু ঘোষ বলেন সেইসময় প্রাচীন জনপদ বহড়ুতে কোনও বাজার না ছিল না। কাজেই মোয়া প্রস্তুতকারকদের তা বিক্রি করতে যেতে হতো জয়নগর হাটে। এর ফলেই, ক্রেতাদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে বহড়ুর পরিবর্তে জয়নগরের মোয়ার নাম। শীতের শুরুতে জমে উঠেছে জয়নগরের বহড়ু তে মোয়ার বাজার। শীতের বাউন্স ভরা পিচে জমিয়ে ব্যাটিং শুরু করল বাঙালি ঐতিহ্যের অন্যতম ব্যাটসম্যান জয়নগরের ঐতিহ্যপূর্ণ মোয়া। রসিক বাঙালির শীতের আমেজের সাথে জড়িয়ে জয়নগরের মোয়ার আবেগ। বিভিন্ন সবজির পাশাপাশি বাঙালির শীতের খাদ্যতালিকায় রয়েছে পিঠে, পুলি, পাটিসাপটা, নলেন গুড়ের রসগোল্লা, সন্দেশের মতো নানারকম মিষ্টি। তবে এসব মিষ্টির সঙ্গেই বাঙালির পাতে বড়ো জায়গা করে নিয়েছে, এই জয়নগরের মোয়া। তবে এই মোয়ার জন্মস্থান নিয়ে বহুকাল ধরেই রয়েছে নানা বিতর্ক। মোয়া বলতেই বাঙালি বোঝে জয়নগর। কিন্তু সত্যিই কি তার উৎপত্তিস্থল সেখানে? এর উত্তর পাওয়ার জন্য, জেনে নেওয়া প্রয়োজন জয়নগরের মোয়ার ইতিহাস! মোয়ার নামের আগে জয়নগরের নাম জড়িয়ে থাকলেও, এর আসল জন্মভূমি বহড়ু নামক গ্রাম। অর্থাৎ বলা যেতে পারে বহড়ু হলো, জয়নগরের মোয়ার আঁতুড়ঘর। 'রায়মঙ্গল' কাব্যে যে 'বহড়ু' নামের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়, তারই আজও বর্তমান নাম বহড়ু। এই গ্রামেই শৈশব কেটেছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের। গ্রামের জনৈক যামিনীবুড়ো এই মোয়ার জন্মদাতা হিসাবে পরিচিত। শোনা যায়, তিনি নিজের জমিতে কনকচূড় ধান ফলান। পরে সেই ধানের খই ও নলেন গুড় দিয়ে মোয়া তৈরি করে কোনও এক অনুষ্ঠানে তা পরিবেশন করেন। সেই অনুষ্ঠানেই খোদ হাজির ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি মোয়ার খুব সুখ্যাতি করেন। এরপরই লোকমুখে জনপ্রিয়তা লাভ করে বহড়ু থুড়ি জয়নগরের মোয়া। সুখ্যাতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই মোয়ার চাহিদা বাড়তে থাকে। ফলে মোয়া প্রস্তুতকারকদের ব্যবসায়িক উন্নতি ঘটতে থাকে। যামিনীবাবুর মোয়ায় খই ও নলেন গুড় ব্যতিত আর বিশেষ কিছু ছিলো না। এই মোয়াকেই পরবর্তীকালে নতুন রূপে ও স্বাদে প্রস্তুত করেন জনৈক পূর্ণচন্দ্র ঘোষ (বুঁচকি বাবু) ও নিত্যগোপাল সরকার। ১৯২৯ সালে তাঁরা বহড়ুতে একটি মোয়া তৈরির দোকান স্থাপন করেন। এইভাবেই যাত্রা শুরু হয় বীণাপাণি মিষ্টান্ন ভান্ডার ও শ্যামসুন্দর মিষ্টান্ন ভান্ডারের অধিকর্তা গণেশ দাস ও বাবলু ঘোষ বলেন সেইসময় প্রাচীন জনপদ বহরুতে কোনও বাজার না ছিল না। কাজেই মোয়া প্রস্তুতকারকদের তা বিক্রি করতে যেতে হতো জয়নগর হাটে। এর ফলেই, ক্রেতাদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে বহড়ুর পরিবর্তে জয়নগরের মোয়ার নাম। শীতের শুরুতে জমে উঠেছে জয়নগরের বহড়ুতে মোয়ার বাজার।

আবাসের তালিকায় ক্ষোভ, পঞ্চায়েত ভাঙচুর করে ঝোলানো হল তালা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৪ ডিসেম্বর ঃ আবাস যোজনার তালিকায় নাম নেই। বঞ্চনার অভিযোগ তুলে পঞ্চায়েত অফিসে বিক্ষোভ। গ্রামসভার মিটিং কার্যত হয়ে উঠল রণক্ষেত্র। পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিলেন বিক্ষুব্ধরা। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের দিনহাটার ওকরাবাড়ি অঞ্চলে। তুলকালাম পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আবাস যোজনার প্রাথমিক তালিকা ২০১৮ সালে তৈরি হয়েছিল। সেই তালিকায় ৫,৭০০ জনের নাম ছিল। শনিবার ওই পঞ্চায়েত অফিসে গ্রামসভার বৈঠকে আবাসের চূড়ান্ত একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। দেখা যায়, এই চূড়ান্ত তালিকায় মাত্র ৫৬৫ জনের নাম রয়েছে। বাকিরা বাদ পড়েছেন। তাতেই ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্যদের মধ্যে। বাকিদের নাম কেন তালিকায় নেই? আর কোনও তালিকা কি পরে প্রকাশ হবে? সেই প্রশ্ন উঠতে থাকে। কিন্তু আধিকারিকরা কোনও প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি। এর পরেই হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। পঞ্চায়েত অফিসের মধ্যেই তুমুল বিক্ষোভ, হাতাহাতি হতে থাকে। দেদার চেয়ার, টেবিল ভাঙা হয়। পরে পঞ্চায়েত অফিসে তালা মেরে দেয় বিক্ষোভকারীরা। আধিকারিকরা ভিতরে আটকে পড়েন। খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। বিক্ষোভকারীদের সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তালা খুলে আধিকারিকদের ভিতর থেকে উদ্ধার করা হয়। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়। দীর্ঘক্ষণ পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) সন্দীপ দত্ত জানান, অশান্তি হয়েছে। গ্রামসভার কাজ করা যায়নি। যারা যোগ্য, তাঁদেরই নাম এসেছে তালিকায়।

সরকারি জল প্রকল্পের পাম্প হাউসে চুরি, গ্রেপ্তার ৪

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৪ ডিসেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি, রায়না, খন্ডঘোষ, জামালপুর, ভাতার সহ একাধিক থানা এলাকায় গত দেড় মাস ধরে সরকারি জল প্রকল্পের (পিএইচই) পাম্প হাউসগুলিতে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। কে বা কারা রাতের অন্ধকারে পাম্প মেশিনের তামার কয়েল চুরি করছিল। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি পানীয় জল পৌঁছানো বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। এই ঘটনার তদন্তে নেমে বড়সড় সাফল্য পেল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ। এই চুরির সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করল তারা। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান বর্ধমান সদর দক্ষিন মহকুমার পুলিশ আধিকারিক অভিষেক মন্ডল। উপস্থিত ছিলেন মেমারি থানার ওসি প্রীতম বিশ্বাস সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। অভিষেকবাবু জানান, জেলার মেমারি, রায়না, খন্ডঘোষ, ভাতার সহ বিভিন্ন থানায় গত দেড় মাসে পিএইচই পাম্প হাউসে প্রায় ১০ টি চুরির ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় পূর্ব বর্ধমান জেলার পুলিশ সুপার সায়ক দাসের নেতৃত্বে ও নির্দেশে জেলা পুলিশ, এসওজি এবং সংশ্লিষ্ট থানার আধিকারিকদের নিয়ে একটি টিম গঠন করে তদন্তে নামে। সূত্র মারফত খবর পেয়ে ১২ ডিসেম্বর রাতে মেমারির ইচ্ছাপুর থেকে সজল মন্ডল নামে এক দুস্কৃতিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের বাড়ি রায়না থাকার শাঁকারি এলাকায়। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় পাম্প মেশিনে ব্যবহৃত প্রচুর তামার কয়েল ও চুরির কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম। ধৃতদের মধ্যে রায়নার শাঁকারি গ্রামের বাসিন্দা সোমনাথ বোস চুরির ঘটনায় জড়িত এবং অন্য দুই ধৃত মেমারি থানার ইছাপুরের বাসিন্দা আফজল সেখ ও মেমারি পৌরসভার ১১ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা সেখ তফিজুল তাদের চুরির সামগ্রী কিনে নিত। এই দুজন মূলতঃ ভাঙাচোরা লোহা লক্করের ব্যবসায়ী। পাম্প হাউসে চুরির ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সজল মন্ডলের নামে বিভিন্ন থানায় আগে থেকে ১৭ টি কেস রয়েছে এবং সোমনাথ বোসের নামে ৬ টি কেস রয়েছে বলে জানিয়েছেন সদর দক্ষিণ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ধৃতদের ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজত চেয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলা আদালতে পাঠায় মেমারি থানার পুলিশ। বিচারক তাদের ৮ দিনের পুলিশি হেফাজত মঞ্জুর করেন।

মহিলা চিকিৎসকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৪ ডিসেম্বর ঃ শনিবার কান্দিতে শোওয়ার ঘর থেকে এক মহিলা চিকিৎসকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল তাঁর পরিবার। মৃতার নাম পৌলমী বিজয়পুরী (৩১)। তিনি বহড়া গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক ছিলেন। পরিবারের দাবি, মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই চিকিৎসক। যদিও নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক পরিবারের কয়েক জন সদস্য এবং প্রতিবেশীর দাবি, পছন্দের পাত্রের সঙ্গে পরিবার বিয়ে দিতে রাজি ছিল না। সেখান থেকেও চরম পদক্ষেপ করে থাকতে পারেন চিকিৎসক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। নিজের বাড়ি থেকেই তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার। গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় মুর্শিদাবাদের কান্দি থানার বহড়া গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, আত্মহত্যা করেছেন তিনি। কী কারণে চরম সিদ্ধান্ত, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। কান্দির এক স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান, ২ বছর আগে দন্ত চিকিৎসক হিসাবে বহড়া গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগ দেন পৌলমী। খুবই সাদাসিধে এবং মিষ্টভাষী ছিলেন তিনি। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তা বুঝতে পারছেন না তিনি। অপরদিকে, পৌলমীর প্রতিবেশীরা জানান, লেখাপড়ায় খুবই ভালো ছিলেন ওই তরুণী। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অনেক নম্বর পেয়ে পাশ করেন তিনি। প্রথম থেকেই ডাক্তার হয়ে গ্রামবাসীদের সেবা করার ইচ্ছা ছিল তাঁর। আর হয়েছিলও সেটাই। তবে আচমকা কেন আত্মহননের পথ বেছে নিলেন পৌলমী, তা স্পষ্ট নয়। কান্দি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

গ্রামের রাস্তা বন্ধ করে পেট্রোল পাম্প তৈরি, বাসিন্দা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল

দুরন্ত বার্তা, নিমতৌড়ি, ১৪ ডিসেম্বর ঃ কলকাতা নিমতৌড়িতে অবস্থিত জেলাশাসকের দপ্তর থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরত্বে ইড়খা গ্রামে কয়েকমাস ধরে এমন অচলাবস্থা চলছে, গ্রামবাসীদের অভিযোগ ইড়খা গ্রামে জাতীয় সড়কের ধারেই একটি পেট্রোল পাম্প তৈরি হচ্ছে। পাম্প কর্তৃপক্ষ গ্রামের একমাত্র রাস্তা অবরোধ করে পেট্রোল পাম্প তৈরি করছে। এমনকি জল নিকাশির খাল মাটি ফেলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এদিকে খাল বন্ধ করে দেওয়ার ফলে কয়েক বিঘা জমিতে জল নিকাশি হচ্ছে না। পাকা ধান জলে পড়ে রয়েছে। সকাল থেকে এমন ঘটনা দেখতে পেয়ে গ্রামের বাসিন্দারা প্রতিবাদ জানান। তবে পেট্রোল পাম্প কর্তৃপক্ষ কর্নপাত করেনি। গ্রামবাসীরা নিজেদের রাস্তা বাঁশ দিয়ে ঘিরে দেয়। অভিযোগ পুলিশকে জানানো হলেও পুলিশ ঘটনায় নীরব থেকেছে। বরং পুলিশ ঘিরে দেওয়ার বাঁশ খুলে পাম্প কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করে। ফলে কয়েকশো গ্রামবাসী ১১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভ হঠাতে বিশাল পুলিশ বাহিনী উপস্থিত হয়। তবে গ্রামের মহিলারা রুখে দাঁড়ায় পুলিশের সামনে। এই ঘটনায় এক গ্রামবাসী বলেন গ্রামের থেকে জাতীয় সড়ক সংযোগের একমাত্র পথ অবরুদ্ধ করে পেট্রোল পাম্প তৈরি চলছে। পুলিশে অভিযোগ জানানো হলেও কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ হয়নি। বরং পুলিশ পেট্রোল পাম্প কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করছে। এই ঘটনায় পাম্প কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করা হলেও তারা কিছু বলতে চায়নি।

দেড় কেজি ওজনের বিদেশি সোনার বাট সহ দুজন গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর ঃ দেড় কেজি ওজনের বিদেশি সোনার বাট সহ দুজনকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তর। বাংলাদেশের সীমানা পার করে জেটমোহন বসাক (২৮) ও মহেশ চৌধুরী (৪৫) এই দুজন ১৩ টি সোনার বাট নিয়ে কোচবিহার থেকে বিহারের কিশানগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে ধূপগুড়ি টোলগেট এর কাছে কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তরের হাতে ধরা পরে। আইন মতে ওই দুই ব্যক্তিকে শনিবার শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়। সরকারি পক্ষের আইনজীবী রতন বনিক জানান, গাড়ির ইয়ার ফিল্টার বক্সে রাখা ছিল সোনার বাট গুলো। ১ কেজি ৫০০.১৪ গ্রামের সোনার বাজার মূল্য আনুমানিক ১ কোটি ১৮ লক্ষ ৮১ হাজার ১৫৩ টাকা।

বাংলাদেশীদের জন্য আলিপুরদুয়ারে বন্ধ হলো হোটেল পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৪ ডিসেম্বর ঃ জাতীয় পতাকার অপমান, হিন্দুদের ওপর অত্যাচার, এবার বাংলাদেশিদের জন্য বন্ধ আলিপুরদুয়ার হোটেলের দরজা। জেলা পুলিশ, প্রশাসনের কাছেও এই

বিষয়ে চিঠি দিতে চলেছে আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট হোটেল অ্যান্ড রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং আলিপুরদুয়ার টাউন হোটেল ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। শিলিগুড়ি এবং মালদার পর এবার বাংলাদেশিদের জন্য বন্ধ হল আলিপুরদুয়ার এর সমস্ত হোটেলের দরজা। গত কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশ উত্তপ্ত। ভারত - এর সম্পর্কে একের পর এক নানান মন্তব্য করছে বাংলাদেশ। ভারতের জাতীয় পতাকা অবমাননাও করতে দেখা গেছে। সেই সব সামনে রেখেই আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট হোটেল অ্যান্ড রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা যায় উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলা পর্যটনেও।

লোকালয়ে ঢুকে পড়ল হাতির দল, আতঙ্কিত এলাকাবাসী

দুরন্ত বার্তা, ধূপগুড়ি , ১৪ ডিসেম্বর ঃ শুক্রবার গভীর রাতে ধূপগুড়ি ব্লকের গাদং এক ও গাদং দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজিপাড়া ও বারহালিয়া এলাকায় ঢুকে পড়ে প্রায় ১৫-২০ টি হাতির একটি দল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ডুডুয়া নদী পেরিয়ে হাতির দলটি এপারে এসে বেশকিছু কৃষি জমির উপর দিয়ে গিয়ে ফের ডুডুয়া নদী পেরিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলার মালসাগাও এলাকায় ঢুকে পড়ে। আলিপুরদুয়ার জেলার মালসাগাও, প্রমোদনগর, নোটাহারা, গুয়াবরনগর এলাকাতেও বেশ কিছু কৃষিজ ফসলের ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। পরবর্তীতে হাতির দলটি ধূলাগাও হয়ে তাসাটি চা বাগান দিয়ে দলগাঁও জঙ্গলের দিকে গেছে বলে জানা গেছে। এদিকে একসাথে ১৫-২০ হাতির দল যাওয়ায় আলু সহ বেশকিছু কৃষিজ ফসলের ক্ষতিও হয়েছে। এদিকে বারহালিয়া এলাকায় এভাবে একসাথে ১৫-২০ হাতির দল আসায় রীতিমতো আতঙ্কিত এলাকাবাসী । স্থানীয় বাসিন্দারা জানান অনেকদিন আগে দুইবার একটি করে হাতি এসেছিল। তবে এভাবে দল বেঁধে আসেনি। সকালবেলা হাতির দলটি যখন ফিরে যায় তখন সামনাসামনি কেউ পড়লে প্রাণহানি ঘটতে পারতো বলেও অনেকের দাবি। অন্যদিকে সকাল থেকে হাতির দলের পায়ের ছাপ দেখতে অনেকেই সেই এলাকায় ভিড় জমান। দেখা যায় লোকালয়ের পাশ দিয়ে আলু ক্ষেতের উপর দিয়ে হাতির দলটি গেছে। অনুমান করা হচ্ছে সোনাখালি জঙ্গল থেকে হাতির দলটি এসেছে।

ইস্তানবুলে আটকে পড়া যাত্রীদের ফিরিয়ে আনতে দুটি বিমান পাঠাচ্ছে ইন্ডিগো

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর ঃ তুরস্কের রাজধানী ইস্তানবুলে আটকে পড়া যাত্রীদের ফিরিয়ে আনতে দুটি বিমান পাঠাচ্ছে ইন্ডিগো। শুক্রবার ইস্তানবুল থেকে দিল্লির বিমান বাতিল করা হয়েছিল। ইস্তানবুল বিমানবন্দরে ২৪ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে ইন্ডিগোর কয়েকশো যাত্রী আটকে পড়েছিলেন। শনিবার এক বিবৃতিতে বিমান সংস্থা বলেছে, যাত্রীদের গন্তব্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিকল্প বিমানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিবৃতিতে এও বলা হয়েছে যে, যাত্রীদের অসুবিধার জন্য তাঁরা দুঃখিত। উল্লেখ্য, দিল্লি ও মুম্বই আসার আগে তুরস্কের ইস্তানবুল এয়ারপোর্টে আটকে পড়েন প্রায় ৪০০ জন ভারতীয়। ইন্ডিগো তেমন কোনও সহায়তা করছে না বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগরে দেন যাত্রীদের একাংশ। সমস্যার শুরু হয.১২ ডিসেম্বর রাত ৮.১০-এ। ইস্তানবুল থেকে একটি ইন্ডিগোর ফ্লাইট দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটি রাত ৮.১০-এর পরিবর্তে পরেরদিন অর্থাৎ ১৩ ডিসেম্বর দুপুর দেড়টায় ছাড়বে বলে ঘোষণা করা হয়। অভিযোগ, তা জানানোর পর ইন্ডিগোর কোনও কর্মী যাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। এরপরে ইস্তানবুল থেকে মুম্বইগামী একটি বিমান ১২ ডিসেম্বর রাত ৮.১৫-তে ছাড়ার কথা থাকলেও প্রথমে বলা হয় সেটি রাত ১১টায় যাত্রা শুরু করবে। কিন্তু পরে ঘোষণা করা হয় পরের দিন অর্থাৎ ১৩ তারিখ সকাল ১০টায় তা উড়বে। ফলে বিমানবন্দরে প্রায় ৪০০ জন যাত্রী আটকে পড়েন। অভিযোগ ওঠে, ইন্ডিগো কর্তৃপক্ষ কোনও সহায়তা করেনি। যোগাযোগ পর্যন্ত ঠিক মতো করা হয়নি।

জঙ্গলে ডাকাতির মূলচক্রীকে গ্রেফতার করল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৪ ডিসেম্বর ঃ বিষ্ণুপুরের জঙ্গলে ডাকাতির ঘটনায় মূলচক্রীকে শুক্রবার গভীর রাতে গ্রেফতার করল বিষ্ণুপুর ও তালড্যাংরা থানার পুলিশ। তার কাছ থেকে একটি ওয়ান শাটার আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযোগ, জঙ্গলের রাস্তায় গাছ ফেলে কনেযাত্রীর বাস ও লরি আটকে ডাকাতি করেছিল ধৃত ব্যক্তি। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের নাম মুজিবুর খান। গড়বেতা থানার ছোট আঙারিয়ার বাসিন্দা। চক্রের দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে গাছ কেটে পাচার করত। কখনও সেই গাছ রাস্তায় ফেলে গাড়ি আটকে লুটপাটও চালাত। ডাকাতির ঘটনায় ১ ডিসেম্বর ওন্দা থানার অন্তর্গত পুনিশোল কংসাবতী ক্যানালের পাড় সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় সাদেক খানকে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে এই ঘটনায় আরও চারজন যুক্ত। জানা যায়, ডাকাতির মাথা ছিল মুজিবুর খান। বাকি তিনজনের খোঁজ শুরু করে পুলিশ। তিন অভিযুক্তকেও চিহ্নিতও করে তারা। এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার মকসুদ হাসান বলেন, গত ৩০ নভেম্বর গভীর রাতে আমরা খবর পাই, বিষ্ণুপুরের ঢ্যাঙাসোলের জঙ্গলের রাস্তায় গাছ ফেলে কিছু দুষ্কৃতী শালতোড়া থেকে আসা কনেযাত্রীর বাস আটকায়। মোট ৫ জন দুষ্কৃতী বাসের যাত্রীদের কাছ থেকে নগদ কয়েক হাজার টাকা ও মহিলাদের সোনার গয়না ছিনতাই করে। এরপর আরও একটি লরি আটকে ৩৫ হাজার টাকা ছিনতাই করে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুরের এসডিপিও, বিষ্ণুপুর ও তালড্যাংরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।

বিমা সংস্থাকে আড়াই কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দুর্গাপুর লোক আদালতের

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৪ ডিসেম্বর ঃ গাড়ি দুর্ঘটনায় ভারতে সর্বোচ্চ অঙ্কের ক্ষতিপূরণ। বিমা সংস্থাকে ২.৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের ঘোষণা দুর্গাপুর লোক আদালতের। ২০১২ সালের ১৭ জানুয়ারি ওড়িশার ধ্যানকানাল জেলার বালিমি থানার ৫৫ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা হয়। দুর্গাপুরের বাসিন্দা আশিসকুমার বড়াল ওই পথ দুর্ঘটনায় মারা যান। ঘটনায় ঘাতক গাড়ির বিমা সংস্থার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করেন মৃতের স্ত্রী সুশ্বেতা বড়াল, মা শিখারানি বড়াল, বাবা অনন্তকুমার বড়াল। আশিসবাবু ওড়িশার বেসরকারি লৌহ ইস্পাত কারখানার প্রজেক্ট ম্যানেজার পদে কাজ করতেন। ঘটনার দিন তিনি কোম্পানির কাজে গিয়েছিলেন। কাজ সেরে কোম্পানির গাড়ি করেই তিনি অন্যদের সঙ্গে ফিরছিলেন। পথে ওই দুর্ঘটনায় মৃত্যু। সেই ঘটনার ভিত্তিতে মামলা হয়। মামলার নিস্পত্তির আগেই আশিসবাবুর বাবা বার্ধক্যজনিত কারণে মারা যান। ভবিষ্যতে আরও বেশি সময় লাগতে পারে মামলার শুনানিতে। সেই অনুমান করে বাদি-বিবাদি পক্ষের সম্মতিতে দুর্গাপুর মহকুমা বিচারক রফিক আলম সাহেবকে নিয়ে জাতীয় লোক আদালত গঠিত হয়েছিল। সেই বেঞ্চ শনিবার এই রায় দেন। আগামী একমাসের মধ্যে এই আড়াই কোটি টাকা দিতে হবে। অনাদায়ে ৬ শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে। সেই আদেশও দিয়েছে আদালত। আশিসবাবুর পরিবারের আইনজীবী আয়ুব আনসারি বলেন, এক সময় মামলায় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করতে না পারায় খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে যাই। কিন্তু আরটিআই করে শেষমেশ মামলার জট খোলে। আদালতের সাহায্য নিয়ে বিমা সংস্থার কাছে দরবার করে লোক আদালতের মাধ্যমে মামলার নিস্পত্তি হয়।

WATER SYPPLY DEPARTMENT
THE KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION
5, S. N. BANNERJEE ROAD, KOLKATA-700 013
NOTICE
Re: Complete shutdown of the IGWTP - Tallah Pumping Station system on 16.12.2024, 9:00a.m. to 17.12.2024, 6:00 a.m.
“Filtered water supply will be temporarily stopped at IGWTP (Palta Water Works) from 9:00 a.m. on 16 December to 6:00 a.m. on 17th December, 2024 for installation and repair of higher diameter valves, electro- mechanical drives, H.T. pumps, High voltage motors/ electrical appliances, leakage repairing work on higher diameter pipelines and various maintenance works. Some major maintenance works will also be undertaken at Tallah Pumping Station as also in the downstream end of Tallah Pumping Station. Supply of filtered water from Tallah Pumping Station will not be available from 9:00 a.m. on 16th December to 6:00 a.m. on 17th December, 2024. Thus filtered water supply will remain suspended in Borough-I to Borough-VII and part of Borough VIII including Kasba during that time. Usual supply will resume on 17th December, 2024, from 6:00 am.“Inconvenience caused is regretted.

Raghunathpur Gram Panchayat
P.O- Baga, Dist- Bankura
The Pradhan, Raghunathpur Gram Panchayat hereby invites sealed e- Tender from the resourceful and experienced biddersfor the execution of work(s) of the following **e-NITs, e-NIT No. 06/2024-25 & e-NIT No. 07/ 2024-25 Dated:12/12/2024**. All information available **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan Raghunathpur Gram Panchayat

পান্ডুতে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ ৩৭ অফ ২০২৪; তারিখ ঃ ১১-১২-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নং.ঃ** ডিইএনজিএইচওয়াই-২৯-২০২৪; **কাজের নাম ঃ** পান্ডুতে: ডেপুটি সিএমএম/পান্ডুর অফিস কমপ্লেক্স: (ক) রাস্তাঘাট ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার নির্মাণ ও মেরামত। (খ) ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্লোরিং, ফলস সিলিং র‍্যাকিং সিস্টেম ইত্যাদির ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন ওয়ার্ড/ গোডাউনের জীর্ণ/ফুটো ছাদের (সিজিআই /এসি শিট) প্রতিস্থাপন। (গ) স্ক্র্যাপ বিন নির্মাণ, স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড উন্নয়ন সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক উন্নয়ন কাজ (পুনরায় টেন্ডার)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬,৮৮,২৯,১৩১.৭০/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৪,৯৪,২০০/- টাকা; **টেন্ডার নং.ঃ** ডিইএনজিএইচওয়াই-৩০-২০২৪; **কাজের নাম ঃ** পান্ডু ইস্টে - জল পরিশোধন এবং সরবরাহ সুবিধার বৃদ্ধি (পুনরায় টেন্ডার)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৩০,০৬,৯১৯.৯৭/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ২,৬৫,০০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার **বন্ধের তারিখ ও সময় ০৩-০১-২০২৫ তারিখে ১৩:০০** ঘণ্টায়। বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন।
ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/গুয়াহাটি, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার মণ্ডলে ফরমেশন এবং পি.ওয়ে কাজ
ই-টেণ্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি. /৫৩ অফ ২০২৪ তারিখঃ ১২-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** রাণীনগর জলপাইগুড়ি-কিশনগঞ্জ এবং রাণীনগর জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ি-ট্র্যাক মেশিন সাইডিং এবং সুবিধার ব্যবস্থা- ক্রমে ৩ এবং ১ টি (ফরমেশন কাজ এবং পি.ওয়ে কাজ)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২,৮৬,১৭,১৭২.৩১/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৯৩,১০০/- টাকা। **টেণ্ডার সংখ্যা. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** হাটওয়ার-হলদিবাড়ি এবং শিলিগুড়ি জংশন-আলুয়াবাড়ি রোড-নতুন আরজিএম সাইডিঙের ব্যবস্থা করা- ক্রমে ৪ এবং ১ টি (ফরমেশন কাজ এবং পি.ওয়ে কাজ)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৩,৮১,৪৭,৯৭২.৫৩/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,৪০,৭০০/- টাকা। **টেণ্ডার সংখ্যা. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** জোন নং. ৭ (বি) এঃ স্টাফ কোয়ার্টার, সেবা ভবন, নর্দমা আদির মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণঃ এসএসই/ ডব্লিউ/কুর্শিয়াঙের অধীনে ০১-০৭-২০২৪ থেকে এবং পি.ই ৩০-০৬-২০২৬ পর্যন্ত মহানদীর ৪২/০ কিলোমিটার থেকে (ছাড়া) দার্জিলিঙের ৭৯/৬ কিলোমিটার পর্যন্ত (অন্তর্ভুক্তিরে) এলেকাস্থিত সমগ্র সম্পদের সমস্ত কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৩৮,৮১,২৭৮.৬১/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,১৯,৪০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৯-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ০৯-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ অহা ০৯-০১-২০২৫ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
“প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়”

খাওয়া-দাওয়া

শীতের পিঠার রেসিপি দেখুন

উপকরণঃ সেদ্ধ চাল ১ কাপ, কোরানো নারকেল ১ কাপ, দুধ ১ লিটার, এলাচিগুঁড়া সামান্য, জায়ফলগুঁড়া সামান্য, খেজুরের গুড় ৩ টেবিল চামচ।

প্রণালিঃ চাল দুই থেকে তিন ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে জল ঝরিয়ে নিন। এবার শুকনা করে চাল গুঁড়া করে নিতে হবে। আধা কাপ জলেতে চালের গুঁড়া দিয়ে কাই করে নিন। ভালো করে মথে সেটা ১৬ ভাগ করে নিতে হবে। প্রতি ভাগ কাই থেকে একটা করে ছোট রুটি বেলে হাত দিয়ে চেপে পাতলা করে নিন।

ভেতরে নারকেলের পুর দিয়ে পুলি পিঠা তৈরি করুন। এভাবে সব কটি পিঠা বানান। দুধ ভালো করে ফুটিয়ে নিন। দুধ ফুটে উঠলে এলাচি ও জায়ফলগুঁড়া দিতে হবে। তিন থেকে চার মিনিট ধীরে ধীরে ফোটাতে হবে। এবার তাতে খেজুরের গুড় দিন।

একটি পাত্রে পুলি পিঠাগুলো নিন। চুলা বন্ধ করে সঙ্গে সঙ্গে পুলি পিঠার ওপর দুধের মিশ্রণটি ঢেলে দিন।

মুরগির মাংস খেলেও ওজন বাড়তে পারে

ওজন কমাতে সাধারণত শর্করাজাতীয় ও তেল-চর্বিরযুক্ত খাবার কম খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়, তা ছাড়া লাল মাংসও এড়িয়ে চলতে বলা হয়। ধারণা করা হয়, মুরগির মাংস স্বাস্থ্যকর, ফলে মুরগি খেলে ওজন বাড়ে না। আদতে কি ধারণাটি ঠিক? নাকি মুরগির মাংস খেলেও ওজন বাড়তে পারে? পর্যাপ্ত আমিষজাতীয় খাবার খেলে চট করে আপনার ক্ষুধা পাবে না। এর ফলে শর্করাজাতীয় খাবার এবং অন্যান্য উচ্চ ক্যালরি সম্পন্ন খাবারের পরিমাণ কমানোটা আপনার জন্য সহজ হবে। অর্থাৎ আপনি ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন।

তবে এই মাংসের সঙ্গে যদি চর্বি থাকে, তাহলেই মুশকিল। চর্বি গ্রহণ করার অর্থই হলো, আপনি বাড়তি ক্যালরি গ্রহণ করছেন। তার মানে, আপনার ওজন বাড়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে। তাই মাংস খেলে এর চর্বির পরিমাণটা অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।

মুরগির কোন অংশে চর্বি থাকে?

ব্রয়লার মুরগিতে চর্বির পরিমাণ বেশি থাকে। মাঝারি আকারের দু-তিনটি টুকরাতেই পঞ্চাশ থেকে এক শ গ্রাম চর্বি থাকতে পারে। ব্রয়লার মুরগির দেহের বিভিন্ন অংশে চর্বি থাকে। কাটার সময় বা কাটার পর মুরগির রান, থান বা বুকের অংশের পাশ দিয়ে লেগে থাকা চর্বি দেখতে পাবেন।

কোনো অংশই পুরোপুরি 'চর্বিমুক্ত' নয়। আর মুরগির চামড়াও কিন্তু চর্বির উৎস। তাই মুরগির চামড়া খাওয়া যাবে না। সুস্থ থাকার জন্য উদ্ভিজ্জ উৎস থেকেই অধিকাংশ খাবার গ্রহণ করা উচিত। যেসব খাদ্যাভ্যাস বৈজ্ঞানিকভাবেই 'স্বাস্থ্যকর' হিসেবে স্বীকৃত, সেগুলোতে উদ্ভিজ্জ উপাদানই বেশি প্রাধান্য পায়। প্রাণিজ আমিষ হিসেবে যদি ব্রয়লার মুরগি খেতে চান, তাহলেও ক্ষতি নেই। তবে মুরগি টুকরা করার সময় চর্বি ফেলে দিন। ছোট ছোট টুকরা করে ব্রয়লার মুরগি দিয়ে স্বাস্থ্যকর কোনো পদ রান্না করতে পারেন।

রান্নার পদ্ধতিটা গুরুত্বপূর্ণ

এমন পদ রান্না করুন, যাতে তেলের প্রয়োজন হয় খুব কম। ডিপ ফ্রাইজাতীয় পদ না খেয়ে বরং সেদ্ধ মাংস, চীনাবাদাম, কাঠবাদাম, কাজুবাদাম আর বিভিন্ন রকম সবজি দিয়ে সালাদ তৈরি করে খেতে পারেন।

হালকা নাশতার পদ হিসেবে মুরগির স্যুপ খেতে পারেন। তবে স্যুপ তৈরি শুরুর আগেও চর্বি ফেলে দিতে হবে এবং 'ক্লিয়ার' স্যুপ তৈরি করতে হবে। অর্থাৎ স্যুপে কর্নফ্লাওয়ার জাতীয় উপকরণ মেশানো যাবে না।

ভাত বা রুটির সঙ্গে খাওয়ার জন্য মুরগির ঝোলজাতীয় পদ রান্না করলেও তাতে কম তেল ব্যবহার করুন।

মাংস রান্নার সময় অনেকে আলু দিয়ে থাকেন। মনে রাখতে হবে, আলু শর্করাজাতীয় খাবার। তাই আলু খেলে কিন্তু ভাত-রুটির পরিমাণ কমিয়ে ফেলতে হবে অবশ্যই। নইলে ওজন বাড়তে পারে।

মেয়নেজ, মাখন বা ঘি ব্যবহার করে যেসব পদ তৈরি করা হয়, সেগুলোও খাবেন না। উৎসব-আয়োজনে রোস্ট, মোরগ-পোলাও বা চিকেন বিরিয়ানির পরিবর্তে গ্রিল করা মুরগি খেতে পারেন।

মুরগির পদ তৈরির সময় টোস্টের গুঁড়া দিলেও সেই পদে ক্যালরির পরিমাণ বেড়ে যাবে। যেকোনো পদের সঙ্গে কেচাপ বা সসজাতীয় উপকরণ যোগ করা থেকে বিরত থাকুন।

আপনি নকশি পিঠায় নকশা করবেন

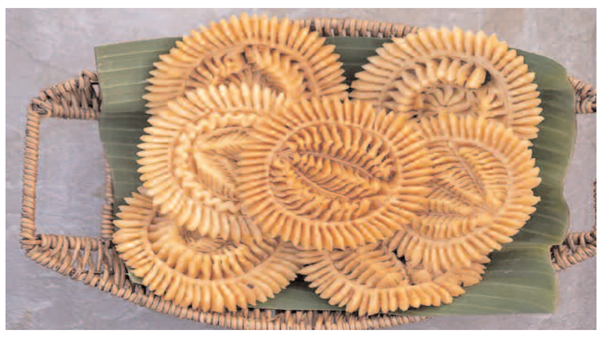

উপকরণঃ চালের গুঁড়া ২ কাপ, জল দেড় কাপ, লবণ স্বাদমতো।

শিরার জন্যঃ চিনি ২ কাপ, জল ২ কাপ, এলাচি ২টি, দারুচিনি ২ টুকরা।

প্রণালিঃ পিঠার জন্য জল ফুটিয়ে নিন। এরপর লবণ ও চালের গুঁড়া দিয়ে মাঝারি আঁচে এক মিনিট ঢেকে রাখুন। কাই ভালো করে মথে এরপর তিন থেকে চার ভাগ করে নিন। আধা ইঞ্চি করে গোল আকারে বেলে নিন। এটার কিনার ধরে চারদিকে ছুরি বা খেজুরের কাঁটা দিয়ে চোখা করে কেটে নিন। পিঠার ওপরেও মোটা সুই বা খেজুরের কাঁটা দিয়ে নকশা আঁকুন। নকশার ওপর খেজুরের কাঁটা ঢুকিয়ে সামান্য ওপর দিকে ঠেলে দিন। এতে কিছুটা ফাঁকা হয়ে নকশা আরও ফুটে উঠবে। এসব পিঠা দুই থেকে তিন ঘণ্টা বাতাসে খোলা অবস্থায় রাখুন। তেল গরম করে মৃদু আঁচে পিঠা হালকা ভেজে নিন। পরিবেশনের আগে জল দিয়ে চিনির শিরা তৈরি করুন। শিরার মধ্যে এলাচি, দারুচিনি দিয়ে কিছুক্ষণ মৃদু আঁচে রেখে দিন। তুলে পরিবেশন করুন।

দুধের ক্ষীর দিয়ে ভাপা পিঠা

উপকরণঃ সেদ্ধ চালের গুঁড়া ৪ কাপ, কোরানো নারকেল আধা কাপ, খেজুরের গুড় ৩০০-৪০০ গ্রাম, জল আধা কাপ, দুধের ক্ষীর ১ কাপ, লবণ স্বাদমতো।

প্রণালিঃ সেদ্ধ চালের গুঁড়া মিহি চালনিতে চেলে নিন। চালের গুঁড়ায় জল এমন আন্দাজে ছিটাতে হবে যেন ভেজা মনে হয় অথচ দলা না বাঁধে। জল মেশানোর পর লবণ মেখে চালের গুঁড়া আবার চেলে নিতে হবে। একটি বড় হাঁড়ির মুখে পাতলা কাপড় বেঁধে নিতে হবে। হাঁড়িতে জল দিয়ে চুলায় বসান। ওপরে মাপমতো ঢাকনা দিন। পিঠার জন্য দুটি ছোট ছোট বাটি নিতে হবে। একটি বাটিতে অল্প পরিমাণে চালের গুঁড়া দিন। তার মধ্যে কিছুটা নারকেল ও গুড় দিতে হবে। তার ওপরে আবার চালের গুঁড়া দিয়ে সমান করে নিন। এবার ওপরে কিছুটা দুধের ক্ষীর দিন। পাতলা ভেজা কাপড় দিয়ে পিঠার বাটিটি ঢেকে দিন। বাটিটি কাপড়সহ উল্টে নিয়ে ফুটন্ত জলের ওপরে রাখা ঢাকনার ওপর রাখুন। তারপর বাটি তুলে ফেলুন আলতো করে। কাপড় দিয়ে পিঠাটা ঢেকে দিন। ওপরে ঢাকনা দিন। দুই থেকে তিন মিনিট পর ঢাকনা সরিয়ে ফেলুন। এরপর কাপড়সহ পিঠা তুলে নিন। মাঝের সময়টিতে ছোট আরেকটি বাটি তৈরি করে রাখতে পারেন চালের গুঁড়া আর গুড় দিয়ে। একটি তুলেই আরেকটি বসিয়ে দিন।

ভোট দিলেন পার্লামেন্ট সদস্যরা

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওলকে অভিশংসনের পক্ষে ভোট দিয়েছেন দেশটির পার্লামেন্ট সদস্যরা। শনিবার ইওলের অভিশংসন চেয়ে পার্লামেন্টে আয়োজিত ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অভিশংসনের পক্ষে সমর্থন করেছে। একে 'জনগণের জয়' হিসেবে অভিহিত করেছে বিরোধীরা। সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়ায় সামরিক আইন জারি সংক্রান্ত বিতর্ককে কেন্দ্র করে ইউন সুক ইওলের অভিশংসনের দাবি ওঠে। তাঁকে অভিশংসনের জন্য প্রথম দফার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর আজ বিকেলে দ্বিতীয় দফায় পার্লামেন্টে ভোটাভুটি হয়। ৩০০ জন আইনপ্রণেতার মধ্যে ২০৪ জন প্রেসিডেন্টকে অভিশংসিত করার পক্ষে ভোট দেন। ৮৫ জন প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন। তিনজন ভোটদানে বিরত থাকেন। আটটি ভোট বাতিল হয়ে যায়। অভিশংসন প্রস্তাব পাস হতে ২০০ ভোট প্রয়োজন হয়। এ জন্য প্রস্তাবটি পাস করাতে ইউনের নেতৃত্বাধীন পিপল পাওয়ার পার্টির (পিপিপি) আটজন পার্লামেন্ট সদস্যকে পক্ষ পরিবর্তনের জন্য রাজি করানোর প্রয়োজন ছিল। অভিশংসন প্রস্তাব পাস হওয়ায় ইউন এখন সাময়িকভাবে বরখাস্ত অবস্থায় থাকবেন। এ সময় দক্ষিণ কোরিয়ার সাংবিধানিক আদালত পার্লামেন্টের ভোটের বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানাবে। ইউনের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য আদালতের হাতে ১৮০ দিন সময় আছে। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী হান ডাক সু অন্তর্বর্তী নেতা হিসেবে এখন দায়িত্ব পালন করবেন। পার্লামেন্টে অভিশংসন প্রস্তাবে ভোটাভুটি শুরু হওয়ার আগে থেকে দেশটির রাজধানী সিউলের রাস্তায় হাজার হাজার বিক্ষোভকারী জড়ো হন। ইওলকে অভিশংসনের চেষ্টায় পার্লামেন্টে ভোটাভুটিকে সামনে রেখে তারা বিক্ষোভ শুরু করে। সিউল পুলিশের এক কর্মকর্তা সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, ইওলকে ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্যোগকে সমর্থন জানিয়ে আজ কমপক্ষে দুই লাখ বিক্ষোভকারী রাস্তায় নেমেছেন। ইয়ু হি জিন নামে ২৪ বছর বয়সী এক বিক্ষোভকারী বলেন, 'ইউনকে যদি আজ অভিশংসন না করা হয়, আমি আগামী সপ্তাহে আবার এখানে ফিরে আসব। এটা (অভিশংসন) না হওয়া পর্যন্ত আমি আসতেই থাকব।' এদিকে সিউলের গোয়াংওয়ামুন স্কয়ারের কাছের একটি এলাকায় ইউনের সমর্থনেও হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়েছে। তারা বিভিন্ন দেশাত্মবোধক গান বাজাতে থাকে এবং দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা ওড়ায়। গত ৩ ডিসেম্বর দক্ষিণ কোরিয়ায় সামরিক আইন জারি করেছিলেন ইউন। যদিও জনগণের চাপের মুখে ছয় ঘণ্টার মধ্যে তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন তিনি। তাঁর এই পদক্ষেপের কারণে দেশটির জনগণ হতবাক হয়ে পড়ে। তাঁর নিজ দলের মধ্যেও বিভক্তি তৈরি হয়। মেয়াদের অর্ধেক পথে এসে ঝুঁকির মুখে পড়ে তাঁর প্রেসিডেন্ট পদ। ইউন সুক-ইওল সামরিক শাসন জারির পর তাঁর অভিশংসনের দাবিতে রাস্তায় নেমে আসে মানুষ। সেনাবাহিনী ও পুলিশকে উপেক্ষা করেই বিরোধী দল নিয়ন্ত্রিত পার্লামেন্টে অভিশংসন ভোট হয়। তবে সে ভোটে তিনি উতরে যান। যদিও বিষয়টি দক্ষিণ কোরিয়াকে সাংবিধানিক সংকটে ফেলে দিয়েছে। আইন ভঙ্গের কারণে দেশজুড়ে তাঁর পদত্যাগের ব্যাপক দাবি উঠছে।

তাক প্রদেশে একটি উৎসবে বোমা হামলায় নিহত তিনজন

থাইল্যান্ডের তাক প্রদেশে একটি উৎসবে বোমা হামলায় অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ৪৮ জন। তাঁদের মধ্যে ছয়জনের অবস্থা গুরুতর। গতকাল শুক্রবার রাতে প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে উমফাং এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে। ওই উৎসবের নাম রেড ক্রস দোই লয়ফা মেলা। প্রতিবছর উমফাং এলাকায় এ মেলার আয়োজন করা হয়। গতকাল মেলায় দর্শনার্থীদের জমায়েতে বিস্ফোরক ছুড়ে মারা হয়। তখন হতাহতের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় পুলিশের বরাতে স্থানীয় একটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, হামলায় জড়িত সন্দেহে দুজনকে আটক করা হয়েছে। পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গতকাল স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ১১টার দিকে তারা বিস্ফোরণের খবর পায়। আর উমফাং এলাকার উদ্ধারকারী দল এক বিবৃতিতে বলেছে, বিস্ফোরকটি মেলার বাইরে একটি মঞ্চের গোড়ায় এসে পড়ে। সেখানে দর্শনার্থীরা নাচছিলেন। আহত কয়েকজনকে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। তাইওয়ানের প্রধানমন্ত্রী পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে হতাহত ব্যক্তিদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বিস্ফোরণের ঘটনা খতিয়ে দেখতে পুলিশ ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। হামলার শিকার ব্যক্তির সহায়তার নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে। মেলার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশের উপস্থিতি বাড়াতে বলা হয়েছে। একটি সংবাদমাধ্যমের পোস্টের খবর অনুযায়ী, সপ্তাহব্যাপী চলা এই মেলায় চলতি বছর ৮৯ হাজার মানুষ অংশ নিয়েছেন। এরই মধ্যে মেলার শেষ দিনের আগের রাতে বোমা হামলার ঘটনাটি ঘটেছে।

মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে কাজ শুরু করেছেন ডোনাল্ড

সৌদ আরব সফরে গেছেন যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক দূত স্টিভ উইটকফ। সফরকালে গত বুধবার তিনি সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ বিষয়ে জানেন এমন দুই সূত্রের মাধ্যমে শুক্রবার মার্কিন সংবাদমাধ্যম এ খবর প্রকাশ করেছে। আগামী ২০ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেবেন ট্রাম্প। তিনি আরব ও মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে তাঁর প্রবীণ উপদেষ্টাদের একজন হিসেবে বেছে নিয়েছেন মাসাদ বুলসকে। বুলস তাঁর মেয়ে টিফানির শ্বশুর। বুলস এ সপ্তাহে কাতারের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন আবদুল রহমান বিন জসিম আল থানির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বলেও খবর প্রকাশ করেছে অ্যাক্সিওস।

ক্ষমতাচ্যুত হন বাশার আলআসাদ

সিরিয়ার স্বৈরশাসক বাশার আলআসাদ গত রোববার ক্ষমতাচ্যুত হন। সেদিন প্রেসিডেন্টের পদ ছেড়ে তিনি পালিয়ে যান রাশিয়ায়। এর মধ্য দিয়ে দেশটিতে আসাদের ২৪ বছরের শাসনামলের অবসান হয়েছে। সেই সঙ্গে সমাপ্তি ঘটেছে আসাদ পরিবারের টানা ৫৩ বছরের শাসনের। ২০০০ সালে বাশার আলআসাদ সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে তাঁর বাবা হাফিজ আলআসাদ একটানা ২৯ বছর দেশ শাসন করেছিলেন। এখন সিরিয়া বিদ্রোহী যোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে। তাঁদের নেতৃত্ব দিচ্ছে হায়াত তাহরির আল-শাম (এইচটিএস) নামের একটি গোষ্ঠী। যে ঝোড়ো গতিতে প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদকে ক্ষমতা থেকে নামানো হয়েছে, সেই একই গতিতে তারা রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। দেশটিতে এরই মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়েছে। পালিয়ে যাওয়া আসাদ এখন স্ত্রীসন্তান নিয়ে রাশিয়ায় রয়েছেন। মস্কো জানিয়েছে, রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া হয়েছে তাঁদের। তবে আসাদ ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের চূড়ান্ত পরিণতি এখনো নিশ্চিত নয়। তাঁদের ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত কী ঘটবে, সেটা এখনো কেউ জানেন না। আসাদ রাশিয়ায় কেন বাশার আলআসাদের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ মিত্র রাশিয়া। বিশেষ করে ১৩ বছর আগে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরুর পর থেকে দামেস্কমস্কো সম্পর্ক আরও জোরদার হয়। সিরিয়ার মাটিতে রাশিয়ার দুটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। সময়টা ২০১৫ সাল। আসাদের সমর্থনে সিরিয়ায় বিমান হামলা শুরু করে মস্কো। লক্ষ্যবস্তু সরকারবিরোধী বিদ্রোহীরা। যুদ্ধের মোড় আসাদের পক্ষে ঘুরিয়ে দিতে তাঁর সমর্থনে পূর্ণোদ্যমে হামলা চালায় রুশ বাহিনী। লন্ডনভিত্তিক পর্যবেক্ষক সংগঠন সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানিয়েছে, সিরিয়ার ভূখণ্ডে রাশিয়ার বিমান হামলায় গত ৯ বছরে ২১ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৮ হাজার ৭০০ জনই বেসামরিক মানুষ। গত নভেম্বরের শেষ দিক থেকে বিদ্রোহীরা সিরিয়ার কয়েকটি শহরে একের পর এক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা ঝড়োগতিতে এগিয়ে আসতে থাকেন রাজধানী দামেস্কের দিকে।

এ পরিস্থিতিতে রাশিয়া কেন আগের মতো বাশার আলআসাদের পাশে থাকল না, তাঁকে রক্ষা করল নাএ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বিশ্লেষকদের অনেকের মতে, ইউক্রেনে যুদ্ধ করতে করতে রাশিয়া হয়তো কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল কিংবা আসাদকে সহায়তা করার জন্য মস্কো হয় আগ্রহী ছিল না, নয় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রুশ প্রশাসনের সক্ষমতা ছিল না। বিদ্রোহী যোদ্ধারা রোববার যখন দামেস্কে ঢুকে পড়েন, তখন খবর পাওয়া যায়, বাশার আলআসাদ পালিয়ে গেছেন। তবে তাঁর গন্তব্য সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে কিছুই জানা যায়নি। কয়েক ঘণ্টা পর রুশ সরকার জানায়, আসাদ তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মস্কোয় আছেন। 'মানবিক দৃষ্টিকোণ' থেকে তাঁদের রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। এর পরদিন সোমবার ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভের কাছে সাংবাদিকেরা আসাদের পালিয়ে আসা ও রাজনৈতিক আশ্রয়ের বিষয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের অবস্থান সম্পর্কে জানতে চান। জবাবে পেসকভ বলেন, 'অবশ্যই, এমন একটি সিদ্ধান্ত (রাজনৈতিক আশ্রয়) রাষ্ট্রপ্রধানকে না জানিয়ে সম্ভব নয়।

এটা তাঁরই (পুতিনের) সিদ্ধান্ত।' মস্কোর সঙ্গে আসাদের ঘনিষ্ঠতার কথা বিভিন্ন নথিতে উঠে এসেছে। ২০১৯ সালে ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলা হয়, মস্কোয় আসাদের স্বজনদের অন্তত ১৮টি বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। এমনকি শুধু গৃহযুদ্ধের সময়ই কোটি কোটি ডলার সিরিয়া থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আসাদের বড় ছেলে হাফিজের বয়স ২২ বছর। মস্কোয় পিএইচডি করছেন তিনি। বিশৃঙ্খলার সপ্তাহান্তে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন এক প্রতিবেদনে জানায়, সিরিয়ায় রুশ সামরিক ঘাঁটি আর কূটনৈতিক মিশনগুলো রক্ষায় দেশটির সশস্ত্র বিদ্রোহীদের সঙ্গে আলোচনা করছে মস্কো।

Name Change

I, Niraj Mondal S/O Sikandar Mandal R/O Jagatpur,Netaji Pally, P.O-Gouranga Nagar, P.S-Baguiati, Dist-North 24 Parganas,Pin-700159.W.B shall henceforth be known as Niraj Mandal before the notary public at Kolkata on 13/12/2024.That Niraj Mondal and Niraj Mandal both are the same and one identical person.

Name Change

I, Sikandar Mondal and Shikandar Mandal S/O Late Shaligram Mandal R/O Jagatpur,Netaji Pally,P.O-Gouranga Nagar, P.S-Baguiati,Dist-North 24 Parganas, Pin-700159. W.B shall henceforth be known as Sikandar Mandal before the notary public at Kolkata on 13/12/2024. That Sikandar Mondal, Shikandar Mandal and Sikandar Mandal both are the same and one identical person.

Name Change

I, Md Abur Rajjak (Old Name) S/O-Suddin Sekh residing at Muddin Mistripara, Po-Sujapur, Ps-Kaliachak, Malda, West Bengal 732206.I have change my name to Md Abdur Razzak by notary public Berhampore court on 13/12/2024. Md Abdur Razzak & Md Abur Rajjak is same person.

Name Change

I, Asha Choudhary (old name) wife of Late Sandeep Choudhary residing at 13, Mandevilla Gardens, P.O- Ballygunge, Kolkata-700019, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Asha Devi Choudhary (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 12/12/2024. Asha Choudhary (old name) and Asha Devi Choudhary (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Aynal Ali Biswas (Old Name) S/O-Jiyarali residing at Charmahatpur, Rupdaha, Dhubulia, Nadia 741140 .I have change my name to Aynal Biswas by notary public Berhampore court on 13/12/2024. Aynal Biswas & Aynal Ali Biswas is same person.

Name Change

I, Sutanu Kumar Maity, S/o Late Nagendra Nath Maity residing at Vill & P.O Darua, Uttardarua, P.S- Contai (M), Dist – Purba Medinipur, W.B- 721401 declare that my actual name is Sutanu Kumar Maity as mentioned in PAN Card and Aadhaar Card but in my service book my name has been recorded as Sutanu Kr. Maity. That Sutanu Kumar Maity and Sutanu Kr. Maity both are same and one identical Person vide affidavit dated 03.09.2024 before 1st Class Judicial Magistrate, Alipore.

বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া ক্রিসমাস কার্নিভাল - ২০২৪ আগামী ২৩ শে ডিসেম্বর ২০২৪, সোমবার থেকে ১ লা জানুয়ারী -২০২৫ বুধবার অনুষ্ঠিত হবে হাওড়া ক্রিসমাস কার্নিভাল ২০২৪। আগে এলে আগে পাবেন ভিত্তিতে স্টল বুকিংয়ের জন্য আবেদন করুন। যোগাযোগ নম্বর - ৭০০৩১৩৮১০০ আয়োজকঃ - হাওড়া ক্রিসমাস কার্নিভাল কমিটি

Name Change

I, Abdul Hannan (Old Name) S/O-Siddique Hossen residing at Saharapara, Dafarpur, Raghunathganj, Jalangi, 742227.I have change my name to Abdul Hannan Sk by notary public Berhampore court on 13/12/2024. Abdul Hannan Sk & Abdul Hannan is same person.

Name Change

I, Ajahar Sekh (Old Name) S/O-Motai Sekh residing at Gaharapota, Debagram, Kaliganj, Nadia 741137.I have change my name to Ajahar Sk by notary public Berhampore court on 13/12/2024. Ajahar Sk & Ajahar Sekh is same person.

Name Change

I, Ayub Mondal & Ayub Hosain Saiekh (Old Name) S/O-Raosan Ali residing at Akona, Sunmuni, Illambazar, Birbhum 731214.I have change my name to Ayubhosen Sekh by notary public Berhampore court on 11/12/2024. Ayubhosen Sekh (new name) & (old name) Ayub Mondal & Ayub Hosain Saiekh is same person.

Name Change

I, Prosanta Biswas (Old Name) S/O-Pankaj Biswas residing at Nalupur, Putikhali, Krishnaganj, Nadia 741507.I have change my name to Prasanta Biswas by notary public Berhampore court on 13/12/2024. Prasanta Biswas & Prosanta Biswas is same person.

Name Change

I, Prosanta Biswas (Old Name) S/O-Mahananda Biswas residing at Rahamat pur Colony, Goas, Karimpur, Nadia 741165.I have change my name to Prashanta Biswas by notary public Berhampore court on 13/12/2024. Prashanta Biswas & Prosanta Biswas is same person.

Name Change

I, Fulja Bibi (old name) W/o Mecher Mondal, residing at Vill.- Monigram, P.O.- Dharmapukuria, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743235, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Fuljan Mondal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 12/12/2024. Fuljan Mondal (new name) and Fulja Bibi (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Somen Deb S/O Shambhu Deb, declared that my son previously name Sahil Deb (old name), residing at 1/8 Shyama Charan Chakraborty Lane, P.O.- Baranagar, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 700036, West Bengal, INDIA have changed his name and he shall henceforth be known as Srimon Deb (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 12/12/2024. Srimon Deb (new name) and Sahil Deb (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sabina Eyasmin (old name) W/o Mehedi Hasan, residing at Vill. Tantra, P.O.- Bhabla, P.S.- Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743422, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Sabina Yesmin (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 13/12/2024. Sabina Yesmin (new name) and Sabina Eyasmin (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, MIR NASER ALI (OLD NAME), S/O LATE ABDUL MALEK, RESIDING AT 13/3/H/8, PATWAR BAGAN LANE,PO-R.R.SARANI, PS-AMHERST STREET, KOLKATA-700009,WEST BENGAL, INDIA, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MIR NASIR ALI (NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/12/2024,THAT MIR NASER ALI(OLD NAME) AND MIR NASIR ALI(NEW NAME) ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Ruksana Firdos & Roksana Firdous (old name) W/o Late Habibur Rahman Siddiqui, residing at 3, Sun Yat Sen Street, P.O. & P.S.- Bowbazar, Kolkata-700012, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Rukhsana Firdos (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 12/12/2024. Rukhsana Firdos (new name) and Ruksana Firdos & Roksana Firdous (old name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Imran Habib Usmani declared that my father previously name Late Md Habibur Rahman Siddique & Late Habib Ur Rahman Siddiqui (old name), residing at 3, Sun Yat Sen Street, P.O. & P.S.- Bowbazar, Kolkata-700012, West Bengal, INDIA have changed my father name and shall henceforth be known as Habibur Rahman Siddiqui (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 12/12/2024. Late Habibur Rahman Siddiqui (new name) and Late Md Habibur Rahman Siddique & Late Habib Ur Rahman Siddiqui(old name) all are the same and one identical person

Name Change

I, SUNITA TIWARY (OLD NAME), W/O RAJESH TIWARY,RESIDING AT FLAT PARA, KALIYARI AREA, PS-JAMURIA, PIN-713337, DIST-PASCHIM BURDWAN,WEST BENGAL,INDIA, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUNITA TEWARI (NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/12/2024,THAT SUNITA TIWARY (OLD NAME) AND SUNITA TEWARI (NEW NAME) ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,SANAT TEWARI (OLD NAME), S/O RAJESH TIWARY,RESIDING AT B O G R A , C . S . C O L L I E R Y , P S - JAMURIA,PIN-713332,DIST-PASCHIM BURDWAN, WEST BENGAL,INDIA, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANAT TIWARY (NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC A AT KOLKATA ON 23/12/2024,THAT SANAT TEWARI(OLD NAME) AND SANAT TIWARY(NEW NAME) ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, RAJESH TEWARI (OLD NAME), S/O LATE SHANKAR TIWARY, RESIDING AT FLAT PARA, KALIYARI AREA, PS-JAMURIA, PIN-713337, DIST-PASCHIM BURDWAN, WEST BENGAL, INDIA, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAJESH TIWARY (NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/12/2024, THAT RAJESH TEWARI(OLD NAME) AND RAJESH TIWARY(NEW NAME) ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Md Idris Ali Phakir (old name) S/o Aakkaj Fakir, residing at Vill. Tushkhali, P.O.- Tushkhali, P.S.- Sandesh Khali, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743446, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Idris Ali Fakir (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 13/12/2024. Idris Ali Fakir (new name) and Md Idris Ali Phakir (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Saheba Begam Mondal (old name) W/o Md Nurul Amin, residing at Vill.- Paschim Dandirhat, P.O.- Dandirhat, P.S.- Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743412, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Saheba Begum (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 13/12/2024. Saheba Begum (new name) and Saheba Begam Mondal (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Nurul Amin Mondal (old name) S/o Elahi Baksh Mondal, residing at Vill.- Paschim Dandirhat, P.O.- Dandirhat, P.S.- Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743412, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Md Nurul Amin (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 13/12/2024. Md Nurul Amin (new name) and Nurul Amin Mondal (old name) both are same and identical person.

বিধানসভা ভোটের আগে এলাকাবাসীকে মন্ত্রীর উপহার, অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার শিলান্যাস দুই কোটি অর্থ বরাদ্দে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ এলাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। মাঝে সংস্কার হলেও ফের বেহাল দশা হয়ে পড়ে ছিল। এলাকার মানুষের দাবি ছিল রাস্তা নিয়ে। বিধানসভা ভোটের আগে এলাকাবাসীকে উপহার দিলেন মন্ত্রী। দুই কোটি এগারো লক্ষ টাকা অর্থ ব্যয়ে রাস্তা নির্মাণের শিলান্যাস। যদিও সেই শিলান্যাস অনুষ্ঠানে থেকে গেল বিতর্ক। উন্নয়ন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে গণি খান চৌধুরীর সঙ্গে তুলনা স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রীকে। এমনকি তার থেকেও বেশি উন্নয়ন করেছেন বলে দাবি করলেন পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা। যা নিয়ে কটাক্ষ কংগ্রেসের। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকায় গোপাল কেডিয়া মোড় থেকে গোলামোড় পর্যন্ত তিন কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের শিলান্যাস হয় এদিন দুই কোটি এগারো লক্ষ টাকা অর্থবরাদ্দে। শিলান্যাস অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন, জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক জম্মু রহমান, পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা স্বপন আলী, ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি পূজন দাস, ব্লক তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি সাহেব দাস প্রমুখ। এই রাস্তা এলাকার গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যস্ততম। হাসপাতাল থেকে শুরু করে একাধিক সরকারি দপ্তরে যাওয়ার রাস্তা। এই রাস্তা সংস্কার হোক দাবি ছিল এলাকায়। সেই দাবি মেনে এলাকাবাসীকে এই উপহার দিলেন স্থানীয় বিধায়ক তাজমুল হোসেন। যদিও পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা স্বপন আলীর মন্তব্য কে কেন্দ্র করে তৈরি হলো বিতর্ক। তিনি মঞ্চ থেকে দাবি করেন গনি খানের থেকে বেশি উন্নয়ন করেছেন তাজমুল হোসেন। এমনকি তিনি বলেন, কলেজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গণিখান মিথ্যাচার করে ছিলেন। অন্যদিকে যেখানে গনি খান চৌধুরীকে দল মত নির্বিশেষে সকলে মালদার রূপকার মানে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা স্বয়ং জেলায় এসে বরকত দাকে স্মরণ করেন। সেখানে তৃণমূল নেতার এমন মন্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া কংগ্রেসের। অন্যদিকে মন্ত্রীর দাবি রাজ্য সরকারের উন্নয়নের সঙ্গে কারোর তুলনা আসে না। সেটাই উনি বলতে চেয়ে ছিলেন। যদিও সংবাদ মাধ্যমের সামনে নিজের বক্তব্য নিয়ে অনড় স্বপন আলী। স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন বলেন, এই রাস্তা খুব প্রয়োজন ছিল। আজ শিলান্যাস করলাম। কাজ দ্রুত হবে। মমতা ব্যানার্জির সরকার যা উন্নয়ন করছে। সেটার সঙ্গে কোন কিছু তুলনা হয় না। পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা স্বপন আলীর দাবি, আমি যেটা বলেছি ঠিক বলেছি। তাজমুল হোসেন এই এলাকার জন্য যেটা করেছেন। সেটা গনি খান করেন নি। উনি ভোট প্রচারে এসে বলে ছিলেন কলেজ হবে। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করে ছিলেন না। কংগ্রেস নেতার তথা বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষের স্বামী আব্দুস শোভান কটাক্ষ করে বলেন, যে দলের সুপ্রিমো কোনদিন গণিখান নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেননি। সেখানে এদের মুখে এই মন্তব্য অশিক্ষার পরিচয়। এর জবাব দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

চোপড়ায় জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে আহত চারজন

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৪ ডিসেম্বর ঃ জমি নিয়ে বিবাদের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে চারজন আহত হয়েছেন। শনিবার উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানার দাসপাদা গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়াহাট এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। আহতদের প্রথমে ডালুয়া ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে একজনকে গুরুতর জখম অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পারিবারিক জমি নিয়ে গ্রামের দুই পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছে। স্থায়ী সমাধানের জন্য একাধিকবার মধ্যস্থতা সভাও হয়েছে। কিন্তু সমাধান করা যায়নি। শনিবার সকালে এক পক্ষ সেই জমিতে বাড়ি নির্মাণ করতে গেলে অপর পক্ষ প্রতিবাদ করে বলে অভিযোগ। এর জের ধরে দুই পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয় যা কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতাহাতিতে রূপ নেয়। উভয়পক্ষ লাঠিসোঁটা ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে একে অপরের ওপর হামলা শুরু করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে স্থানীয় লোকজন চোপড়া থানার পুলিশকে খবর দেয়। বিপুল সংখ্যক পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। পরে আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

চিরেকার দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে অর্থনৈতিক বিষয়ে সরাসরি আলাপচারিতা

চিত্তরঞ্জন, ১৪ ডিসেম্বর ঃ চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা (চিরেকা)- এর অবস্থিত দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ ও IQAC-এর উদ্যোগে ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেমিনার হলে একটি বিশেষ বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা (চিরেকা) -এর প্রধান অর্থ উপদেষ্টা শ্রী অঞ্জুমান সরকার। তিনি ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক বিষয়াবলী নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. ত্রিদিব শান্তপা কুণ্ডু। তিনি স্বাগত ভাষণে অর্থনৈতিক পরিচালনার গুরুত্ব তুলে ধরেন। শ্রী সরকার, যিনি একজন বিশিষ্ট আমলা এবং অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ, স্বাধীনতার পূর্ব থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতের অর্থনীতির পথচলা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। বক্তৃতায় শ্রী সরকার লিবারালাইজেশন, প্রাইভেটাইজেশন এবং গ্লোবালাইজেশন (LPG) মডেলের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নিয়ে আলোকপাত করেন। তবে তিনি ক্রমবর্ধমান বৈষম্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন যা দীর্ঘমেয়াদী অগ্রগতিকে বাধা দিতে পারে। GST, মুদ্রার অবমূল্যায়ন এবং নোটবন্দি নীতির কার্যকারিতা নিয়ে তিনি গভীর বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানের শেষে অনুষ্ঠিত প্রশ্নোত্তর পর্বে শিক্ষক ও ছাত্ররা জিএসটি, নোটবন্দি এবং অর্থনৈতিক নীতিগুলি নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। শ্রী সরকার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেন। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় IQAC কো-অর্ডিনেটর ড. আবুল হোসেনের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে।

ছেলের জন্মদিনেই উদ্ধার মায়ের ঝুলন্ত দেহ, আটক প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরির কর্ণধার

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৪ ডিসেম্বর ঃ ছেলের জন্মদিনেই রহস্যমৃত্যু মায়ের। এই নিয়ে তোলপাড় দুর্গাপুরের আড়া কালীগঞ্জ। মৃত গৃহবধূর বাবা-মায়ের দাবি, মেয়েকে খুন করে টাঙিয়ে দিয়েছে জামাই। লিখিত অভিযোগের পর পুলিস ওই গৃহবধূর স্বামীকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। বছর সতেরো আগে পূর্ব বর্ধমানের বুদবুদের রিঙ্কি শিকদারের সাথে বিয়ে হয়েছিল দুর্গাপুরের আড়া কালীগঞ্জের রনবীর শিকদারের। বিয়ের পর থেকেই স্ত্রীকে সন্দেহের বাতিকের জেরে প্রায়শই অশান্তি হত রনবীরের। দুর্গাপুরের বিধাননগরে এক বেসরকারি প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরির কর্ণধার রনবীর শিকদার। পারিবারিক অশান্তি চরমে পৌঁছায় গতকাল অর্থাৎ শুক্রবার। রিঙ্কির বাবা ও তার সন্তানের একসঙ্গে জন্মদিন পালন হয় গতকাল কালীগঞ্জের বাড়িতে। কিন্তু এই জন্মদিন পালনের পরেই ফের অশান্তি শুরু হয়। তারপরেই রিঙ্কিকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় রিঙ্কিকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রিঙ্কির পরিবারের অভিযোগ, তাদের মেয়েকে খুন করে টাঙিয়ে দিয়েছে রনবীর শিকদার। নিউটাউনশিপ থানায় রনবীর শিকদারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিস আটক করেছে রনবীরকে। মৃতা মহিলার বাবা আশিস দেবের অভিযোগ, মাঝে মধ্যেই আমার মেয়ের উপরে অত্যাচার করত জামাই। গতকাল হয়তো আমার মেয়েকে মেরে টানিয়ে দিয়েছে। এই মৃত্যুর সুবিচার চাইছি। ময়নাতদন্তের জন্য রিঙ্কির মৃতদেহ প্রথম দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল ও পরে আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। মৃতার স্বামীকে জেরা করে পুলিস রিঙ্কির রহস্যময় মৃত্যুর কারণ জানার চেষ্টা করছে।

শিলিগুড়িতে দিলীপ ঘোষ, ঘুরে দেখলেন সীমান্ত এলাকা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গ সফরে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। শনিবার শিলিগুড়ি পৌঁছেছেন দিলীপ ঘোষ। এদিন সকালে চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে শিলিগুড়িতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন। এরপরে দিলীপ ঘোষ শিলিগুড়ি বিভাগের ফাঁসিদেওয়া সীমান্তবর্তী নিজামতারা জোনের নির্মলজোট গ্রামে বিজেপির সদস্যপদ প্রচারে যোগ দেন। এদিন দিলীপ ঘোষ সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে মোদী সরকারের উন্নয়ন নিয়ে আলোকপাত করেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গেও কথা বলেছেন তিনি। পরে তিনি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মহানন্দা বর্ডার আউট পোস্টে (বিওপি) যান। সেখানে তিনি বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর সাংবাদিকদের তিনি বলেন, এই মুহূর্তে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ভালো নয়। বাংলাদেশে মৌলবাদীরা রাজত্ব করতে এসেছে। যার কারণে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হয়। বর্তমানে এখানকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানান তিনি।

৫ সারমেয়কে আস্তাকুঁড়ের ভিতর পুড়িয়ে মারার চেষ্টা দুর্গাপুরে, মৃত এক

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৪ ডিসেম্বর ঃ দুর্গাপুরের তিলক রোডের এক আস্তাকুঁড়েতে ৬ শাবককে ফেলে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগে শোরগোল এলাকায়। যদিও এক শাবকের মৃত্যু হয়েছে। বাকি ৫ জনকে অর্ধদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে সঙ্গে সঙ্গে পাঠানো হয়েছে নিরাপদ স্থানে। তাদের বাঁচানোর চেষ্টায় হাত লাগিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, সে বিষয়ে অন্ধকারে এলাকাবাসী। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এহেন ঘটনার প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে পশুপ্রেমী সংগঠন। ইস্পাত নগরীর তিলক রোডের ৩০ নং স্ট্রিটের একটি গ্যারাজের পাশে ডাস্টবিনে সদ্য ৬ শাবকের জন্ম দিয়েছিল একটি কুকুর। এলাকাবাসী ছোট ছোট ছানাদের বড় হয়ে উঠতে দেখছিলেন। কখনও কখনও তাদের খাবার দিয়ে সাহায্যও করতেন। কিন্তু শুক্রবার রাতে আচমকাই সেই ডাস্টবিন থেকে ধোঁয়া বেরতে দেখেন স্থানীয় এক মহিলা। তিনি প্রতিবেশীদের ডেকে ডাস্টবিনের সামনে গিয়ে দেখেন, মা-সহ ৫ সারমেয় শাবকের গায়ে আগুন। তারা প্রাণে বাঁচতে চিৎকার করছে। সেখান থেকে কোনওক্রমে আগুন নিভিয়ে শাবকদের উদ্ধার করা হয়। কিন্তু একটি সারমেয় শাবকের মৃত্যু হয়। পাঁচ শাবকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথমে তাদের চিকিৎসা শুরু করেন। জানা যাচ্ছে, মা ও বাকি চার শাবকের অবস্থা গুরুতর। শনিবার সকালে এই ঘটনা জানাজানি হতেই গোটা এলাকা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, রাতে হঠাৎ দেখি, ডাস্টবিনের ভিতর থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে দেখে আমরা সেখানে যাই। দেখি, ছটি পথ সারমেয় শাবক- সহ তাদের মা-র গায়ে আগুনে জ্বলছে! সেখানে বই, খাতা দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়েছে। গন্ধ যাতে না ছড়ায় সেই জন্য নুনের প্যাকেটও রাখা হয়েছিল। এই নির্মম ঘটনা দেখে আমরা হতবাক। আমরা ছটি সারমেয় শাবককেই উদ্ধার করি। একটি সারমেয়র মৃত্যু হয়েছে। পাঁচটি শাবকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সেগুলিকে এলাকাতেই চিকিৎসা করা হচ্ছে। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের কঠোর শাস্তির দাবি করছি।

শিল্পের সমাধান

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ১৪ ডিসেম্বর ঃ সারা রাজ্যের সঙ্গে ১৩ ডিসেম্বর শনিবার বেলা দশটা নাগাদ নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের লালন সংস্কৃতির মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় শিল্পের সমাধানে এম .এস .এম. ই শিবির। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রজত রঞ্জন দাস, ব্লক মৎস্য আধিকারিক প্রবির পাল সহ আরো অনান্য আধিকারিকরা। দুই ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে শিল্পের সমাধান। চলবে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই শিবির খোলা থাকবে সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সাধারণ মানুষের সুবিধাও স্বার্থে এই শিবিরে এক জায়গাই আনন্দধারা সেলফ হেলপ গ্রুপ, ব্যাঙ্কিং পরিসেবা, সংখ্যালঘু লোন, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড সহ বিভিন্ন দফতরকে এক জায়গাই আনা হয়েছে। জানা গেছে, এই শিল্পের সমাধান অনেকটাই দুয়ারে সরকারের মতো কর্মকাণ্ড। বহু মানুষ এখানে হাজির হন। পরিসেবা পেয়ে তারা উপকৃত হন। এই শিবিরে কুমোর, দর্জিদের মতো শিল্পীদের নাম নথিভুক্তকরণের মাধ্যমে কার্ড দেওয়া হচ্ছে। এরফলে যন্ত্রপাতি কেনার সময় পনেরো হাজার টাকার মতো অর্থ সহায়তা পাবেন। তাছাড়াও মৃত্যুকালীন আর্থিক সাহায্য হিসেবে দুই লক্ষ টাকা পাবেন। এখানে সেলফ হেলপ গ্রুপের তৈরী দ্রব্যও বিক্রি হয়।

উগ্রক্ষত্রিয় সমিতির প্রীতি সম্মেলন

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৪ ডিসেম্বর ঃ মনোরম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শনিবার উগ্রক্ষত্রিয় সমিতির (পূর্ব বর্ধমান জেলা) প্রীতি সম্মেলনের

আয়োজন করা হল রেলওয়ে ইস্টিটিউট রঙ্গ মঞ্চে। এই প্রীতি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন উগ্রক্ষত্রিয় সমিতির কার্যকরী সভাপতি বৈদ্যনাথ কোনার, প্রাক্তন সভাপতি রাজকুমার সাহানা, সম্পাদক লক্ষ্মীনারায়ণ পাল, সাধারণ সম্পাদক সুব্রত মন্ডল, সহ কোষাধক্ষ প্রিয়ব্রত পাঁজা সহ অন্যান্যরা। একক নৃত্য পরিবেশন করে আরাধ্যা দত্ত, দলগত নৃত্য পরিবেশিত হয় মেঘদীপ ড্যান্স একাডেমী এবং নুপুর নৃত্যালয়ের পক্ষ থেকে। একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন উষশী মন্ডল, সুস্মিতা গুহ, বাবলি তা, সুমনা গুপ্ত, অন্বেষা হাজরা, শুভদীপ সাঁই। সৃজনী ও মুক্তাঙ্গনের পক্ষ থেকে সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। আবৃতি পরিবেশন করেন অরুন কোঙার,অনুসূয়া যশ, সুমনা গুপ্ত, সুজিত চৌধুরী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারু রুপে সঞ্চালনা করেন দেবাঞ্জলী তা ও অনন্ত মন্ডল।

নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে আবারও ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৪ ডিসেম্বর ঃ নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ ফের গ্রেফতার করা হল সিভিক ভলান্টিয়ারকে। জানা যাচ্ছে, বীরভূমের মহম্মদ বাজারের ওই অভিযুক্ত নাবালিকাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছে। অভিযুক্ত চিরঞ্জীব সিংহ ওই নাবালিকার প্রতিবেশী। তিনি মহম্মদ বাজার থানায় কর্মরত। শুক্রবার রাতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অভিযোগ, গত ১ নভেম্বর সপ্তম শ্রেণির নাবালিকাকে ধর্ষণের পর চিরঞ্জীব মুখ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়। অন্যথায় মেরে ফেলার হুমকিও দেয়। চলতি মাসে নাবালিকার শারীরবৃত্তিয় পরিবর্তন হলে তাকে তার মা চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে চায়। রাজি না হয়ে ওই নাবালিকা মায়ের কাছে কান্নায় ভেঙে পড়ে। গোটা ঘটনার কথা নাবালিকার মা সিউড়ি মহিলা থানায় জানায়। তদন্তে নামে পুলিশ। শুক্রবার গভীর রাতে চিরঞ্জীবকে গ্রেফতার করা হয়। ৫ দিনের পুলিশ হেফাজত চেয়ে শনিবার তাকে সিউড়ি আদালতে তোলা হয়।

কালনায় গাড়ির চাকায় পিষে প্রাণ গেল ২ জনের

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ মোবাইলে কথা বলতে বলতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন এক ব্যক্তি। আর তারই বিপজ্জনক পরিণতির সাক্ষী থাকল কালনা। দ্রুত গতিতে গাড়িচালক ধাক্কা মারে টোটোয়। পথেই প্রাণ হারান দুজন। আরও দুজন গুরুতর জখম হয়েছেন। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তাঁরা। শনিবার ঘড়ির কাঁটায় তখন বেলা বারোটা হবে। কুসুমগ্রাম থেকে মন্তেশ্বরের দিকে যাচ্ছিল একটি যাত্রীবাহী টোটো। কাটোয়ার দিক থেকে কুসুমগ্রামে আসছিল একটি চারচাকা গাড়ি। চালক মোবাইলে কথা বলতে বলতে গাড়ি চালাচ্ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, অত্যন্ত দ্রুত গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিল সে। সেই সময় উল্টো দিকে থাকা যাত্রীবাহী টোটোতে ধাক্কা মারে গাড়িটি। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় দুজনের। নিহত বছর পঞ্চান্নর পরেশ রুদ্র এবং বছর পঁচাত্তরের বিশ্বনাথ রায়। পরেশ রুদ্র ছিলেন টোটোচালক। বিশ্বনাথ রায় যাত্রী। দুজনেই মন্তেশ্বরের বাসিন্দা। এই দুর্ঘটনায় আরও দুজন জখম হয়েছেন। তাঁরা হলেন নাজমা খাতুন এবং আজিজা খাতুন। দুজনেই টোটো যাত্রী। পেশায় কমিউনিটি হেলথ অফিসার। তাঁদের প্রথমে মন্তেশ্বর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় পরে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ঘাতক গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আটক ওই গাড়িচালকও।

ডুয়ার্স উৎসবের আয়োজন শুরু হলো খুঁটি পুজোর মধ্যে দিয়ে

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৪ ডিসেম্বর ঃ ডুয়ার্স উৎসবের আয়োজন শুরু হলো খুঁটি পুজোর মধ্যে দিয়ে। আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে ১৯ তম ডুয়ার্স উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত খুঁটি পুজো। উপস্থিত রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক বড়াইক আলিপুরদুয়ার, প্রকাশ মণ্ডল, ১৪ ডিসেম্বর, শনিবার আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে খুঁটি পূজার আয়োজন করে ১৯ তম বর্ষ বিশ্ব দুবার উৎসব সমিতির সদস্যরা। জানা গেছে ডুয়ার্সের কৃষ্টি এবং সংস্কৃতিকে বিশ্বের মানচিত্রে তুলে ধরতে ২০০5 সালে আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ডে ডুয়ার্স উৎসবের সূচনা হয়। ধীরে ধীরে মেলা এতদঞ্চল ছাড়িয়ে বিশ্বের মানচিত্রে সাড়া ফেলে। এই মুহূর্তে ডুয়ার্স উৎসব ডুয়ার্সের এক ঐতিহ্যতে পরিণত হয়েছে। নানা ভাষা এবং নানান সংস্কৃতিকে নিয়ে প্রতিবছর এই উৎসব পালিত হচ্ছে। এবারও ১৯ তম ডুয়ার্স উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে ২ জানুয়ারি থেকে ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত। খুঁটি পুজোতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক বড়াইক, মাদারিহাট'র বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো, তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক মৃদুল গোস্বামী, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা ও উৎসব সমিতির সাধারণ সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী সহ অন্যান্য কমিটির সদস্যরা।

আগামী জানুয়ারি মাস থেকেই চার চাকার যানবাহন প্রবেশ করলেই দিতে হবে পৌর প্রবেশ কর

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ১৪ ডিসেম্বর ঃ এবার পুরুলিয়া শহরে চার চাকার যানবাহন প্রবেশ করলেই দিতে হবে পৌর প্রবেশ কর। আগামী জানুয়ারি মাস থেকেই এই প্রবেশকর চালু করতে চলেছে পুরুলিয়া পৌরসভা। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই গাড়ির মালিকদের মাথায় হাত পড়েছে । একদিকে পেট্রোপণ্যের দাম বেড়ে চলেছে । অন্যদিকে রোড ট্যাক্স, টোল ট্যাক্সের পর পৌরসভা প্রবেশ কর কেনো? প্রশ্ন তুলছেন গাড়ির মালিকেরা । সাধারণ মানুষের উপর বাড়তি করের বোঝা চাপানোর উদ্দেশ্যকে কটাক্ষ করেছেন পুরুলিয়া জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। পৌর আইন মেনেই এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে দাবি পুরুলিয়া পৌরসভার পৌরপ্রধানের। পৌরসভা সূত্রে খবর, পুরুলিয়া শহরে প্রবেশের মূল চারটি রাস্তায় তৈরি হবে পৌরসভার নিজস্ব চারটি চেক পোস্ট । পুরুলিয়া- রাঁচি ৩২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর জজ বাংলো মোড়, পুরুলিয়া- বাঁকুড়া ৬০(এ) জাতীয় সড়কের তেলকলপাড়া মোড়, পুরুলিয়া-বরাকর রাজ্য সড়কে বোঙ্গাবাড়ি মোড় এবং পুরুলিয়া জামশেদপুর সড়কের উপর দুলমি মোড় এলাকায় এই চেকপোস্ট তৈরি হবে। শহরে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিদিন দিনে একবার প্রত্যেক চার চাকার গাড়িগুলোকে দিতে হবে পৌরকর। বর্তমানে পুরুলিয়া পৌরসভায় দেখা দিয়েছে নিজস্ব তহবিলের অভাব । অস্থায়ী সাফাই কর্মী সহ অন্যান্য অস্থায়ী পৌর কর্মীদের নিয়মিত বেতন করতে হিমসিম খেতে হচ্ছে পৌর কর্তৃপক্ষকে। তাই সম্প্রতি বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহের জন্য প্রত্যেক বাড়ি পিছু মাসে ৩০ টাকা ও কমার্শিয়াল দোকান পিছু ৫০ টাকা করে জঞ্জাল সাফাই কর নেওয়ার নির্দেশিকা জারি করেছে পৌরসভা । এরপরই পৌর প্রবেশ কর চালু হতে চলেছে জানুয়ারি মাস থেকেই । আগে থেকেই চালু রয়েছে বাড়ির হোল্ডিং কর, জলের কর । পৌরসভার নিজস্ব তহবিল বাড়ানোর জন্যই এই প্রবেশ কর যুক্ত হতে চলেছে বলে খবর । তবে নতুন করে পৌর কর যুক্ত হওয়ার বিষয়টিকে ভালো চোখে দেখছেন না সাধারণ মানুষ থেকে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। নিয়ম মেনে শহরে প্রবেশ কর চালু করা হবে জানুয়ারি মাস থেকেই বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন পৌরপ্রধান ।

পঞ্চায়েত এলাকাতেও অন লাইনে সম্পত্তির কর নির্ধারণ ও পরিশোধ করা যাবে

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যের পুর এলাকার পর এবার পঞ্চায়েত এলাকাতেও অনলাইনে সম্পত্তির কর নির্ধারণ ও পরিশোধ করা যাবে। আগামী ২৩ ডিসেম্বর থেকে গোটা রাজ্যজুড়ে এই প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। পঞ্চায়েতগুলির কর নির্ধারণ প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করতে এই ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। ইতিমধ্যে অনলাইনে কর চালুর বিষয়টি জানিয়ে প্রত্যেক পঞ্চায়েতকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সেরে রাখতে পঞ্চায়েত দফতর নির্দেশ দিয়েছে। এই বিষয়ে মানুষের সচেতনতা আনতে গ্রামে গ্রামে প্রচার করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের প্রক্রিয়া শুরু করার আগে প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতকে তাদের এলাকার বাসিন্দাদের সম্পত্তি কর কত হতে পারে, সেই বিষয়ে কিছু তথ্য পোর্টালে আপলোড করতে বলা হয়েছে । এর জন্য প্রত্যেকটি পরিবারকে একটি করে ফর্ম পূরণ করে পঞ্চায়েত অফিসে জমা দিতে হবে। প্রতিটি পরিবারকে সেই ফর্মে লিখতে হয়েছে তার কি ধরনের বাড়ি , কত গুলো ঘর ওই সম্পত্তির বর্তমান বাজারদর কত হতে পারে ইত্যাদি। এর ভিত্তিতেই পরিবার পিছু কর নির্ধারণ করা হয়েছে । এ যাবৎ দেড় কোটির বেশি বাড়ির তথ্য আপলোড হয়েছে এই পোর্টালে।

মন্দিরময় শহরের সৌন্দর্যায়নের জন্য একাধিক পদক্ষেপ

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ পর্যটনের মানচিত্রে মন্দিরময় শহর কালনাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার জন্য, রাজ্য সরকার একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়েছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে আলো দিয়ে সৌন্দর্যয়ান করার কাজ শুরু হয়ে ছিল বেশ কয়েক বছর আগে। বর্তমানে বেশ কিছু মন্দির অন্ধকারময় হয়ে পড়ে আছে, এছাড়া বর্ষা এলেই মন্দিরে জল জমে। নিকাশি ব্যবস্থা এবং রাস্তার ভীষণ প্রয়োজন। আর্কওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিকগণের সাথে কালনার চেয়ারম্যান রাজবাড়ী চত্বরে একটি মিটিং করেন। রাজ্য সরকারের ব্যয়ে আলোতে মন্দির সৌন্দর্য্যের জন্য টেন্ডার ডাকা হয়। পুরাতত্ব বিভাগ থেকে সঠিক সময়ে অনুমতি প্রদান না হওয়ায় টেন্ডারটি পরবর্তীকাল আবার নতুন করে ডাকা হবে বলে জানিয়েছেন কালনা চেয়ারম্যান আনন্দ দত্ত। সামগ্রিকভাবে বিদেশি পর্যটক তথা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ও অন্য রাজ্য থেকে আসা পর্যটকদের কাছে, মন্দিরময় শহরের সৌন্দর্যায়নের জন্য একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে যদিও পুরাতত্ব দপ্তরের আধিকারিকরা ক্যামেরার সামনে কিছু বলতে চাননি।

ধীরে ধীরে কমছে সবজির দর, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন ক্রেতারা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ কিছুটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন আম ক্রেতারা। জলপাইগুড়ির বাজারে ধীরে ধীরে কমছে সবজির দর। জলপাইগুড়িতে এখনো তেমন ভাবে সবজির দামে পতন না আসলেও কিছু কিছু সবজির দাম কমেছে। বিভিন্ন সবজির মধ্যে ফুলকপি বা বাঁধাকপির দাম কিছুটা কমেছে। আলুর দামও কিছুটা পতনের দিকে যাচ্ছে বলে বিক্রেতারা বলছেন। তারা বলেন এবছর সবজির দাম অনেকটাই বেশি ছিল। এখন সেই দাম থেকে কিছু টা হলেও সরে আসছে। । বাজারে এখন নতুন আলু ৪০ থেকে ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করছে। বেগুন ৫০ টাকা কেজি। তবে কপির দাম মোটামুটি কমেছে। সাধারণ ক্রেতারা এখন ও বাজার করতে হিমশিম খাচ্ছেন। কবে সবজির দাম পুরো ভাবেই কবে কমবে, সেই আশায় দিন গুনছেন আমজনতা।

রমরমিয়ে চলছিল প্রতারণার ফাঁদ, গ্রেপ্তার ১০

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর ঃ সাফল্য পেল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের শিলিগুড়ি থানার পুলিশ এবং পানিট্যাংকি ফাঁড়ির যৌথ অভিযানে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান, গ্রেপ্তার দশ। শিলিগুড়ি শহরে চলছিল প্রতারণার ফাঁদ। সূত্রের খবর একটি অ্যান্টিভাইরাস কোম্পানির নাম করে কার্যালয় খুলে মানুষকে প্রতারণা করছিল এরা। ল্যাপটপ, মোবাইল প্রচুর সিম কার্ডকে ব্যবহার করে এই চক্র সাজিয়ে বসে ছিল তারা। গোপন সূত্রে এই খবর পাওয়া মাত্রই গতকাল গভীর রাতে ওই কল সেন্টারে হানা দেয় শিলিগুড়ি থানা সাদা পোশাকের পুলিশ এবং শিলিগুড়ি থানার পানিট্যাঙ্কি আউটপোস্টের পুলিশ। অভিযানে মিললো সাফল্য। শিলিগুড়ি পৌরনিগমের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের শিশির ভাদুড়ি সরণীর একটি ফ্ল্যাটে চলছিল অবৈধ এই কারবার। শিলিগুড়ি থানার পুলিশ কলকাতার ১০ যুবককে গ্রেফতার করে বেআইনি সেন্টারের পর্দা ফাঁস করল। এই অভিযানে উদ্ধার হয়েছে চারটি ল্যাপটপ, ৬ টি মোবাইল ছাড়াও আরো বেশ কিছু নথি। ধৃতরা মানুষকে বোকা বানিয়ে তাদের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা সাফাই করতে বলেই জানা গেছে। বেশ কিছুদিন ধরেই শিলিগুড়ি থানার পুলিশের কাছে এই খবর আসছিল। অবশেষে অভিযানে গ্রেপ্তার দশ। ধৃতরা কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা। এই চক্রে বহিরাগত নেটওয়ার্ক জড়িয়ে রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে শিলিগুড়ি পুলিশ। রাতের এই অভিযানে ধৃতদের নাম এমডি আরসাদ, এমডি আমন, রাজা ফিরোজ খান, আব্দুল তৌহিত, রোহিত গুপ্ত, রাজেশ শাও, এমডি উমর, সৌম বিকাশ কুণ্ডু, মেহতা আহমদ আনসারি, অভিজিত দাস। ধৃতদের এদিন শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়।

e-Tender Notice

e-Tender invited by the Pradhan Brittihuda Gram Panchayat under Chapra Dev. Block, Nadia. NIT No. **WB/NAD/CHAP/BRI./NIT-14/2024-25 of 15th F.C untied fund. 6** nos Scheme & 1nos NIT under 15th FC Un-tied Fund for details please contact to the office or **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Brittihuda Gram Panchayat
Chapra Block, Nadia.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Tender Notification

Officer-In-Charge, Government General Degree College, Mangalkote invites online e-Tender for providing Security Services within the college premises for the FY 2025-26 and may be renewed for FYs 2026-27 and 2027-28 subject to satisfactory performance and subsequent approval vide NIT Memo No. **524/MGC dated 14/12/2024** and Tender ID: **2024_DHE_785328_1.** Submission of Bid opens on **14/12/2024 at 04.00 PM** and closes on **23/12/2024 at 4.00 PM**. Details of NIT and necessary Tender Documents may be had and downloaded from **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Officer-In-Charge
Government General Degree College, Mangalkote

SRIBATI GRAM PANCHAYAT
P.O – SRIBATI, DIST- PURBA BARDHAMAN
(UNDER KATWA- II PANCHAYAT SAMITY)
Phone :– (03453) 249520 : Email Id :- sribatigp@gmail.com

eTender Notice No. – SGP/09/15th CFC/2024-25, ID No.- 2024_ZPHD_785206_1 Dated 14/12/2024
eTender Notice No. – SGP/09/15th CFC/2024-25, ID No.- 2024_ZPHD_785206_2 Dated 14/12/2024
eTender Notice No. – SGP/09/15th CFC/2024-25, ID No.- 2024_ZPHD_785206_3 Dated 14/12/2024
eTender Notice No. – SGP/09/15th CFC/2024-25, ID No.- 2024_ZPHD_785206_4 Dated 14/12/2024
eTender Notice No. – SGP/09/15th CFC/2024-25, ID No.- 2024_ZPHD_785206_5 Dated 14/12/2024
eTender Notice No. – SGP/10/15th CFC/2024-25, ID No.- 2024_ZPHD_785218_1 Dated 14/12/2024
eTender Notice No. – SGP/10/15th CFC/2024-25, ID No.- 2024_ZPHD_785218_2 Dated 14/12/2024

e-Tender is hereby invited by the Prodhan, Sribati Gram Panchayat from bonafied contractors to participate in the e-Tender from **14/12/2024 to 21/12/2024**, For further details visit the website **http://wbtenders.gov.in**

Prodhan
Sribati Gram Panchayat

আজ ৪৮ বছরে পা দিচ্ছেন বাইচুং ভুটিয়া

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ বাইচুং ভুটিয়া ভারতের বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়দের একজনড ভারতীয় প্রাক্তন এই পেশাদার ফুটবলার বিশ্বে ভারতীয় ফুটবল দলকে আলাদা করে পরিচয় করে দিয়েছেন। ১৯৯১ সালে সুব্রত কাপে তাঁর পারফরমেন্স তাঁকে আলোকিত করে। এখান থেকে তিনি সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পান। এই প্রতিযোগিতায় তাঁকে সেরা খেলোয়াড় ঘোষণা করা হয়। ১৯৯১ সালে ১৭ বছর বয়সে সিকিম গভর্নরের গোল্ড কাপ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ নেওয়ার সময় তাঁকে আরো ভালোভাবে চেনা যায়। তিনি স্ট্রাইকার হিসেবে খেলেছেন। তাঁকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভারতীয় ফুটবলের মশাল বাহক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তাঁকে ফুটবলের শুটিং দক্ষতার কারণে সিকিমিজ স্নাইপার ডাকা হয়। ৩ বারের বর্ষসেরা ফুটবলার আইএম বিজয়ন বাইচুং ভুটিয়াকে ভারতীয় ফুটবলের জন্য 'ঈশ্বরের উপহার' বলে বর্ণনা করেছেন। বাইচুং ভুটিয়া ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৬ সালে সিকিমের একটি ছোট্ট গ্রাম টিংকিটামের কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৯৩ সালে বাইচুং ভুটিয়া ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে যোগদান করেন। ১৯৯৬ সালে বাইচুং বর্ষসেরার খেতাব পেয়েছিলেন। পেশাদার ফুটবলের জন্য, তিনি ১৯৯৯ সালে ইউরোপে পাড়ি জমান। তিনি ইংলিশ ক্লাব ভরিতে যোগ দেন। বাইচুং ভুটিয়া হলেন প্রথম ভারতীয় ফুটবলার যিনি ইউরোপিয়ান ক্লাবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। মালয়েশিয়ার ফুটবল ক্লাব পার্কের হয়েও খেলেছেন। প্রায় ৩ বছর বিদেশি ক্লাবে খেলার পর তিনি ভারতে ফিরে আসেন। বাইচুং মূলত মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে খেলেছেন। ভারতীয় ফুটবলে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তাঁর সম্মানে ভুটিয়া নামে একটি ফুটবল স্টেডিয়ামও রয়েছে। বাইচুং অর্জুন পুরস্কার এবং পদ্মশ্রী-র মত পুরস্কারেও সম্মানিত হয়েছেন। ২০১০ সালে তিনি দিল্লিতে বাইচুং ভুটিয়া ফুটবল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ২০১১ সালে তিনি আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর ঘোষণা করেন। তাঁর বিদায়ী ম্যাচ ছিল ১০ জানুয়ারি ২০১২ দিল্লির জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে ।

পাপে থিয়াও সেনেগালের কোচ নিযুক্ত হয়েছেন

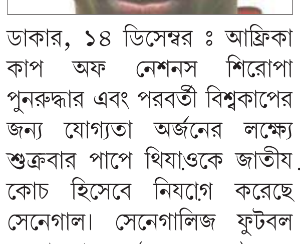

ডাকার, ১৪ ডিসেম্বর ঃ আফ্রিকা কাপ অফ নেশনস শিরোপা পুনরুদ্ধার এবং পরবর্তী বিশ্বকাপের জন্য যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে শুক্রবার পাপে থিয়াওকে জাতীয় কোচ হিসেবে নিযোগ করেছে সেনেগাল। সেনেগালিজ ফুটবল ফেডারেশনের (এফএসএফ) এক কর্মকর্তা ৪৩ বছর বয়সী থিয়াওয়ের নির্বাচন নিশ্চিত করেছেন। ২০১৫ সালে দাযিত্ব নেওয়া আলিউ সিসিকে বরখাস্ত করার পরে এবং ২০২২ সালে দেশটিকে তাঁদের প্রথম আফ্রিকা কাপ অফ নেশনস জয়ে এবং শেষ দুটি বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টে নেতৃত্ব দেওয়ার পরে থিয়াও অক্টোবর থেকে অন্তর্বর্তীকালীন ভিত্তিতে এই অবস্থানে ছিলেন। সেনেগালের প্রাক্তন ফরোয়ার্ড থিয়াও, যিনি ফরাসি ক্লাব সেঃট ইটিন, স্ট্রাসবার্গ এবং মেটজে খেলেছিলেন, সেই দলে ছিলেন যেটি ২০২২ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছিল।একজন কোচ হিসেবে তিনি ২০২২ আফ্রিকান নেশনস চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছেন ।

এক ম্যাচ হাতে রেখে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজ জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা

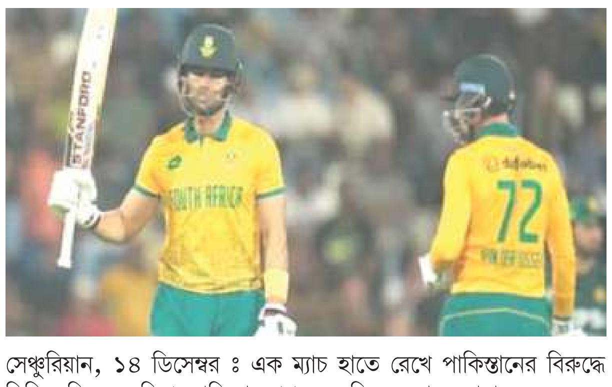

সেঞ্চুরিয়ান, ১৪ ডিসেম্বর ঃ এক ম্যাচ হাতে রেখে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজ জিতল দক্ষিণ আফ্রিকাড প্রথম একদিনের ম্যাচে তারা হেরেছে ১১ রানে। দ্বিতীয় ম্যাচে শুক্রবার রাতে বিশাল(২০৬) রানের লক্ষ্য দিযেছিল পাকিস্তান। সেখানেও তারা পারলো না। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে হেরে গেল। পাকিস্তানের দেওয়া ২০৬ রানের টার্গেট দক্ষিণ আফ্রিকা করে নিলো তিন উইকেটে। রিজা হেনড্রিক্স ও রাসি ভান ডার ডুসেনের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। বিশাল লক্ষ্য তাড়ায় নেমে শুরুতেই মাত্র ৬ রান জমা হতেই রায়ান রিকেলটনকে হারায় প্রোটিয়ারা। রানে দুই উইকেট হারিয়ে কিছুটা চাপে পড়ে প্রোটিয়ারা। পাওয়ার- প্লে তে দলীয় ২৮ রানে ম্যাথিউ ব্রিটজক আউট হলে আরও বিপদে পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা। এরপর চাপ সামলে ওঠেন রিজা হেনড্রিক্স ও রাসি ভান ডার ডুসেন। পাকিস্তানের বোলারদের তুলোধোনা করে তুলে দারুণ খেলে ১১৭ রানে থামেন হেনড্রিক্স। ৬৩ বলে ৭ চার ও ১০টি ছক্কায় ইনিংসটি সাজিয়েছেন হেনড্রিক্স। এরপর হেনরিখ ক্লাসেনকে নিয়ে বাকি কাজ সারেন ভান ডার ডুসেন। ৩৮ বলে ৬৬ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। অন্যদিকে ৫ বলে ৮ রানে অপরাজিত থাকেন ক্লাসেন। পাকিস্তানের হয়ে জাহানদাদ খান দুটি ও আব্বাস আফ্রিদি নেন একটি উইকেট। সেঞ্চুরিয়ানে টসে জিতে আগে ব্যাট করে সাইম আইয়ুবের তাণ্ডবে ২০৬ রানের সংগ্রহ পায় সফরকারীরা। ৯৮ রানে অপরাজিত থাকেন সাইম আইয়ুব।

ভেস্তে গেল প্রথম দিন, গোটা ব্রিসবেন টেস্টেই বৃষ্টির পূর্বাভাস

গাব্বা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ প্রথম দিনে খেলা হয়েছে মাত্র ১৪ ওভার। প্রবল বৃষ্টির জেরে ভেস্তে গিয়েছে গাব্বা টেস্টের প্রথম দিন। তার মধ্যেই ক্রিকেটপ্রেমীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলছে হাওয়া অফিস। পূর্বাভাস, আগামী পাঁচ দিনই বৃষ্টি হতে পারে ব্রিসবেনে। অর্থাৎ গাব্বা টেস্টের পুরোটাই হয়তো ভেসে যেতে পারে বৃষ্টিতে। বরুণদেবের রোষে কার্যত ভেস্তে গিয়েছে গাব্বা টেস্ট। প্রথম দিনে প্রথম সেশনে প্রায় দেড় ঘণ্টা খেলা বন্ধ থাকে। মধ্যাহ্নভোজের পর থেকে খেলা পুরোপুরি বন্ধ থাকে। চা পানের বিরতির সময় এসে গেলেও বৃষ্টি থামার কোনও লক্ষণ নেই। তবে ধৈর্য্যে ধরে মাঠে অপেক্ষা করেন ভক্তরা। কিন্তু প্রথমদিন আর খেলা শুরু করা যায়নি। শেষ পর্যন্ত স্থানীয় সময় বিকেল সোয়া চারটে নাগাদ আম্পায়ার জানিয়ে দেন, গাব্বা টেস্টের প্রথম দিনের খেলা পরিত্যক্ত। দিনের শেষে ১৩.২ ওভারে অস্ট্রেলিয়ার স্কোর ২৮। ক্রিজে রয়েছেন ওপেনার উসমান খোয়াজা এবং নাথান ম্যাকসুইনি। যথাক্রমে ১৯ এবং ৪ রান করেছেন দুই ব্যাটার। আম্পায়ার জানিয়েছেন, দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু হবে নির্ধারিত সময়ের ৩০ মিনিট আগে। রবিবার ভারতীয় সময় সকাল ৫টা ২০ থেকে গাব্বা টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু হবে। কমপক্ষে ৯৮ ওভারের খেলা হবে দ্বিতীয় দিনে। কিন্তু ব্রিসবেন টেস্টের দ্বিতীয় দিনেও রয়েছে বৃষ্টির সম্ভাবনা। স্থানীয় আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, ৪৬ শতাংশ বৃষ্টি হতে পারে ব্রিসবেনে। সকালেই বৃষ্টি হতে পারে। তবে দ্বিতীয় দিনে মেঘলা আবহাওয়ার ফায়দা তুলতে পারেন ভারতীয় পেসাররা। যদিও গাব্বার প্রথম দিনে উইকেট থেকে পেসাররা সেভাবে সাহায্য পাননি। টেস্টের বাকি তিনদিনও রয়েছে বৃষ্টির সম্ভাবনা। তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে ৬৭ শতাংশ এবং পঞ্চম দিনে ৫৫ শতাংশ বৃষ্টি হতে পারে বলে দাবি হাওয়া অফিসের। শেষ পর্যন্ত কি বৃষ্টিতে ভেস্তে যাবে গোটা টেস্ট? নাকি ব্যাটে-বলে লড়াইয়ে জয় পাবে কোনও দল?

কেরালার বিরুদ্ধে দল নির্বাচনই ছিল চ্যালেঞ্জ কোচ মোলিনার

১৪ ডিসেম্বর ঃ শেষ সাত ম্যাচ হারেনি দল, গোল খেয়েছে মাত্র একটা। ১০ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের ওপরে রয়েছে টিম। আইএসএলে এমন একটা স্বপ্নের দৌড়ের মধ্যেও মোহনবাগান শিবিরে খচখচ করছে একটা কাঁটা। গ্রেগ স্টুয়ার্ট। তিনি কি কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে প্রথম দলে প্রত্যাবর্তন করবেন, সেই প্রশ্নটাই ঘোরাফেরা করছিল সবুজ-মেরুন শিবিরে। দলের অভ্যন্তরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, তেমন কোনও বড় সমস্যা নেই স্কটিশ মিডফিল্ডারের। যে চোট লেগেছিল, তা সেরে গিয়েছে। এমনকী শেষ কয়েকটা টেস্টের রিপোর্টেও তেমন কোনও সমস্যা ধরা পরেনি। যে জন্য চেন্নাইয়িন এফসি মরচের শেষদিকে নামানো হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু এখনও দৌড়াতে গেলে ব্যথা অনুভব করছেন স্টুয়ার্ট। কেন এই সমস্যা হচ্ছে, সেটা বুঝতে পারছে না টিম ম্যানেজমেন্ট। শেষ দু'ম্যাচে পরিবর্ত হিসাবে নেমেছেন তিনি। তবে ব্যথা অনুভূত হওয়ায় এখনও তিনি পুরো ম্যাচ খেলার মতো জায়গায় নেই বলেই মনে করা হচ্ছে। কেরালা ম্যাচের আগের দু'দিন, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার অনুশীলনেও নামেননি স্টুয়ার্ট। এদিনও ক্লাবে এসেছিলেন তিনি। তবে অনেকটা সময় মেডিক্যাল রুম আর জিমে কাটিয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, কোচ জোসে মোলিনার পরামর্শেই এই পদক্ষেপ করেছেন স্টুয়ার্ট। আর তাঁর মাঠে নামা নিয়ে সিদ্ধান্তের ভার কোচের উপরই ছেড়ে দিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট। স্টুয়ার্টের সঙ্গে কথা বলে মোলিনা ঠিক করবেন তাঁকে খেলাবেন কি না। এবার যদি কোচ মনে করেন স্টুয়ার্ট খেলতে পারবেন বা স্টুয়ার্ট নিজে খেলতে চান, তবে এক কথা। নয়তো শেষ দু'ম্যাচের মতো শনিবারও স্টুয়ার্টের রিজার্ভ বেঞ্চে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। অনুশীলন শুরুর আগে সাংবাদিক সম্মেলনে মোহনবাগান কোচ অবশ্য শুনিয়ে গেলেন, স্টুয়ার্ট কাল ব্যথার জন্য অনুশীলন করেনি। আজ কেমন আছে এখনও জানি না। সাহাল আবদুল সামাদ আবার বললেন, আমি হয়তো স্টুয়ার্টের মতো খেলতে পারবনা। তবে দলে সুযোগ পেলে নিজের সেরাটা দেব। তবে এই একটা বিষয় ছা।। আর কোনও সমস্যা নেই মোহনবাগানে। কার্ড সমস্যা মিটিয়ে ফিরছেন শুভাশিস বসু ও আলবার্তো রড্রিগেজ। ফলে শেষ ম্যাচে দূরন্ত খেলা ডিফেন্সে পরিবর্তন করবেন না কি সেটা ধরে রেখে দলের দুই গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারকে ছা।। নামবেন, সেটাই এখন মাথাব্যথা মোলিনার। তাঁর বার্তা, আমাদের দলে প্রথম একাদশে ঢোকা নিয়ে প্রতিযোগিতা রয়েছে। শেষ ম্যাচে দীপেন্দু ও আশিক ভালো খেলেছে। ফলে আলবার্তো-শুভাশিসকে ফেরানোর বিষয়টি দেখতে হবে।

মাঠে নামতেই প্রবল কটাক্ষ সিরাজকে!

গাব্বা, ১৪ ডিসেম্বর ঃ ব্রিসবেনে দর্শকদের কটাক্ষের মুখে পড়লেন মহম্মদ সিরাজ। শনিবার গাব্বায় টেস্ট খেলতে নামে ভারত। সেখানে তারকা পেসার বল করার সময়েই তাঁকে তিরস্কার করেন অজি দর্শকরা। উল্লেখ্য, ট্র্যাভিস হেডের সঙ্গে সংঘাতের পর থেকেই অজি দর্শকদের কাছে 'সমালোচনার পাত্র হিসাবে পরিণত হয়েছেন সিরাজ।

অ্যাডিলেড টেস্টের দ্বিতীয় দিনে হেড আউট হওয়ার পর রীতিমতো আগ্রাসী ভঙ্গিতে অজি ব্যাটারকে বাইরের পথ দেখান সিরাজ। পালটা হেডও কটূক্তি করেন। দুজনের উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় অবশ্য খুব বেশিদূর গড়ায়নি। খেলা শেষ হয়ে যেতে দুই ক্রিকেটার একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন। কিন্তু দুজনকেই পরে দোষী সাব্যস্ত করে আইসিসি। অন্যদিকে, রেগে গিয়ে ক্রিজে দাঁড়িয়ে থাকা মার্নাস লাবুশানের দিকে বল ছোড়ার অভিযোগও ওঠে সিরাজের বিরুদ্ধে। আইসিসির তরফে বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়ার পরেও সিরাজকে কাঠগ।।য় তুলছেন প্রাক্তন অজি ক্রিকেটাররা। কারও মতে, সেলিব্রেশন করতে গিয়ে অতিরিক্ত আগ্রাসন দেখাচ্ছেন সিরাজ। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের উচিত সিরাজের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলা। পাশাপাশি, সিরাজকে নিয়ে নেতিবাচক ধারণা ছড়ায় অজি জনমানসে। তবে গোটা বিষয়টি নিয়ে অহেতুক জলঘোলা হচ্ছে বলে পালটা দাবি করেন হরভজন সিং। বিতর্কের আবহেই গাব্বা টেস্টে খেলতে নামে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া। টসে জিতে বল করার সিদ্ধান্ত নেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। দ্বিতীয় ওভারে বল করতে আসেন সিরাজ। সেই সময়ে তারকা পেসারকে উদ্দেশ্য করে কটাক্ষ করতে থাকেন দর্শকরা। যদিও সিরাজকে সেভাবে প্রতিক্রিয়া দিতে দেখা যায়নি। খুব বেশিক্ষণ অবশ্য দর্শকদের দুর্ব্যবহার সহ্য করতে হয়নি সিরাজকে। মাত্র ১৩.২ ওভার খেলা হওয়ার পরেই বৃষ্টিতে ভেস্তে যায় গাব্বা টেস্টের প্রথম দিন।

মিলল না সুবিচার

১৪ ডিসেম্বর ঃ ধর্ষণের মামলায় এখনও স্বস্তি পেলেন না বাবর আজম। তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে মামলা চলছে পাক ব্যাটারের বিরুদ্ধে। কিন্তু বৃহস্পতিবার শুনানির দিন ধার্য করা থাকলেও সেটা পিছিয়ে দেওয়া হল। ফলে আরও দীর্ঘায়িত হল বাবরের সুবিচার পাওয়ার অপেক্ষা। ২০২১ থেকে ধর্ষণের মামলা ঝুলছে বাবরের বিরুদ্ধে। যৌন হেনস্তা, শারীরিক নির্যাতন, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণ-একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছিল প্রাক্তন পাক অধিনায়কের বিরুদ্ধে। নিজেকে বাবরের স্কুলজীবনের বন্ধু বলে দাবি করে অভিযোগ এনেছিলেন এক তরুণী। তাঁর দাবি, বাবর বছরের পর বছর তাঁকে ব্যবহার করেছেন, নিজের যাবতীয় খরচের টাকা নিয়েছেন, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস করেছেন, এমনকী বাবরের সঙ্গে সহবাসের পর মহিলা নাকি অন্ত ঃসত্ত্বাও হয়েছিলেন। তাঁকে গর্ভপাত করতে বাধ্য করেন বাবর। অভিযোগকারিণী আরও বলেন, পাকিস্তানের তারকা ব্যাটসম্যানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সেই ২০১০ সাল থেকে। তখনও বাবরের এত খ্যাতি ছিল না। স্কুলে পড়াকালীনই বাবর তাঁকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেন। এমনকী, তাঁরা পালিয়ে বিয়ে করার সিদ্ধান্তও নেন। কিন্তু এরই মধ্যে জাতীয় দলে ডাক পেয়ে যান বাবর। এবং খ্যাতির শিখরে পৌঁছতেই বেঁকে বসেন। মহিলাকে নাকি এই ঘটনা প্রকাশ্যে না আনার জন্য চাপ দেওয়া হত। মারধর করা হত, এমনকী, খুনের হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে দাবি মহিলার।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com